ইসলামে হালাল ও হারাম

এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার

www.pathagar.com

ইসলামে হালাল ও হারাম

এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
(বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত)
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩২৮

১ম প্রকাশ

জমাদিউস সানি	১৪২৫
শ্রাবণ	১৪১১
আগস্ট	২০০৪

স্বত্ব ঃ গ্রন্থকারের

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
(বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত)
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISLAME HALAL O HARAM by A. B. M. A. Khalaque Majumder. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 60.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

গ্রন্থকারের কথা

গত ১৪/১১/২০০২ তারিখে মাওলানা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীতে, একাডেমীর পরিচালক মুহ্তারাম মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম সাহেবের সামনে বসা। হঠাৎ করেই তিনি বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটির অফিস সেক্রেটারী জনাব আমিনুর রহমানকে নির্দেশ দিলেন মজুমদার সাহেবকে সেমিনারের বিষয়বস্তু, স্থান, দিন, তারিখ ও সময় সম্বলিত একটি কাগজ লিখে দিন। তিনি এবার আমাদের সেমিনারের প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। তখনই আমীনুর রহমান সাহেব এ ক্যাপ্টসেনটি 'সেমিনার'

"ইসলামে হালাল ও হারামের বিধান"
স্থান ঃ হামদর্দ মিলনায়তন
তাং ২৫/১১/২০০২ সময় বিকাল ৩টা
"বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি"

লিখে আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। আমি তখনো ব্যাপারটি ভালো করে বুঝে উঠতে পারিনি। পরে বুঝলাম বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটির হামদর্দ মিলনায়তনের মাসিক নিয়মিত সেমিনারে এ মাসে 'ইসলামে হালাল হারামের বিধান' নিয়ে আলোচনা হবে। সেমিনারে প্রবন্ধটি উপস্থাপনের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হলো।

১৫/১১/০২ তারিখ থেকেই এ বিষয়ের উপর কুরআন হাদীসসহ বিভিন্ন বই বিশেষ করে আল্লামা ইউসুফ আলকারযাভীর লিখিত গ্রন্থ "আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম" যার বাংলা 'ইসলামে হালাল ও হারাম' বইগুলো অধ্যয়ন শুরু করলাম। হাতে আছে অল্প সময়। উপস্থাপনের সময় ২০ থেকে ২৫ মিনিট। এই স্বল্প সময়ে আমার জন্য যতটুকু সম্ভব হলো একটু খেটে প্রবন্ধটি দাঁড় করালাম।

নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে প্রবন্ধটি হামদর্দ মিলনায়তনের সেমিনার কক্ষে উপস্থাপন করা হলো।

www.pathagar.com

সেমিনারের সভাপতি ছিলেন জনাব মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম সাহেবই। প্রধান অতিথী ছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম সেরা আলেম জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অন্যতম নায়েবে আমীর হযরত মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ। আলোচক ছিলেন ইবনে সীনা ট্রাষ্টের সেক্রেটারী ও প্রখ্যাত সাবেক ছাত্র নেতা ও জামায়াত নেতা জনাব সাইফুল আলম খান মিলন ও প্রখ্যাত শল্য চিকিৎসক ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও অনেক পুস্তক প্রণেতা প্রফেসর ডাক্তার মতিউর রহমান এবং অধ্যাপক আবদুর রহমান বিন হাফিজ।

ইসলামে হালাল হারামের বিধানের উপর লিখিত প্রবন্ধটির উপর প্রধান অতিথী, সভাপতি ও আলোচকবৃন্দগণ বেশ প্রশংসা করেন। সেমিনারের সভাপতি তো তার সভাপতির ভাষনে বলেই ফেললেন, "প্রবন্ধ উপস্থাপক সিন্ধুকে বিন্দুতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।' তিনি তার বক্তব্যেই বললেন, 'আমরা আশা করবো প্রবন্ধকার মাওলানা এ বি. এম. এ. খালেক মজুমদার এ নিবন্ধের ছায়া ধরে একটি পূর্ণ গ্রন্থই রচনা করে ফেলবেন। আমার বড়ো মুরব্বি মাওলানা এ. কে. এম. ইউসুফ সাহেবও প্রবন্ধটির প্রশংসা করে আমাকে উৎসাহ যোগালেন।

পরের দিন ২৬/১১ তারিখে এ নিবন্ধটিকে একটি ছোট গ্রন্থে রূপ দেবার জন্য মনে মনে দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করলাম। ২৭/১১ তারিখ অফিস থেকে বাসায় ফিরে যোহরের নামাযের পর আল্লাহর নাম নিয়ে সাহস সঞ্চার করে কলম ধরলাম। আল্লাহ আমার সহায় হোন।

—এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার

www.pathagar.com

সূচীপত্র

এক ঃ হালালের গুরুত্ব ও হারাম বিমুক্ত সমাজ ১৫
দুই ঃ হালাল, হারাম ও মাকরূহ ১৮
১. সব জিনিসই মূলত মুবাহ ২০
২. হালাল-হারাম করার মালিক আল্লাহ ২৬
৩. হালালকে হারাম হারামকে হালাল করা শিরক ২৮
৪. হারাম দ্রব্য ক্ষতিকর ২৯
৫. হালাল হারামের পরিপূরকেরও বেশী ৩৩
৬. হারাম কাজের কারণও হারাম ৩৪
৭. হারাম কাজের কৌশল অবলম্বনও হারাম ৩৪
৮. ভালো নিয়তের কারণে হারাম হালাল হয় না ৩৫
৯. হারাম থেকে বাঁচার জন্য সন্দেহজনক কাজ না করা ৩৬
১০. হারাম সকলের জন্যই হারাম ৩৭
১১. প্রয়োজন নিষিদ্ধ জিনিসকেও হালাল করে ৩৮
তিন ঃ মুসলমানের ব্যক্তি জীবনে হালাল ও হারাম ৪০
গোশত খাওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন জাতির মতামত ৪০
মৃত জন্তু হারাম কেনো ৪৩
প্রবাহিত রক্ত হারাম ৪৪
শূকরের গোশত হারাম ৪৪
আল্লাহর নামে যা যবেহ করা হয় না ৪৫
আরো কিছু মৃত জিনিস ৪৫
দেবদেবী ও পীর পুরোহিতদের নামে যবেহ ৪৬
মাছ ও পঙ্গপালের হুকুম ৪৬
মরা পশু-পাখির চামড়া, অস্থি ও পশম ৪৭
অপারগ অবস্থার কথা ৪৮
চিকিৎসার জন্য হারাম জিনিস ৪৮
যবেহ করার শরীআতী নিয়ম ৪৮
স্থলভাগের হারাম জীব ৪৯
গৃহপালিত পশু হালাল হবার জন্য যবেহ করতে হবে ৫১

www.pathagar.com

যবেহ্‌র সময় আল্লাহর নাম নেবার কারণ ৫৩
ইহুদী-খৃষ্টানদের যবেহ ৫৪
গির্জা মেলায় যবেহ করা পশু ৫৫
আগুন পূজারীদের যবেহ ৫৫
অজানা বিষয়ে খোঁজাখুজি নিষেধ ৫৬

চার ঃ শিকার ৫৭
শিকারের ব্যাপারে কতকগুলো শর্ত রয়েছে ৫৭
প্রাণী সম্পর্কিত শিকারের শর্ত ৫৮
শিকার করার ধরন ৫৮
শিকারী প্রাণী দিয়ে শিকারের শর্ত ৫৯
তীর দিয়ে শিকারের পর শিকার মৃত পেলে ৫৯

পাঁচ ঃ মদ ৬০
মদ হারাম ৬০
মদের অপকারিতা ৬১
মদের ব্যবসা ৬১

ছয় ঃ পোশাক ও বেশ-ভূষা ৬৩
পোশাকের প্রয়োজনীয়তা ৬৩
পোশাকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ৬৪
সোনা ও রেশমের কাপড় ৬৫
স্বর্ণ পুরুষের জন্য হারামের কারণ ৬৬
মহিলাদের জন্য হালাল কেনো ৬৬
মহিলাদের পোশাক ৬৭
নারী-পুরুষের সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক ৬৭
যশ-সুখ্যাতি ও অহংকারের পোশাক হারাম ৬৮
অতিরিক্ত সৌন্দর্যের জন্য আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি ৬৮

সাত ঃ বাসস্থান ৭০
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি ৭০
ছবি ও প্রতিকৃতি হারাম ৭১
শিশুদের খেলনায় দোষ নেই ৭৩
অপূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি ৭৪
কাগজ, কাপড়, পর্দা, প্রাচীর, মেঝে-মঞ্চে ও মুদ্রায় প্রতিকৃতি ৭৪
ক্যামেরাবদ্ধ ছবি ৭৪

www.pathagar.com

প্রতিকৃতি ও ছবি নির্মাতার ব্যাপারে সারকথা ৭৫
কুকুর পালা ৭৭
কুকুর পালনে রসূলের অভিমত ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ৭৯

আট ঃ উপায় উপার্জন ও পেশা ৮০
ভিক্ষাবৃত্তি খারাপ কাজ ৮১
শ্রম সম্মানজনক কাজ ৮১
কৃষিকাজ করে উপার্জন ৮১
শিল্প কাজ করে উপার্জন ৮২
ইসলামে হারাম কাজ ও পেশা ৮৪
ব্যবসা-বাণিজ্য করে আয় করা ৮৪
হারাম ব্যবসা করে উপার্জন ৮৫
চাকরি-বাক্‌রি করে আয়-রোজগার ৮৫
হারাম চাকুরি ৮৫

নয় ঃ কামনা-বাসনার সীমা ৮৮
যৌন বাসনায় মানুষের অবস্থান ৮৮
বিয়েশাদী ও পারিবারিক জীবনে হালাল-হারাম ৯১
লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হারাম ৯১
নারীর সৌন্দর্য প্রকাশ ৯২
সৌন্দর্য প্রকাশে ব্যতিক্রম আছে ৯৩
নারীদের সতর ৯৪
নারীদের নগ্নতা বেলেল্লাপনা হারাম ৯৫
স্বামীর মেহমানদের মেহমানদারী করা ৯৬
স্বভাবপ্রকৃতি বিরোধী কাজও হারাম ৯৬
বৈরাগ্যবাদ ৯৬
কনেকে বরের দেখা হালাল ৯৭
যেসব বিয়ের প্রস্তাব হারাম ৯৮
বিয়ের ব্যাপারে কন্যার মতামত গ্রহণ ৯৮
যাদেরকে বিয়ে করা হারাম ৯৯
মুত'আ অর্থাৎ সাময়িক বিয়ে ১০০
একত্রে একসময়ে একাধিক বিয়ে ১০০
স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক ১০১
পরিবার পরিকল্পনা ১০২
পরিবার পরিকল্পনা বৈধ কখন ১০৩

www.pathagar.com

গর্ভপাত ১০৪
কৃত্রিম উপায়ে গর্ভসঞ্চার ১০৫

দশ ঃ স্বামী স্ত্রীর অধিকার ১০৬
স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সহনশীলতা ও ধৈর্য ১০৭
স্বামী স্ত্রীর বিরোধ নিরসন ১০৮
মাসিক চলার সময় তালাক হারাম ১০৯
তালাকের কসম করা হারাম ১০৯
স্ত্রীকে জ্বালাতন করা হারাম ১০৯
স্ত্রী ছেড়ে দেবার কসম করা হারাম ১১০
পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক ১১১

এগার ঃ আকীদা বিশ্বাস ও অন্ধ অনুকরণ ১১৩
কুসংস্কার ১১৩
গণনায় বিশ্বাস করা হারাম ও কুফরী ১১৪
পাশার মাধ্যমে ভাগ্য জানা ১১৬
যাদু ১১৭
তাবীজ ১১৮
কোনো কিছুকে খারাপ লক্ষণ মনে করা ১১৯
বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ ও প্রচার ইসলামে হারাম ১২০
বংশ ও বর্ণে কোনো গৌরব নেই ১২০
মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ ১২২

বার ঃ পারস্পরিক কাজকর্ম ১২৩
হারাম জিনিস ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা করাও হারাম ১২৩
প্রতারণামূলক বিক্রয় হারাম ১২৩
জিনিসপত্রের দাম নিয়ে প্রতারণা ১২৩
পণ্য মওজুদ করে রাখা হারাম ১২৪
বাজারের অবাধ স্বাধীনতায় কৃত্রিম বাধা ১২৪
দালালী জায়েয ১২৫
মুনাফাখোরী ও ধোঁকাবাজী হারাম ১২৫
বারবার কসম করা ১২৬
মাপে কমবেশী করা ১২৬
চোরাই মাল ক্রয় ১২৭
সুদ হারাম ১২৭

www.pathagar.com

সুদ হারাম কেনো ১২৮
সুদের ব্যবসায়ী ও সুদী দলীল লেখক ১৩০
ঋণ থেকে নবী পানাহ চাইতেন ১৩০
বেশী মূল্যে বাকী ক্রয় ১৩১
মূল্য পরিশোধ আগে পণ্য গ্রহণ পরে ১৩২
শ্রম ও মূলধন পরস্পর সহযোগিতা ১৩২
অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা ১৩৩
বীমা ব্যবসা ১৩৪
জমিতে ফসল উৎপাদন ১৩৫
অংশীদারিত্বে পশুপালন ১৩৭

তের ঃ খেলাধুলা ও বিনোদন ১৩৯
রসূলুল্লাহ সঃ-এর স্বভাব ১৩৯
নবীর সাহাবীগণের অবস্থা ১৪০
নির্মল হাসি তামাশায় দোষ নেই ১৪১
বৈধ খেলা ১৪২
দৌড় প্রতিযোগিতা ১৪২
কুস্তি খেলা ১৪২
তীর নিক্ষেপ ১৪৩
বল্লম খেলা ১৪৪
ঘোড় দৌড় ১৪৪
শিকার করা ১৪৫
পাশা খেলা ১৪৫
দাবা খেলা ১৪৬
গান ও বাদ্যযন্ত্র ১৪৬
লটারী ১৪৭
সিনেমা দেখা ১৪৮

চৌদ্দ ঃ সামাজিক সম্পর্ক ১৫০
ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম ১৫১
ঝগড়াঝাটি ফয়সালা করা ১৫৩
কারো বিদ্রূপ করা ১৫৩
কারো দুর্নাম করা ১৫৫
খারাপ নামে ডাকা ১৫৫
কুধারণা ১৫৬

www.pathagar.com

দোষ খুঁজে বেড়ানো ১৫৬
গীবত ১৫৭
গীবতের ব্যতিক্রম ১৫৮
চোগলখুরী ১৫৯
ব্যক্তির মান সম্ভ্রম সংরক্ষণ ১৬০
জীবন ও রক্তের মর্যাদা ১৬২
নিহত ও হত্যাকারী দুজনই জাহান্নামী ১৬৩
অঙ্গীকারভুক্ত ও যিম্মির রক্ত ১৬৩
আত্মহত্যা ১৬৪
অন্যায় ও অসৎ পথে সম্পদ অর্জন হারাম ১৬৬
ঘুষ দেয়ানেয়া হারাম ১৬৬
উপহার বা উপঢৌকন ১৬৭
ধন-সম্পদ অপব্যয় করা হারাম ১৬৮
সংখ্যালঘু অমুসলিমদের সাথে ব্যবহার ১৬৮
ইহুদী খৃস্টানদের প্রতি আচরণ ১৬৯
যিম্মি ১৭০
অমুসলিমদের সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ ১৭১
শেষকথা ১৭২

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

১

হালালের গুরুত্ব ও হারাম বিমুক্ত সমাজ

ইসলাম আল্লাহর দেয়া একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষ আল্লাহর এক সৃষ্টি। মানুষ সহ এ দুনিয়ায় ও আকাশে আল্লাহর আরো অসংখ্য সৃষ্টি আছে। এসব সৃষ্টিই আল্লাহর পরিকল্পিত। এসব সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি হলো মানুষ। মানুষের বিভিন্ন উপকারে আসার জন্যই আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টি। আল্লাহর সৃষ্ট এ দুনিয়াই একমাত্র দুনিয়া নয়। এ দুনিয়ার শেষেও আরো একটি দুনিয়া আছে। ওই দুনিয়ার নাম আখিরাত বা পরকাল। আখিরাতের দুনিয়ার শেষ নেই। অবধি নেই। ওই দুনিয়াই আসল দুনিয়া। এ দুনিয়ার সকল কর্মকাণ্ডের জন্য আখিরাতের জগতে আল্লাহর দুটি সৃষ্টিকে জবাবদিহি করতে হবে। এ সৃষ্টি দু'টো হলো জিন ও মানুষ। জিন ও মানুষের শরীআত এক। কিন্তু মানব সমাজ আমাদের চোখের সামনে আছে বলে আমার আলোচনা মানবসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এ দুনিয়ায় মানব সমাজের সুখ-শান্তি, উন্নতি-অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য আল্লাহ নবী রসূলদের মাধ্যমে একটি জীবন বিধান পাঠিয়েছেন। এ জীবন বিধানটির নামই হলো 'দীন ইসলাম'। প্রথম নবী হযরত আদম আঃ থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকল নবী-রসূলকেই তিনি আসমানী কিতাব ও সহীফার মাধ্যমে মানব সমাজ পরিচালনার সকল দিকের নির্দেশনা দিয়েছেন। এসব নির্দেশনা মতো জীবন পরিচালিত হলেই পরকালের জীবন সুখের ও শান্তির হবে। এ দুনিয়াটা পরকালীন জীবনের জন্য চাষাবাদের ও পরীক্ষার ক্ষেত্র।

বর্তমানে আমরা সকলেই শেষ নবী শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর উম্মত। তাঁর উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাব আল-কুরআনের হেদায়াত ও দিকনির্দেশনার আলোকেই পরিচালিত হবার জন্য আমরা আদিষ্ট।

আল্লাহর সকল নবীর উপর অবতীর্ণ দীনের মিশন পরিচালনার অগ্রযাত্রায় নবী-রসূলগণ মানব জাতিকে প্রথম যে সবক দান করেছেন, তাহলো শির্ক মুক্ত সমাজ গঠন তথা তাওহীদ ও রিসালাতের শিক্ষার ভিত্তিতে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের সমাজ বিনির্মাণ। আল্লাহ সব

www.pathagar.com

শক্তির আধার। আল্লাহর কোনো শরীক নেই। দুনিয়া পরিচালিত হবে সবক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর দেয়া নিয়ম-কানুন ও নির্দেশের আলোকে।

শিরক-বিমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের সাথে সাথে আল্লাহ তাঁর পরিকল্পনার যে উন্নত, সমৃদ্ধ ও নৈতিক সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছেন, তাহলো হারাম-বিমুক্ত, হালালের ভিত্তিতে বিশ্বসমাজ বিনির্মাণ। আল্লাহর পরিকল্পনার এ সমাজ কোনো নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত দেশের চার সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং গোটা বিশ্বের জন্যই তাঁর এ পরিকল্পনা। শেষ নবীর উপর নবুওয়াতের অর্পিত দায়িত্বের সীমারেখা কোনো এক দেশ বা এক জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না। তিনি ছিলেন বিশ্বনবী। তাঁর আহ্বানও ছিলো বিশ্বসমাজের প্রতি বিশ্বজনীন ও চিরন্তন। তাই তাওহীদ ও রিসালাত ধারণা পরিষ্কার ও প্রতিষ্ঠার সাথে ইসলামে হালাল ও হারামের বিধানের প্রতিষ্ঠা সমানভাবে মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী। এসব ব্যাপারে কোনো আপোষ নেই, এগুলোই ইসলামের মূল ভিত্তি।

শিরক বিমুক্ত হওয়া ছাড়া যেমন ইসলাম গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তেমনি হালাল হারামের পার্থক্য নিরূপণ ছাড়া ঈমান ও ইসলাম গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। না পারে হালাল হারামের পার্থক্য নিরূপণ ছাড়া কোনো ইবাদাত বন্দেগী আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হতে। হালাল হারামের পার্থক্য করে না চললে মানব জাতির মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যবোধ রক্ষা হতে পারে না। এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান না থাকলে মানুষ পশুর স্তরে নেমে যেতে বাধ্য। তাই সম্ভাব্য ব্যাপকতার সাথে হালাল হারামের উপর আলোচনার প্রয়োজন খুব বেশী। সময় নিয়ে এ বিষয়ে সম্প্রসারিত আলোচনা ও চর্চা করতে হবে। আল্লাহর প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নবুওয়াতী জীবন প্রাপ্তির আগে নবুওয়াতের প্রাকৃতিক সৎ ও নেক ঝোঁকপ্রবণতার কারণেই জাহেলিয়াত বর্বর সমাজকে সুশীল সমাজে পরিণত করার জন্য ধ্যান ধারণা ও চিন্তা-গবেষণা চালিয়েছিলেন। মানব জ্ঞান দিয়ে তিনি তা করতে সফল হননি। সফল হলেন—পূর্ণ সফল হলেন ওই দিন—যে দিন তার উপর ওহীর জ্ঞান নাযিল হলো।

ওহীর জ্ঞান লাভ করার মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে তিনি একটি অন্ধকারে আচ্ছন্ন বর্বর সমাজকে পরিপূর্ণ একটি সুশীল, সভ্য, সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজে পরিণত করেন। যা বিশ্বে সর্বকালের জন্য একটি আদর্শ মডেল রাষ্ট্র ও সমাজ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু কালের পরিক্রমায় মুসলমানদের অবহেলা ও অজ্ঞতার সুযোগে আল্লাহর মনোনীত ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিষ্ঠিত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের উপর ধূলাবালির আস্তরন পড়ে তা ঢাকা পড়ে যায়। বিংশ শতাব্দীতে আল্লাহর কিছু প্রিয় বান্দাহ দীনের উপর পড়ে থাকা এসব ধূলাবালির আস্তরকে ঝেড়ে মুছে ইসলামকে ঝক্‌ঝক্ তকতক করে তোলার অবিরাম চেষ্টা চালাতে থাকেন। তাদের সকলের এ অবিরত জিহাদের ফলে একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্ন থেকেই ইসলাম সামগ্রীক জীবনের বিধান হিসেবে গোটা বিশ্বে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে সফল হয়েছে। এ চেষ্টা প্রচেষ্টাকেই ব্যাপক অর্থে 'জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ' বলা হয়। এ জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। এ শতক ইসলামের শতক। তাই মুসলমানদেরকে সঠিক জীবনের বিধান ইসলামকে বিশ্বে বিজয়ী করে তুলতে হবে।

বক্রতা ভ্রষ্টতা ইসলামের সকল শত্রুদের ইসলাম বিরোধী প্রবল প্রচার প্রপাগাণ্ডার এ যুগে ইসলামের বিধি বিধানের বিশেষ করে ইসলামের বিধান হালাল হারামের উপর ব্যাপক জ্ঞান গবেষণা ও অনুসন্ধান পরিচালনা করার খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এসব আজ আধুনিক মন মানসিকতার জিজ্ঞাসামাত্র। বাংলা ভাষায় বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান জনমানসে হালাল হারামের বিধান সুস্পষ্ট করে তোলা একান্ত প্রয়োজন। মুসলমানরা আজ এ বিধান সম্পর্কে অনবহিত। আর অমুসলমানদের কথা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না। মুসলমানদের বিভ্রান্ত ও বিপথগামী জীবনাচারণের কারণে অমুসলমানরা তো ইসলামের অন্তর্নিহিত সত্য ও সৌন্দর্যের সাথে পরিচিতই হতে পারলো না। ফলে ইসলাম বিদ্বেষী ইহুদী জাতি, খৃস্টান মিশনারীরা, হিংসুক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ইসলামের এ বিকৃত চেহারা আবহমানকাল থেকে মানুষের কাছে তুলে ধরে আসছে। দিন রাত এ বিধানের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছে। মুসলমানদেরকে তাই আর বসে থাকলে চলবে না। সতর্ক হতে হবে। দীন সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবহিত হতে হবে। সচেতন হতে হবে শত্রুদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে। ভুল ভাঙিয়ে দিতে হবে বিশ্ব সমাজের ইসলাম সম্পর্কে। আবারও বলছি, এ শতাব্দী ইসলামের শতাব্দী। অনেক চড়াই উৎরাইর সম্মুখীন হতে হবে মুসলিম মিল্লাতকে। "বিশ্বের সমাপ্তি হবে ইসলামের উপর" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ভবিষ্যদ্বাণীকে নস্যাত করে দেবার জন্য দুনিয়া জোড়া মুসলমানদের প্রধান শত্রু ইহুদী জাতি ও খৃস্টানরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে মুসলিম মিল্লাতকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার অদম্য চেষ্টায় মশগুল।

❐

www.pathagar.com

২

হালাল, হারাম ও মাকরূহ

হালাল ঃ শরীআতের বিধান প্রণয়নে ইসলামের প্রথম মূলনীতি হচ্ছে সব জিনিসই হালাল ও মুবাহ। 'হালাল হলো ওইসব কাজ যা করা নিষেধ নয়। শরীআত প্রণেতা যেসব কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন— করতে বারণ করেননি। এটাকেই শরীআতের ভাষায় 'মুবাহ' বলা হয়। মুবাহ হলো—কোনো কাজ করলে গুনাহ নেই। আবার না করলেও সওয়াব নেই। বিপরীতও বলা যায়। করলে সওয়াব নেই। না করলেও গুনাহ হবে না।

হারাম ঃ হারাম হলো, শরীআত প্রণেতা যে কাজ করতে সুস্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। যা করা গুনাহ। এ ধরনের নিষিদ্ধ কাজ করলে আদালতে আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে। ফলে অবশ্যম্ভাবী তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। দুনিয়ার জীবনেও এজন্য তাকে শাস্তি ভোগ করতে হতে পারে।

মাকরূহ ঃ 'মাকরূহ' অপসন্দনীয় কাজ। যা করতে বিবেকে লাগে। শরীআত প্রণেতা একাজ করা ঠিক মনে করেননি। এ ধরনের কাজ নিষেধেরই মধ্যে গণ্য। তবে কঠিনভাবে নিষেধ নয়। হারাম কাজের তুলনায় এ কাজে কঠোরতা কম আরোপ করা হয়েছে। হারাম কাজ করলে কঠিন শাস্তি পোহাতে হবে। কিন্তু মাকরূহ কাজ করলে এতো কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে না। তবে বার বার মাকরূহ কাজ করতে থাকলে তা হারামের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।

ইসলামের আবির্ভাবের আগে মানুষ অসংখ্য ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার মধ্যে ডুবে ছিলো। হালাল হারামের ব্যাপারেও তাদের কোনো সঠিক ধারণাই ছিলো না। তারা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল বলে ভাবতো। হালাল হারামের ব্যাপারে মুশরিক, কাফির, ইহুদী ও খৃস্টান সকলেই ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত ছিলো। যেসব ধর্মাবলম্বীরা দেহকে কষ্ট ও পীড়ন দেয়াকে বৈধ মনে করতো, তারা সুস্বাদু খাবার, সুন্দর সাজসজ্জা, কারুকার্যময় অলংকার, চাকচিক্যময় ব্যসন-ভূষণ তাদের উপর হারাম করে নিয়েছিলো। ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ আর খ্রিস্টিয় বৈরাগ্যবাদ এসব ব্যাপারে পৌঁছে গিয়েছিলো চরমে। হিন্দু বৈষ্ণব বৈরাগীরা পা ধোয়া ও গোসল করাকেও হারাম মনে করতো। অপরদিকে কিছু ধর্মাবলম্বী ঠিক এর

www.pathagar.com

বিপরীতে এ বিষয়ে একেবারেই উদাসীন। তাদের চিন্তা-চেতনায় সবই ছিলো হালাল ও বৈধ। কোনো কিছুই তাদের কাছে নিষিদ্ধ বা হারাম ছিলো না।

আরব দেশে অন্ধকার যুগে হালাল হারামের কোনো বাছ-বিচার ছিলো না। মদ খাওয়া, সুদ খাওয়া, নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক রাখা, ব্যভিচার করা, নির্যাতন করা, জীবন্ত কন্যাসন্তান মাটিতে পুঁতে ফেলার মতো গর্হিত ও অমানবিক কাজেও কোনো দোষ ছিলো না। কন্যা সন্তান হত্যা করা ছিলো গৌরবের কাজ। মা ব্যতিক্রম হলেও এ ব্যাপারে পিতা ছিলো মায়া মমতাহীন পাষাণ মূর্তি।

আরব বর্বরতার এ চিত্রটি কুরআনে সূরা আল আনআমের ১৩৭ আয়াতে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ط ـ الانعام : ١٣٧

"এভাবে তাদের শরীকরা অসংখ্য মুশরিকদের জন্য তাদের নিজেদের সন্তানকে হত্যা করার কাজকে বেশ আকর্ষণীয় বানিয়ে দিয়েছে। যাতে তারা তাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত করে দিতে পারে। আর তাদের কাছে তাদের দীনকে সংশয়পূর্ণ করে দেয়।"

–সূরা আল আনআম ঃ ১৩৭

সন্তান হত্যা করার বৈধতা প্রমাণ করার জন্য তারা অভাব-অনটন, ক্ষুধা-দারিদ্র, কন্যা সন্তানের জন্য লজ্জার কারণ ও তাদের উপাস্য মূর্তিদের নৈকট্যলাভের অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাতো। এসব কাজকে তারা হালাল বলে মনে করতো। অপরদিকে অনেক ভালো কাজকে হারাম মনে করতো। এগুলোকে ধর্মীয় নির্দেশ এবং আল্লাহ নিজে এসব হারাম করে দিয়েছেন বলে দাবী করতো। এসব কথা ছিলো প্রকৃতপক্ষে তাদের মিথ্যা দাবী।

তাদের এসব দাবীর অসারতা প্রমাণ করে আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالُوْا هٰذِهٖٓ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ق لَّا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ط سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ـ الانعام : ١٣٨

www.pathagar.com

"আর তারা বলতো এসব চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেতের ফসল সুরক্ষিত। এসব কেউ খেতে পারবে না, তবে যাদের আমরা চাইবো তারা খাবে। এসব তাদের মনগড়া কথা। আরো কিছু জন্তু রয়েছে যাদের পিঠকে হারাম করা হয়েছে। তাছাড়া যেসব পশু যবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না। এসব আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা। আর এ মিথ্যার প্রতিফল তাদেরকে অবশ্যই দেয়া হবে।"

–সূরা আল আনআম ঃ ১৩৮

এসব জাতি যা হারাম হওয়া উচিত তাকে হালাল করেছে। যা হালাল করা উচিত তাকে হারাম করে নিয়েছে। তারা প্রকৃত বিভ্রান্ত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ط قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ○- الانعام : ١٤٠

"নিশ্চিত ক্ষতির মধ্যে পড়েছে সেসব লোক যারা মূর্খতার দরুন বুঝ বিবেচনা ছাড়া তাদের সন্তান হত্যা করছে। আল্লাহ প্রদত্ত খাবার হারাম মনে করছে। আল্লাহর ব্যাপারে অমূলক ধারণা পোষণ করছে। তারা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারা সকলেই পথভ্রান্ত। কোনো সময় তারা হেদায়াত পাবে না।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৪০

হালাল হারাম সম্পর্কে এসব জাতির এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণকালে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। আর ইসলাম মানবজাতির জন্য হালাল হারামের একটা চিরন্তন ও ভারসাম্যপূর্ণ স্থায়ী নীতি নির্ধারণ করে দেয়। এজন্যই আল্লাহ এ মিল্লাতকে 'উম্মাতে ওয়াসাত' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

১. সব জিনিসই মূলত মুবাহ

মানুষের জন্য আল্লাহর সৃষ্টি করা সব জিনিসই প্রাথমিকভাবে মুবাহ বা হালাল। শরীআত প্রণেতা যদি কোনো জিনিসকে অকাট্যভাবে নিষেধ করেন তবে তাই হারাম। তাছাড়া আর কোনো জিনিসকে কেউ হারাম বলতে পারবে না। কোনো দুর্বল হাদীস দিয়ে এখানে দলীল দাঁড় করানো যাবে না।

www.pathagar.com

আল্লাহর সৃষ্ট সব জিনিসই মূলত হালাল, এটা কারো মস্তিষ্কপ্রসূত কথা নয়। আল্লাহ্ নিজেই কয়েক জায়গায় বলেছেন।

هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ق - البقرة : ٢٩

"এ দুনিয়ার সবকিছুই আল্লাহ তোমাদের ভোগ ব্যবহারের জন্য বানিয়েছেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৯

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ط - الجاثية : ١٣

"আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে। সবই তোমাদের উপকারে নিয়োজিত রেখেছেন।"–সূরা আল জাসিয়া ঃ ১৩

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ط - لقمن : ٢٠

"তুমি কি দেখোনি আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ্ মানুষের উপকারে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি তোমাদের প্রতি তার দেখা অদেখা সব নেয়ামতগুলো উদারভাবে ঢেলে দিয়েছেন।"
–সূরা লুকমান ঃ ২০

তবে আল্লাহ নিজে যদি তার সৃষ্টির কোনো জিনিসকে হারাম বলে ঘোষণা দেন তাহলে তা স্বতন্ত্র কথা। তার মধ্যে কোনো কারণ অবশ্যই নিহিত আছে। তাই তা হারাম মানতেই হবে। এসব হারাম করে দেয়া ব্যতিক্রম মাত্র।

তাই বুঝতে হবে ইসলামী শরীআতে হারামের ক্ষেত্র খুবই সীমিত। আর হালালের পরিধি ব্যাপক ও বিপুল, বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত। কারণ সুস্পষ্ট ও অকাট্যভাবে হারাম ঘোষণার আয়াত খুব কম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَا اَحَلَّ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهٖ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ - فَاقْبِلُوْا مِنَ اللّٰهِ عَافِيَتَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسٰى شَيْئًا وَتَلَا "وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا" - مريم : ٦٤

"আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তা-ই হালাল। আর যা তিনি হারাম করেছেন তা-ই হারাম। যেসব ব্যাপারে আল্লাহ নীরব

www.pathagar.com

রয়েছেন তা মাফ। তাই তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। 'আল্লাহ কিছুই ভুলে যান না'।"

হযরত সালমান ফারসী বলেছেন ঃ

سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفَرَاءِ ـ فَقَالَ اَلْحَلاَلُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهٖ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فِى كِتَابِهٖ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْكُمْ ـ دار قطنى

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চর্বি, মাখন, পনির ও নরম পশুর পশমের তৈরি বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। জবাবে তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তা হালাল, যা হারাম করেছেন তা হারাম। আর যে ব্যাপারে তিনি নীরব রয়েছেন তা সে সব জিনিসের মধ্যে গণ্য যা করলে তিনি মাফ করে দেবেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে প্রত্যেকটা জিনিসের নাম ধরে ধরে কথা বলেননি। একটা চিরন্তন নীতি বলে দিয়েছেন। এ নীতির ভিত্তিতেই হালাল হারাম নির্ণয় হয়ে থাকবে। যে সব বিষয়ে হারামের ঘোষণা পাওয়া যাবে না তার সবই হালাল।"

-দারু কুতনী

নবী করীম সঃ আরো বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضِيْعُوْهُ وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَحَرَّمَ اَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا ـ

ترمذى، ابن ماجه

"আল্লাহ কতগুলো কাজকে ফরয করে দিয়েছেন, তোমরা এসব ফরয নষ্ট করে ফেলো না। তিনি কিছু সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তোমরা সেসব সীমা অতিক্রম করো না। কিছু কিছু জিনিসকে তিনি হারাম করে দিয়েছেন। তোমরা এর বিরোধিতা করো না। আর তিনি ভুলে না গিয়ে বরং অনুগ্রহ করে বহু বিষয়ে চুপ থেকেছেন। তাই তোমরা এসব বিষয়ে বিতর্কে জড়িও না।"–তিরমিযী, ইবনে মাযা

এসব ব্যাপারে সারকথা হলো মৌলিকভাবে সবকিছুই মুবাহ। আর এসব শুধু কিছু জিনিস পত্রের মাঝেই সীমিত নয়। সব কাজকর্ম খাবার

www.pathagar.com

দাবার ইত্যাদি যা ইবাদাত নয়, এসব ব্যাপারেও এ মূল নীতিটি প্রযোজ্য। এসব কাজকেই শরীআতের ভাষায় বলা হয় 'আদাত'। বাংলায় বলা হয় অভ্যাস আচার আচরণ পারস্পরিক কাজকর্ম। এসবের মূল কথা হলো শর্তহীনভাবে এসব হালাল। হারাম নয়। তবে শরীআত প্রণেতা যদি এসবের কোনো কাজকে হারাম ঘোষণা দেন, কোনো শর্ত আরোপ করেন তবে তা অবশ্যই হারাম। এ শর্ত পালন করে চলতে হবে।

এ ক্ষেত্রে আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ - الانعام : ١١٩

"তোমাদের জন্য যেসব জিনিস হারাম করা হয়েছে, তার সবকিছুই তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।"

আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ -

'হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট।

একথাটি কোনো জিনিসপত্র বা দ্রব্যসামগ্রীর ব্যাপারে প্রযোজ্য। ইবাদাতের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। ইবাদাতের ব্যাপারে হুকুম কেবলমাত্র ওহীর মাধ্যমেই লাভ করা যেতে পারে। অন্য কোনো উপায়ে নয়।' ওহীর মাধ্যমে যা ইবাদাত বলে জানা যায়নি। তা কোনো অবস্থাতেই ইবাদাত হতে পারে না।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ - متفق عليه

"আমাদের দীনের মধ্যে গণ্য নয় এমন কোনো জিনিস যদি কেউ দীনের মধ্যে নতুন করে সংযোজন করে। তাহলে তা পরিত্যাজ্য— গ্রহণীয় নয়।"–বুখারী, মুসলিম

কারণ, দীন দুটি কাজের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। তার একটি হলো —ইবাদাত করতে হবে শুধু আল্লাহর। এছাড়া আর কারো নয়। আর দ্বিতীয়টি হলো আল্লাহর বন্দেগী করা হবে শুধু আল্লাহর বিধান অনুযায়ী। আর অন্য কোনো উপায়ে নয়।

কাজেই কোনো লোক যদি নিজের পক্ষ থেকে ইবাদাতের কোনো পন্থা উদ্ভাবন করে নেয়, সে লোক যে কেউই হোক তা পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর

www.pathagar.com

কিছু নয়। মু'মিনের পক্ষে তা আনার তো প্রশ্নই আসে না। তা প্রত্যাখ্যাত। শরীআতের বিধান রচনার মালিক একমাত্র আল্লাহ। বন্দেগী পাবার যোগ্য তিনি। ইবাদাতের পথ ও পন্থাও বলে দিবেন তিনি। আর কারো কোনো অধিকার নেই।

তবে 'আদাত' অর্থাৎ সাধারণ অভ্যাস, রীতিনীতি, লেনদেন দেশাচার ইত্যাদি বিষয়ের উদ্ভাবক মানুষ নিজে। এসব ব্যাপারে শরীআত নীরব। দূষণমুক্ত হলে ও বিপর্যয়ের কারণ না থাকলে শরীআত প্রণেতা এসব বহাল রাখার পক্ষে। এর উপর কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করেন না।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, মানুষের কথাবার্তা কাজকর্ম তৎপরতা দু প্রকারের। এক প্রকার হলো ইবাদাতের সাথে সম্পর্কিত। ইবাদাত মানুষকে সংশোধন করে। ইবাদাত আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের নির্ধারিত পন্থায় করতে হবে।

আর দ্বিতীয় প্রকার হলো, 'আদাত' অর্থাৎ চালচলন, দেশাচার, রীতি-নীতি, অভ্যাস, জীবনাচরণ ইত্যাদি। দুনিয়ায় বসবাস করার জন্য তা মানুষের জীবনে প্রয়োজন। মানুষ প্রয়োজনে এসব জিনিস উদ্ভাবন করে নেয়। দেশের পরিবেশ পরিস্থিতি আবহাওয়া জলবায়ু ইত্যাদির উপর 'আদাত' নির্ভর করে। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে শরীআতের নির্দেশিত কোনো বিধানের সাথে যেনো তা সাংঘর্ষিক না হয়। শরীআত প্রণেতা যে ব্যাপারে কোনো আপত্তি করেননি, সে ব্যাপারে আর কারো কোনো আপত্তি উত্থাপনের অবকাশ কোথায় ? মূল কথা হলো 'ইবাদাত' প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে ওহীর মাধ্যমে। যেসব বিষয়ে শরীআতের কোনো ফায়সালা নেই সেসব বিষয়কে শরীআতের অন্তর্ভুক্ত মনে করা আল্লাহর ইখ্‌তিয়ারে হস্তক্ষেপ করার নামান্তর।

আল্লাহ বলেন ঃ

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ ـ

"তাদের জন্য এ ধরনের কোনো শরীক উপাস্য আছে কি ? যারা তাদের জন্য এমন কোনো হুকুম তৈরি করে দিয়েছে। যেসব হুকুমের অনুমতি আল্লাহ দেননি।"–সূরা আশ্ শূরা ঃ ২১

আসলে মানুষের 'সাধারণ আদাত' অর্থাৎ অভ্যাসের ব্যাপারগুলো সবই মুবাহ। তবে আল্লাহ যেটিকে হারাম করেছেন সেটি হারাম। এতে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। মনগড়া হারাম বানাবার সুযোগ নেই।

www.pathagar.com

সূরা ইউনুসের ৫৯ আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ـ

"বলুন, তোমাদেরকে আল্লাহ যেসব রিয্ক দান করেছেন, তার কিছু কি তোমরা তোমাদের জন্য হারাম আর কিছু হালাল বানিয়ে নিয়েছো ?"

এ মূলনীতিতে, ক্রয়-বিক্রয়, হেবা, ইজারা ইত্যাদি বিষয় মানুষের সামাজিক জীবনের 'আদাত', তথা অভ্যাস ও প্রচলনের বিষয়। পার্থিব জীবন পরিচালনায় মানুষকে এসব বিষয় মেনে চলতে হয়। পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ মানুষের জন্য অপরিহার্য। এসব জায়গায় শরীআত উত্তম, সুন্দর ও সুষ্ঠু নিয়ম-নীতি শিক্ষা দিয়েছে। যে ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিয়েছে, শরীআত তা নিষেধ করে দিয়েছে। যা একান্তই আবশ্যকীয় তা অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে। যা অবাঞ্ছনীয় তাকে মাকরূহ বলে দিয়েছে। আর যেসব কাজে সার্বিক কল্যাণ দেখা গেছে, তা 'মুস্তাহাব' বলে দিয়েছে।

এ কল্যাণগুলো পরিষ্কার হবার পর বুঝা গেলো, তাদের ইচ্ছামতো লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তারা স্বাধীন। যতক্ষণ পর্যন্ত শরীআত তার কোনো কাজকে হারাম ঘোষণা না করবে। ততক্ষণ পর্যন্ত তা মূলগতভাবে 'মুবাহ'। এটাই ফিক্হবিদদের মত।

তারা বলেছেন ঃ

اِنَّ الْاَصْلَ فِى الْعُقُوْدِ وَالشُّرُوْطِ الْاِبَاحَةُ فَكُلُّ عَقْدٍ لَّمْ يَرِدْنَصٌّ يَتَحَرَّجَهُ بِخُصُوْصِهٖ وَلَمْ يَشْتَمِلْ عَلٰى نُحَرَّمٍ فَهُوَ حَلَالٌ ـ

"চুক্তি ও শর্তসমূহ সবই মূলত 'মুবাহ'। যে চুক্তির ব্যাপারে শরীআত কোনো আপত্তি করেনি, যা হারাম ঘোষিত হয়নি তার সবই হালাল।"

সহীহ হাদীস হতেও একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ

এসব বর্ণনা থেকে বুঝা গেলো, ওই ইবাদাত ও ওই নিয়মের ইবাদাতই শরীআতের বিধান অনুযায়ী। যা আল্লাহ নিজে বিধিবদ্ধ করেছেন। আর মানুষের 'আদাত' বা অভ্যাসে শুধু ওইটুকু হারাম যা আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ হারাম ঘোষণা না করলে, কখনই তা হারাম নয়।

www.pathagar.com

২. হালাল-হারাম করার মালিক আল্লাহ

ইসলাম দ্বিতীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করেছে যে, হালাল-হারাম ঘোষণা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। আর কারো এ অধিকার নেই। সে যে কেউই হোক। আলেম হোক, পীর-দরবেশ, রাজা-মহারাজা হোক মোটকথা আল্লাহর কোনো বান্দার কোনো জিনিস হালাল বা হারাম করার কোনো হক নেই। এমন কাজ করা আল্লাহর সাথে শরীক করার শামিল। আল্লাহ এমন অপরাধ মাফ করবেন না।

সূরা আশ্ শূরার ২১ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ ـ

"ওদের এমন কোনো শরীক আছে কি ? যারা ওদের জন্য দীনে এমন কোনো বিধান রচনা করে দিচ্ছে। যা করার অনুমতি আল্লাহ তাদের দেয়নি।"

কুরআনে সূরা আত তাওবার ৩১ আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে ঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ج وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পাদ্রী পুরোহিত পণ্ডিতদেরকে (এর মধ্যে মুরব্বিও শামিল) রব বানিয়ে নিয়েছে। আর ঈসা মসিহকেও। অথচ তাদের হুকুম করা হয়েছিলো শুধু এক আল্লাহর বন্দেগী করতে। মূলত আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তারা যাদেরকে শরীক করে তিনি তাদের অনেক উর্ধে, তিনি পাক ও পবিত্র।"

হযরত আদী ইবনে হাতীম খৃস্টান ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর নবী করীমকে এ আয়াত পড়তে শুনে তিনি বললেন। يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوْهُمْ –"হে আল্লাহর রসূল। তারা তো তাদের পাদ্রী পরোহিতদের ইবাদাত করেনি।" জবাবে রসূলুল্লাহ বললেন—এ পাদ্রী পুরোহিতরাই ওদের জন্য হালাল ঠিক করে দিয়েছে। তারা তাই মেনে নিয়েছে। কুরআনে এটাকেই তাদের 'ইবাদাত করা' বলে বুঝানো হয়েছে।

এ আয়াতের ঠিক এ অর্থে আর একটি হাদীস আছে।

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন ঃ

اَمَا اِنَّهُمْ لَمْ يَكُوْنُوْا يَعْبُدُوْنَهُمْ وَلٰكِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا حَلُّوْا لَهُمْ شَيْئًا اِسْتَحَلُّوْهُ وَاِذَا حَرَّمُوْا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوْهُ ـ

"তারা তাদের পাদ্রী পুরোহিতদের বন্দেগী না করলেও, কিন্তু পাদ্রী পুরোহিতরা যা তাদের জন্য হালাল করতো, তারা সেটাকে হালাল মনে করতো। আর যা হারাম বলতো, তাকে হারাম মনে করতো। কাউকে এরূপ মর্যাদা দেয়াই 'ইবাদাত'।

সূরা আন্ নাহলের ১১৬ আয়াতেও একথাটিই বলা হয়েছে। এসব হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, হালাল ও হারাম নির্ধারণ করার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। থাকতেও পারে না। তিনি হয় কুরআনে তা বলেছেন, আর না হয় নবী রসূলদের দিয়ে ঘোষণা করেছেন।

৩. হালালকে হারাম হারামকে হালাল করা শিরক

কোনো মানুষের পক্ষে নিজের অভিরুচি অনুযায়ী হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করার অধিকার নেই। বিশেষ করে হালালকে যারা হারাম বলে, তারা শিরকের মতো অপরাধ করে। হালালকে হারাম মনে করা কৃচ্ছ্রতা পালন করার মধ্যে গণ্য হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ বড়ো উদার। হালালের ক্ষেত্র দিগন্ত প্রসারিত করে দিয়েছেন তিনি। হালালকে হারাম করনে সংকীর্ণতা মানুষকে কৃচ্ছ্রসাধনের দিকে ধাবিত করে। রসূলুল্লাহ সঃ এ কৃচ্ছতার প্রবণতাকে পরিহার করার জন্য কঠোর ভাষায় হুশিয়ার করেছেন। তিনি বলেন ঃ

اَلاَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ ـ اَلاَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ ـ اَلاَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ ـ

"হুশিয়ার! দীনের খুঁটিনাটি বিষয়ে কাঠিন্য আরোপকারীরা ধ্বংস হয়ে গেছে! ধ্বংস হয়ে গেছে!! ধ্বংস হয়ে গেছে !"–মুসলিম, আহমাদ, আবু দাউদ

তিনি আরো বলেছেন ঃ

بُعِثْتُ بِالْحَنَفِيَّةِ السَّمْحَةِ ـ

"আমি এমন দীন সহকারে প্রেরীত হয়েছি, যা একমুখী, ঐকান্তিক, বেশ প্রশস্ত ও প্রসারিত।"

www.pathagar.com

'তাওহীদ' তথা আল্লাহর একত্ববাদ ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের এক অনন্য নজীর। ইসলাম সর্বপ্রথম এটাই প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই যা আল্লাহ হালাল করেছেন তাকে হারাম করা আল্লাহর একত্ববাদে হস্তক্ষেপ। এই কাজ তাওহীদে বিশ্বাস করার পরিপন্থী।

এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنِّىْ خَلَقْتُ عِبَادِىْ حُنَفَآءَ ـ وَاِنَّهُمْ اَتَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا اَحْلَلْتُ لَهُمْ وَاَمَرَتْهُمْ اَنْ يُّشْرِكُوْا بِىْ مَالَمْ اُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا ـ مسلم

"আমি আমার বান্দাদেরকে একমুখী একান্তিক আদর্শের উপর সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শয়তানের দল তাদেরকে প্ররোচিত ও বিভ্রান্ত করেছে। তাদের জন্য সেসব জিনিস হারাম করে দিয়েছে, যা আমি হালাল করেছিলাম। শয়তান তাদের নির্দেশ দিয়েছে আমার সাথে এমন কিছু জিনিসকে শরীক বানাবার জন্য। অথচ আমার সাথে শরীক বানাতে আমি তাদের কাছে কোনো দলীল অবতীর্ণ করিনি।"–মুসলিম

তাই নিসন্দেহে প্রমাণিত হলো, হালালকে হারাম করা শির্ক পর্যায়ভুক্ত কাজ। আরবের মুশরিকরা শিরক্, মূর্তিপূজা করতো। ক্ষেতের ফসল এমনকি জন্তু-জানোয়ারের মতো পবিত্র জিনিসগুলোকেও হারাম করে নিয়েছিলো। বেশী বাচ্চা দানকারী উট খাওয়াকে তারা হারাম মনে করতো। এসব তাদের মনগড়া কাজ। কুরআনে তাদের এ গর্হিত কাজের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

সূরা আল আরাফের ৩২ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط

"বলো, আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের জন্য যেসব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন ও যেসব পূতপবিত্র রিয্কের ব্যবস্থা করেছেন। সেসবকে হারাম করে দিলো কে ?"–সূরা আল আরাফ ঃ ৩২

সূরা আল আরাফের ৩৩ আয়াতে প্রকৃত হারাম জিসিসগুলোর উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ

www.pathagar.com

الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ○- الاعراف : ٣٣

"বলো হে নবী! আমার রব তো এসব জিনিস হারাম ঘোষণা করেছেন —নির্লজ্জতার কাজ, প্রকাশ্য ও গোপনীয় পাপ, অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ বা বাড়াবাড়ি, আর আল্লাহর সাথে শিরক করা। এসবের পক্ষে আল্লাহ কোনো দলিল নাযিল করেননি। আর আল্লাহ সম্পর্কে যা জানো না তা আল্লাহর নামে বলাও হারাম।"-সূরা আল আরাফ ঃ ৩৩

হালাল-হারামের ব্যাপারটি মক্কী জীবনের সূরা হতেই শুরু হয়েছে। ব্যাপারটির গুরুত্বই এর কারণ। ইসলামের সামগ্রীক আদর্শের সাথে হালাল-হারামের সম্পর্ক। রসূলের মদীনার জীবনে মুসলমানদের মাঝে কৃচ্ছ্রতা ও পাক পবিত্র জিনিসগুলোকে নিজেদের জন্য হারাম করে নেবার ঝোঁক প্রবণতার সৃষ্টি হয়। তাই সূরা মায়েদার ৮৭-৮৮ আয়াতে আল্লাহ তার বান্দাদেরকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকার জন্য ও সঠিক পথে দৃঢ়ভাবে চলার জন্য বলেছেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ○ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلاً طَيِّبًا ص وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ○- المائدة : ٨٧٨٨

"হে মু'মিনেরা! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব পবিত্র জিনিস হালাল করেছেন, সেসবকে তোমরা হারাম মনে করো না। আর সীমাও অতিক্রম করবে না। সীমা অতিক্রমকারীদের আল্লাহ পসন্দ করেন না। আল্লাহ যেসব হালাল ও পূতপবিত্র রিয্ক তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা তা খাও। সাথে সাথে আল্লাহকে ভয় করো। যার প্রতি তোমরা ঈমান এনেছো বলে দাবী করছো।"-সূরা আল মায়েদা ঃ ৮৭-৮৮

কাজেই হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম করার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। করলে তা হবে শিরক পর্যায়ের গুনাহ।

৪. হারাম দ্রব্য ক্ষতিকর

মানুষ আল্লাহর বান্দাহ। আল্লাহ মানুষকে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ীই সৃষ্টি করেছেন। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ মানুষের মধ্যে

www.pathagar.com

ওইসব গুণাগুণ সৃষ্টির উপাদান জনিত রিয্ক দান করেছেন, যা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক। তাই বান্দাহ হিসেবে মানুষকে রিযিকের এসব হুকুম মেনে চলতে হবে। অযৌক্তিকভাবে তিনি মানুষের উপর কোনো ভার চাপাননি। বিবেক বুদ্ধির বিপরীত কোনো বিধান তিনি জারী করেননি। কোনো জিনিসকে হালাল আর কোনো জিনিসকে হারাম ঘোষণা করে তিনি মূলতঃ মানুষেরই কল্যাণ সাধন করেছেন। তিনি শুধু পাক পবিত্র জিনিস মানুষের জন্য হালাল করেছেন। আর হারাম করেছেন সব খারাপ, ক্ষতিকর ও নিকৃষ্ট জিনিস।

আল্লাহ শুধু ইহুদীদের উপর কিছু কিছু উত্তম জিনিসও হারাম করে দিয়েছিলেন, তাদের নাফরমানীর শাস্তি হিসাবে। তারা হালাল হারামের সীমাকে স্বেচ্ছাচারিতা করে লংঘন করেছিলো। সূরা আল আন'আমের ১৪৬ আয়াতে আল্লাহ তাআলা একথাটিই বলেছেন ঃ

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ ج وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَا اَوِ الْحَوَايَآ اَوْمَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ط ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ز وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَo- لانعام : ١٤٦

"ঈহুদী জাতির উপর আমি হারাম করে দিয়েছিলাম সব রকমের ক্ষুর বিশিষ্ট জন্তু। গরু ছাগলের পিঠে ও অন্ত্রের মধ্যে কিংবা হাড়ের সাথে লেগে থাকা চর্বি ছাড়া আর সব চর্বি। এসব আমি করেছি তাদের বিদ্রোহমূলক কাজের প্রতিশোধ হিসেবে। এসব করাতে আমি সঠিক ছিলাম।"-সূরা আল আনআম ঃ ১৪৬

ইহুদীদের বিদ্রোহমূলক আচরণের বর্ণনা সূরা আন নিসার ১৬০-১৬১ আয়াতে আছে ঃ

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًاo وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ط- النساء : ١٦٠-١٦١

"ইহুদী জাতির যুলুমের কারণে আমি তাদের উপর সেসব জিনিসই হারাম করে দিয়েছি যা তাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছিলো। আর এ সাথে তাদের এ অপরাধের কারণেও যে, তারা লোকদেরকে

www.pathagar.com

বেশি বেশি আল্লাহর পথে বাধা দিতো। তারা সুদ নিতো। অথচ সুদ তাদের জন্য নিষেধ করে দেয়া হয়েছিলো। আর অন্যায়ভাবে তারা মানুষের ধন-সম্পদ খেতো।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৬০-১৬১

শেষ নবীর উম্মতের উপর আল্লাহ এ বোঝা চাপাননি। যেসব জিনিসে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশী শুধু তাকেই হারাম করেছেন। ইসলামে অপরাধের কাফ্ফারা হলো 'তাওবা' দান সদকা। কিছু দুঃখ কষ্ট বিপদ মুসিবতের সম্মুখীন করেও আল্লাহ এই উম্মতের অপরাধ ক্ষমা করে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। মোটকথা খুব ক্ষতিকর জিনিসকে হারাম করে আল্লাহ কল্যাণকর সব জিনিসকেই হালাল করে দিয়েছেন।

সূরা আল বাকারার ২১৯ আয়াতে একথাই বলা হয়েছে ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ز وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ط ـ البقرة : ٢١٩

"(হে নবী!) লোকেরা তোমাকে মদ ও জুয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। জবাবে তুমি বলো ওই দুটি কাজে বড়ো গুনাহ আছে। যদিও এতে লোকদের জন্য কিছুটা উপকার রয়েছে। আর ওই দুটোতে উপকারের চেয়ে পাপ অনেক বেশী।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২১৯

ইসলামে হালাল কি প্রশ্ন করা হলেই বলতে হবে পাক-পবিত্র জিনিস, যা সুস্থ্য মানুষের মন উত্তম হিসেবে বিবেচনা করে। কোনো মানুষই একে খারাপ মনে করে না। বরং পসন্দ করে। এসব জিনিসই হালাল। সূরা আল মায়েদার ৪ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ ط قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ لا ـ المائدة : ٤

"লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে। আপনি বলে দিন। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সেসব জিনিস যা পূত-পবিত্র, উৎকৃষ্ট ও উত্তম।"

সূরা আল মায়েদার ৫ আয়াত বলা হয়েছে ঃ

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ط ـ المائدة : ٥

"আজ তোমাদের জন্য সেসব জিনিসকে হালাল করা হয়েছে—যা পাক-পবিত্র পরিচ্ছন্ন ও উৎকৃষ্ট।"

www.pathagar.com

সূরা মু'মিনের ৬৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ج ـ المؤمن : ٦٤

যিনি তোমাদেরকে পবিত্র জিনিসের রিযিক দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলার কোনো জিনিস হারাম করার কারণই হলো সে জিনিসের অসূচিতা, নিকৃষ্টতা, অপবিত্রতা ও এর মধ্যে নিহিত দূষণ ও ক্ষতি। আর এ ক্ষতি কি তা সকলের বুঝারও প্রয়োজন নেই। সব জিনিস সকলে বুঝেও না। আল্লাহর ঘোষণাকেই হারাম ও চরম সত্য ও সঠিক বলে নিঃসংকোচে মেনে নিতে হবে। বলতে হবে, আল্লাহর নির্দেশ জানলাম ও তা অবনত মস্তকে মেনে নিলাম।

আল্লাহ শূকরের গোশত হারাম করেছেন। মু'মিনরা বুঝলো এ জিনিস অত্যন্ত ঘৃণ্য ও অপবিত্র বলেই একে হারাম করা হয়েছে। আজকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার যুগে জানা গেলো, শূকরের গোশতে প্রাণসংহারক একপ্রকার জীবাণু আছে। একথা জানা না গেলেও মু'মিনরা কোনো দিনই শূকরের গোশত হারাম হবার ব্যাপারে তাদের আকীদা বিশ্বাসের নড়চড় ঘটাতো না।

আল্লাহর হুকুমের সব ভেদ ও রহস্য আমরা জানিও না বুঝিও না। তাই বলে আল্লাহর হুকুম মানার ব্যাপারে কোনো প্রশ্নও উঠতে পারে না। তবে জ্ঞানবিজ্ঞানের গবেষণা, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার সব বিধানের পেছনে নিহিত নিগূঢ় ও যুক্তিসঙ্গত কারণ উদঘাটিত হয়ে চলছে। দিন যতো যাবে এমন বৈজ্ঞানিক কারণ উদঘাটিত হবে। তাই সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে অসীম জ্ঞানের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা বোকামী। বুঝে আসুক আর না আসুক আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণই বুদ্ধিমানের কাজ। আল্লাহ অসীম মেহেরবান। তিনি বান্দার কল্যাণের জন্যই সব কাজ করে থাকেন।

সূরা আল বাকারার ২২০ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ط وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ ـ البقرة : ٢٢٠

"কোন্ জিনিস বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও খারাপ আর কোন্ জিনিস কল্যাণকর তা শুধু আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহ চাইলে তোমাদেরকে কঠিন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ফেলে দিতে পারতেন। কিন্তু

www.pathagar.com

তিনি তা চান না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা শক্তিশালী ও মহা বিজ্ঞানী।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২০

৫. হালাল হারামের পরিপূরকেরও বেশী

ইসলাম একটি সুসংবদ্ধ জীবন বিধান। ইসলাম মানুষের জীবনকে সুষমামণ্ডিত ও সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলে। তাই আল্লাহ মানুষের জন্য তাঁর বিধানকে ভারসাম্যপূর্ণ করে গড়ে দিয়েছেন। এ বিধানে যদি আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্য কোনো ক্ষতিকর জিনিসকে হারাম করে দিয়ে থাকেন, তাহলে আবার সে স্থানে কোনো উপকরণ ও উৎকৃষ্ট জিনিসকে হালাল করে দিয়ে সে স্থানটি পূরণ করে দিয়েছেন।

মনীষী ইবনুল কাইয়েম হালাল হারামের ব্যাপারটিকে এভাবে সাজিয়ে ও বুঝিয়ে বলেছেন ঃ

০ ইসলাম পাশা খেলার মাধ্যমে ভাগ্যলিপি জানাকে হারাম করে দিয়েছে। অপর পক্ষে ইস্তেখারার অর্থাৎ কল্যাণ কামনার নামায ও দোয়ার ব্যবস্থা করে সে জায়গাটি পূরণ করে দিয়েছে।

০ ইসলাম সুদী ব্যবস্থাকে হারাম ঘোষণা করে দিয়েছে। সে জায়গা ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্য করাকে হালাল করে দিয়েছে।

০ জুয়া খেলাকে ইসলাম হারাম করে দিয়েছে। সে জায়গায় ঘোড়া উট ও তীরের বৈধ প্রতিযোগিতা লব্ধ ধন-সম্পদ হালাল করে দিয়েছে।

০ পুরুষদের জন্য রেশম ও সোনা ব্যবহার হারাম করে দিয়েছে। অপরদিকে সূতা, পশম, কাতানের তৈরী সুন্দর পোশাক হালাল করেছে।

০ জিনা ব্যভিচার হস্তমৈথুনকে ইসলাম হারাম করে দিয়েছে। এর পরিবর্তে ইসলাম বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে যৌন মিলনকে হালাল করে দিয়েছে।

০ মাদক দ্রব্য ইসলাম হারাম করে দিয়েছে। অপরপক্ষে শরীর ও মনের জন্যে উপকারী ও উপাদেয় সুস্বাস্থ পানীয়কে হালাল করে দিয়েছে।

০ নিকৃষ্ট ও অপবিত্র খাবারকে হারাম করে দিয়ে ইসলাম সে জায়গায় উত্তম ও উৎকৃষ্ট খাবারকে হালাল করে দিয়েছে।

আল্লাহ কিছু জিনিসকে মানুষের কল্যাণের জন্য হারাম করে দিয়ে অসংখ্য জিনিসকে হালাল করে দিয়ে হালালের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

একদিকের দরজা বন্ধ করে দিয়ে অন্যদিকের অসংখ্য দরজা খুলে দিয়েছেন। আল্লাহ পরম মেহেরবান। তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য সঠিক হিদায়াত ও রহমত দিয়ে মানুষের জীবনকে কানায় কানায় ভরে দিয়েছেন।

৬. হারাম কাজের কারণও হারাম

ইসলামের মূলনীতি হলো, যা হারাম তার কারণও হারাম। এজন্যই ইসলাম হারাম কাজ সংঘটিত হবার কারণকেও হারাম ঘোষণা করেছে। কেননা এসব কারণ বন্ধ না হলে মূল হারাম সংঘটিত হতে কোনো অসুবিধা থাকবে না। যেমন জিনা-ব্যভিচার ইসলাম হারাম করেছে। যেসব কাজ এসব হারাম কাজ সংঘটি হবার কারণ তাও হারাম। যেমন নারীর অবাধ দেখা সাক্ষাৎ খোলামেলা ও উচ্ছৃংখল চলাফেরা। পুরুষের সাথে নীরবে নিভৃতে একাকী মিলিত হওয়া। যৌন উদ্দীপক গান-বাদ্য এসবই যিনার দিকে হাতছানী দিয়ে ডাকে। এসবই যিনার উৎসপথ। কাজেই অবৈধ যৌনাচারের পূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করাও হারাম। তাই ইসলামী শরীআত মূলনীতি ঘোষণা করে বলেছে ঃ

مَا اَدّٰى اِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ۔

"যেসব কাজ হারাম সংঘটিত হতে সাহায্য করে তাও হারাম।"

এজন্যই যে হারাম কাজ করবে সে একাই গুনাহগার হবে না। এ পাপ কাজ সংঘটিত হবার জন্য পরিবেশ সৃষ্টিতে যার যতটুকু ভূমিকা সে ততটুকু গুনাহগার ও দায়ী হবে। মদ পানকারীই শুধু অপরাধী ও অভিশপ্ত হবে না। বরং মদ উৎপাদক, ব্যবস্থাপক, মদ বহনকারী, পরিবেশনকারী, মদের অনুমতি প্রদান বা লাইসেন্স দানকারীও সমানভাবে অপরাধী। এভাবে সুদও। যে সুদ খায়, সুদ দেয়, সুদের দলিল লেখে, সাক্ষী হয়, তাদের সকলের উপরই রসূলুল্লাহ সঃ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। কাজেই হারাম কাজের কারণও হারাম।

৭. হারাম কাজে কৌশল অবলম্বনও হারাম

হারাম কাজ করা যেমন হারাম, হারাম কাজ করার জন্য মানুষের চোখকে ফাঁকি দেবার কৌশল অবলম্বনও তেমনি হারাম। এসব কৌশলও শয়তানের ওয়াসওয়াসার ফল। অভিশপ্ত ইহুদী জাতিও আল্লাহর হারাম করে দেয়া কাজ কৌশল ও কায়দা করে হালাল বানিয়ে নিয়েছিলো।

এ কৌশল অবলম্বন খুবই গর্হিত ও ঘৃণ্য। নবী করীম সঃ বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

لَاتَرْكَبُوْا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُوْدُ وَتَسْتَحِلُّوْا مَحَارِمَ اللّٰهِ بِاَدْنٰى الْحِيَلِ۔

"ইহুদীরা যে কাজ করেছিলো তোমরা তা করো না। আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা সামান্য কৌশলের ছায়া ধরেও হালাল করতে চেষ্টা করো না।"

হারামকে হালাল করার কৌশলের দৃষ্টান্ত হলো ইহুদী জাতি। ইহুদীদের জন্য আল্লাহ শনিবারে মাছ ধরা হারাম করে দিয়েছিলেন। তাই তারা শুক্রবারেই গর্ত খুঁড়ে জোয়ারের পানির সাথে শনিবারে আসা মাছ আটকে রেখে গর্তে জমা করে রাখতো। রোববার দিন সেই মাছ ধরে নিতো। হারামকে হালাল করার জন্য এ কৌশল অবলম্বন তাদের বিবেকে একটুও লাগেনি। তারা তা দোষও মনে করতো না।

অথচ এ হারামের দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিলো প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কোনোভাবেই যেনো তারা শনিবারে মাছ শিকার না করে। তাই শনিবারে গর্তে মাছ আটকে রাখা হারামকে হালাল করার একটা অপকৌশল মাত্র। মদকে অন্য নামে ডাকাও একটা কৌশল। এসব কৌশলই হারাম। রসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন ঃ

لَيَسْتَحِلَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِى الْخَمْرُ يَسْمُوْنَهَا بِغَيْرِ اِسْمِهَا ۔ احمد

"আমার উম্মাতের একদল লোক মদের নাম পরিবর্তন করে অন্য নামে ডেকে একে হালাল করে নিতে চাইবে।"

يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الرِّبَا بِاِسْمِ الْبَيْعِ۔

"মানুষের এমন এক সময় আসবে যখন তারা বেচাকেনার নামে সুদকে হালাল করার চেষ্টা করবে।"

এসব কৌশলের ছায়া ধরেই লোকেরা নৈতিকতা বিধ্বংসী নৃত্য গীতকে 'শিল্প' বা 'ললিত কলা' নামে ডাকে। সুদকে কেনাবেচার মতো 'মুনাফা' হিসাবে অভিহিত করেছে। এসব কৌশলের কারণে মূল কাজটি হারাম থেকে হালাল হয়ে যাবে না।

৮. ভালো নিয়তের কারণে হারাম হালাল হয় না

ইসলাম নিয়তকে বেশ গুরুত্ব দেয়। কাজের উদ্দেশ্য ভালো হলে অর্থাৎ নিয়ত ভালো হলে কাজের ফল ভালো। এতে সওয়াব পাওয়া যায়। এটাকে বলে নিস্বার্থ মানসিকতা। রসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوٰى-

"সব কাজ নিয়তের উপর মূল্যায়ন করা হয়। প্রত্যেক লোক তাই লাভ করে যার সে নিয়ত করে।"

এসব নিয়ত হলো ভালো কাজের নিয়ত। অবৈধ নারী মিলনে গুনাহ হলে, বিবাহিত স্ত্রীর সাথে মিলনে সওয়াব হবে না কেনো ? কিন্তু হারাম কাজের জন্য ভালো নিয়ত করার অবকাশ কোথায়। হারাম সবসময় হারাম। হারাম কাজ ভালো নিয়তে করলে তা হালাল হয়ে যাবে না। এটাও একটা কৌশলী কথামাত্র। ইসলামে এসবের সুযোগ নেই। রসূলুল্লাহ সঃ এ প্রসঙ্গে সূরা মু'মিনূনের ৫১ আয়াত উল্লেখ করে এরশাদ করেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۭ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○

"হে রসূলগণ! তোমরা পাকপবিত্র জিনিস খাও, নেককাজ করো। তোমরা যাকিছুই করো তার সবকিছুই আমি জানি।"

اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَايَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا وَاَنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

"আল্লাহ পবিত্র। পবিত্র জিনিস ছাড়া তিনি অন্য কিছু কবুল করেন না। মু'মিনদেরকে তিনি সে নির্দেশই দিয়েছেন, যে নির্দেশ তিনি নবী-রসূলগণকে দিয়েছেন।"

মোটকথা, আল্লাহ তাআলা ভালো নিয়তের দ্বারা হারাম কাজকে হালাল করে দেবেন না। তিনি অন্যায়কে অন্যায় দিয়ে নির্মূল করেন না। বরং অন্যায়কে ন্যায় দিয়ে নির্মূল করেন। ময়লা ময়লাকে দূর করতে পারে না।

৯. হারাম থেকে বাঁচার জন্য সন্দেহজনক কাজ না করা

হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। কাজেই হালালকে আঁকড়ে ধরতে হবে, হারামকে করতে হবে বর্জন। এ দুই অবস্থার মাঝে কিছু জিনিস আছে যা সন্দেহজনক। এসব জিনিস হালাল বা হারাম হবার ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নেই। শরীআতের নির্দেশ হলো এসব সন্দেহপূর্ণ জিনিস থেকে দূরে থাকতে হবে। এর মাঝেই কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিহিত। এটাই আল্লাহভীতি। হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য এ ধরনের সতকর্তা অবলম্বন করতে হবে। একটি দীর্ঘ হাদীসে রসূলুল্লাহ সঃ এ মূলনীতি ঘোষণা করেছেন ঃ

www.pathagar.com

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ ـ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ـ وَبَيْنَ ذَالِكَ اُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ ـ لَايَدْرِىْ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ اَمِنَ الْحَلَالِ هِىَ اَمِ الْحَرَامِ ؟ فَمَنْ تَرَكَهَا اِسْتِبْرَاءً لِدِيْنِهٖ وَعِرْضِهٖ فَقَدْ سَلِمَ ـ وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوْشِكُ اَنْ يُّوَاقِعَ الْحَرَامَ كَمَا اَنَّ مَنْ يُّرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى اَوْشَكَ اَنْ يُّوَاقِعَهُ اَلَا وَاَنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ـ اَلَا وَاِنَّ الْحِمٰى اللّٰهِ مَحَارِمُهُ ـ

"হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। এ দুটির মাঝখানে কিছু জিনিস আছে সন্দেহপূর্ণ। সেসব সম্পর্কে বহু লোকেরই অবগতি নেই যে, আসলে তা হালাল না হারাম। এ অবস্থায় যে লোক দীন ও নিজের মানমর্যাদা রক্ষার জন্য সেসব সন্দেহপূর্ণ জিনিস থেকে দূরে থাকে, সে নিশ্চয়ই নিরাপদ থাকবে। আর যে লোক এদের কিছুতে জড়িয়ে পড়বে, তার হারামের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। যে ব্যক্তি নিজের পশুগুলোকে নিষিদ্ধ চারণ ভূমির আশেপাশে চরায় তার জন্য নিষিদ্ধ এলাকায় চলে যাবার সম্ভাবনা আছে। তোমরা শোনো! প্রত্যেক রাজা বাদশাহর একটি সুরক্ষিত চারণভূমি থাকে। আরো শোনো! আল্লাহর হারাম করা জিনিসগুলোই তাঁর সংরক্ষিত চারণভূমি।"-বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি।"

১০. হারাম সকলের জন্যই হারাম

শরীআতে হারামের বিধান সকলের জন্যই। কোনো দেশ বা কোনো বংশের জন্য এ বিধান শিথিল হতে পারে না। কৃষ্ণাঙ্গ হোক শ্বেতাঙ্গ হোক সকলের জন্যই এক হুকুম। পীর-ফকির, রাজা-বাদশা, পাদ্রী-পুরোহিত এ হুকুমের অধীন। কারো আধিপত্য বিস্তার করে এর থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নেই। কাজেই যা হালাল সকলের জন্যই হালাল আর যা হারাম, তা সকলের জন্যই হারাম। শরীআতের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। রসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন ঃ

وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدُهَا ـ بخارى

"আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে, তাহলে তার হাত কাটা হবে।"–বুখারী

www.pathagar.com

একটি চুরির ঘটনায় একজন মুসলিম ও একজন ইহুদী অভিযুক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম ব্যক্তিটিই চুরি করেছিলো। এ অবস্থায় আল্লাহর কাছ থেকে ওহী নাযিল হয়ে ইহুদী বেকসুর খালাস পায়। কাজেই শরীআতের বিধান সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

মানুষে মানুষে, গোত্রে গোত্রে, জাতিতে জাতিতে, ইসলামী বিধানে কোনো ভেদাভেদ নেই। যদিও তা অনেক প্রাচীন ধর্মে চালু ছিলো, বিশেষ করে ইয়াহুদী জাতির মধ্যে।

১১. প্রয়োজন নিষিদ্ধ জিনিসকেও হালাল করে

ইসলামে হারামের বিধানের ক্ষেত্র খুবই সীমিত। তবে যা হারাম করা হয়েছে তাতে কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে। কোনো শিথিলতা দেখানো হয়নি। হারামের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। হারাম সংঘটিত হবার কারণগুলোও চিহ্নিত করে হারাম করে দেয়া হয়েছে। হারাম ব্যবহারের কৌশলও হারাম করা হয়েছে। তারপরও ইসলাম প্রকৃত প্রয়োজনের তাকিদকে অস্বীকার করেনি। তাই নিতান্ত প্রয়োজন এবং জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন দেখা দিলে ইসলাম হারামকে হালাল হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। আল্লাহ মৃত জীব, রক্ত ও শূকরের গোশত খাওয়া হারাম করার পর সূরা আল বাকারা ১৭৩ আয়াতে বলেছেন ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"যে ব্যক্তি জীবন বাঁচাবার জন্য নিরুপায় হয়ে স্বেচ্ছায় সীমালংঘন না করে ওইসব নিষিদ্ধ জিনিসের কিছু খায় তাহলে তার গোনাহ হবে না। আল্লাহ বড়ো ক্ষমাশীল।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৩

বিধান অমান্য করার চিন্তায় নয় বরং জীবন বাঁচাবার প্রশ্নে হালাল কোনো খাবার না পেলে জীবন বাঁচার সীমা পর্যন্ত হারাম খাওয়া ইসলাম হালাল করেছে। ইসলামের চেয়ে সামঞ্জস্যশীল বিধান অন্য কোনো দীনে নেই। ফিকাহবিদগণ একটি মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছেন।

اَلضَّرُوْرَةُ تَقْدِرُ بِقَدْرِهَا ـ

"জীবন বাঁচাবার প্রয়োজনই তার পরিমাণ ঠিক করে দেবে, কতটুকু খেতে হবে।"

আল্লাহ সূরা আল বাকারার ১৮৫ আয়াতে বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ز ـ البقرة : ١٨٥

"আল্লাহ তোমাদের জীবন চলার পথ সহজ করতে চান। কঠোরতা আরোপ করা তাঁর ইচ্ছা নয়।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৫

সূরা আন নিসার ২৮ আয়াতে বলেছেন ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ج وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ـ النساء : ٢٨

"আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। কারণ মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৮

কাজেই এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো, কোন্ অবস্থায় শরীআত প্রণেতা হারামকে কিছু সময়ের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। আল্লাহ মানুষের প্রতি দরদী বন্ধু।

❐

www.pathagar.com

৩

মুসলমানের ব্যক্তি জীবনে হালাল ও হারাম

সূরা বনী ইসরাঈলের ৭০ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا○- بنى اسرائيل : ٧٠

"আদম সন্তানকে আমি শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। তাদেরকে জলে স্থলে আমি যানবাহন দান করেছি। পবিত্র জিনিস দিয়ে আমি তাদেরকে রিযিক দান করেছি। আমার অনেক সৃষ্টির উপর তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রাধান্য দিয়েছি। এসবই আমার একান্ত দয়া ও অনুগ্রহ।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭০

গোশত খাওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন জাতির মতামত

খাদ্য ও পানীয়, বিশেষ করে পশুর গোশত খাবারের ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকেই মতভেদ চলে আসছে। উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রে মতবিরোধ তেমন প্রকট নয়। ইসলাম মদ খাওয়া হারাম করে দিয়েছে। সেই মদ আঙুর দিয়ে তৈরি করা হোক বা খেজুর, যব, অথবা অন্য কিছু দিয়ে। এভাবে যেসব জিনিস মানুষের বিবেক-বুদ্ধি, হুশ-জ্ঞান লোপ করে দেয় বা কোনো বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। আর যেসব পানীয় স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তার সবই হারাম। পশু প্রাণীর গোশত খাওয়ার ব্যাপারেই দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে মতবিরোধ তীব্র।

ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিতে পশু ঃ হিন্দু ব্রাহ্মণ জাতীয় কিছু ধর্মবিশ্বাসীদের মতে পশু যবেহ করে খাওয়া নিষিদ্ধ। তাদের মতে পশু যবেহ করা খুবই অমানবিক নিষ্ঠুর ও নির্যাতনের কাজ। পশুর বেঁচে থাকার অধিকার আছে। সে অধিকার থেকে পশুকে বঞ্চিত করা যায় না। উদ্ভিদ বা শাকসব্জিই মানুষের একমাত্র খাবার হওয়া উচিত।

কিন্তু তাদের এ উক্তি মানা যায় না। প্রকৃতির উপর গভীর দৃষ্টিপাত করলে ও সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করলে বুঝতে পারা যায় পশু যবেহ করা একান্তই নির্দোষ কাজ। কারণ জন্তু জানোয়ারকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাদের নিজস্ব কোনো কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তাদের কোনো ইচ্ছা বা

www.pathagar.com

যাচাই বাছাই করার শক্তি নেই, বিবেক বুদ্ধি নেই। মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজের জন্য জন্তু-জানোয়ারের সৃষ্টি। মানুষ এগুলোকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে। তাই খাদ্য হিসেবেও যদি পশুকে যবেহ্ করা হয় তাহলে এতে দোষের কিছুই থাকতে পারে না। সৃষ্টিজগতে আল্লাহর কার্যকর নিয়ম হচ্ছে নিকৃষ্ট, নিচু ও দুর্বল সৃষ্টি, উত্তম ও শক্তিশালীর জন্য আত্মত্যাগ করে। যেমন সবুজ ও তরতাজা ঘাস জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়ে ওদের জীবন বিসর্জন দেয়। তাই জন্তু জানোয়ার মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হবে এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। মানব সমাজের নিরাপত্তা বিধানের জন্য যদি একজন মানব হত্যাকারীকে হত্যা করা যায়, তাহলে এ মানব সমাজের জীবন ধারণের জন্য পশু যবেহ করা যাবে না কেনো ? তাছাড়া তাদের তো একভাবে না একভাবে মৃত্যু ঘটছেই। অধিক শক্তিশালী হিংস্র জন্তু তো ওদের নিষ্ঠুরভাবে মেরে তাদের খাদ্যে পরিণত করে। হিংস্র জন্তুর নিষ্ঠুর নখরথাবার আঘাতের চেয়ে মানুষের শাণিত অস্ত্রে সহজে পশু যবেহ করা অনেক মানবিক।

ইহুদী-খৃষ্টানদের দৃষ্টিতে পশু ঃ জন্তু-জানোয়ারের ব্যাপারে সকলের জন্য ছিলো একই হুকুম। ইহুদী-খৃষ্টান এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু তারা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সাথে নানা ধরনের নাফরমানী করার ফলে আল্লাহ্ শাস্তিস্বরূপ তাদের উপর জল ও স্থলের বহু জন্তু-জানোয়ারকে হারাম করে দিয়েছিলেন। সূরা আল আনআমের ১৪৬ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ ج وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا اِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَا اَوِ الْحَوَايَا اَوْمَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ط ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ز وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ○ - الانعام : ١٤٦

"আর ইহুদীদের উপর আমি সব ক্ষুরবিশিষ্ট জন্তু হারাম করে দিয়েছিলাম। আর গরু ছাগলের চর্বিও। তবে যা এদের পিঠ ও অন্ত্রের মধ্যে লেগে রয়েছে। অথবা যা হাড়ের সাথে লেগে রয়েছে তাছাড়া। এসব ছিলো সীমালংঘনের জন্য তাদের প্রতি আমার শাস্তিস্বরূপ। আর এসব করায় আমি নিসন্দেহে যথার্থ ভূমিকা গ্রহণকারী।"

খৃষ্টানদের ব্যাপারটিও এ ধরনেরই। কারণ খৃষ্টানরা ইহুদীদের অধীন। ঈসা আঃ আগের শরীআত নাকচ করে দেয়নি। কিন্তু খৃষ্টানরা নিজেরাই

www.pathagar.com

শরীআতের হুকুম লংঘন করেছে। তাওরাতে তাদের প্রতি যেসব জিনিস হারাম করা হয়েছিলো সেসবকেই তারা হালাল করে নিয়েছিলো।

ইসলামপূর্ব আরবের অবস্থা ঃ ইসলামের আগে জাহিলী যুগে আরবে কোনো কোনো জন্তুকে অপবিত্র মনে করতো, কোনো কোনোটিকে দেবদেবীর নৈকট্য পাওয়া ও কুসংস্কারের ফলে নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছিলো। অপরদিকে মৃত জীব ও প্রবাহিত রক্তসহ অনেক নাপাক জিনিসকে হালাল ঘোষণা করেছিলো।

ইসলামের ব্যবস্থা ঃ ইসলামের আবির্ভাবের সময় আরবের লোকেরা পশু খাওয়ার ব্যাপারে বিভিন্নমুখী চিন্তায় নিমগ্ন ছিলো। তাই ইসলাম মানুষকে উদ্দেশ্য করে সূরা আল বাকারার ১৬৮ আয়াতে বলেছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ○ ـ البقرة : ١٦٨

"হে মানুষেরা! এ পৃথিবীতে যেসব জিনিস হালাল ও পবিত্র তা তোমরা খাও। তোমরা শয়তানের পথ ধরে চলো না। শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৮

একথার অর্থ হলো আল্লাহ মুসলমানদেরকে এ পৃথিবীর বিস্তৃত ভূমি থেকে উৎকৃষ্ট, উত্তম ও পবিত্র জিনিসগুলো খেতে আহ্বান জানিয়েছেন। শয়তানের পথ অনুসরণ করে না চলার জন্য নির্দেশ দিয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ যা হালাল করেছেন তাকে হারাম বানিও না। এভাবে মনগড়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চললে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হবে।

সূরা আল আনআমের ১৪৫ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ط فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ○ ـ الانعام : ١٤٥

"(হে নবী! আপনি এদেরকে) বলুন। আমার উপর যে ওহী নাযিল হয়েছে তাতে তো আমি এমন কোনো জিনিস পাই না যা খাওয়া কারো জন্য হারাম হতে পারে। তবে যদি মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত ও

www.pathagar.com

শূকরের গোশত হয় তবে অন্যকথা। কারণ এসব নাপাক জিনিস। অথবা যদি ফিস্‌ক হয়, যদি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নামে যবেহ করা হয়ে থাকে। এরপর কোনো লোক যদি কোনো বিদ্রোহ বা নাফরমানী না করে বরং একান্ত অপারগতাবশত এসব হারাম করা জিনিসের কোনো একটা খায়, তাহলে মনে রাখবেন, আপনার রব বড়োই ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী ও দয়াময়।"–সূরা আনআম ঃ ১৪৫

একথার অর্থ এই নয় যে, এছাড়া আর কোনো বস্তু শরীআতে হারাম নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে যেসব জিনিস হারাম নয়, যেগুলোকে তোমরা তোমাদের উপর হারাম করে নিয়েছো।

সূরা আল মায়েদার ৩ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ط وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ط ـ المائدة : ٣

"তোমাদের উপর হারাম করে দেয়া হয়েছে মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত, শূকরের গোশত এবং সেসব জন্তু যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ করা হয়েছে, যা গলায় ফাঁস পড়ে, আঘাত খেয়ে বা উপর হতে পড়ে গিয়ে অথবা সংঘর্ষে পড়ে মরেছে বা যাকে কোনো হিংস্র জন্তু ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে—তবে যা তোমরা জীবিত পেয়ে যবেহ করেছো সেগুলো ছাড়া। এবং যা কোনো আস্তানায় যবেহ করা হয়েছে।"

এ আয়াতে দশটি হারাম জন্তুর কথা বলা হয়েছে। এর আগের আয়াতে বলা হয়েছে ৫টি জিনিস হারাম হবার কথা। এতে কোনো বৈপরিত্য নেই। বরং একটি আয়াত আরেকটির পরিপূরক ও ব্যাখ্যা।

মৃত জন্তু হারাম কেনো

কুরআনে হারাম খাবার উল্লেখ রয়েছে যেসব আয়াতে তার প্রথমেই উল্লেখ হয়েছে 'মাইতাতা' অর্থাৎ মৃতজন্তুর কথা। অর্থাৎ যেসব জীবের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে, যবেহ বা শিকার করার ফলে মরেনি।

স্বাভাবিকভাবে মারা যাওয়া জীব হারাম কেনো এটা এখন আধুনিক মনের প্রশ্ন। এর বেশ কয়েকটি কারণ আছে ঃ

www.pathagar.com

(১) মানব প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবেই মৃত জিনিসকে ঘৃণা করে। নিতান্ত খারাপ কাজ মনে করে মৃত জন্তুর গোশত খাওয়াকে। সব আসমানী কিতাবই একে হারাম ঘোষণা করেছে। অপরদিকে যবেহ করা পশুর গোশত খাওয়াকে পসন্দ ও রুচিসম্মত মনে করে।

(২) মানুষ যা পেতে চায় না বা পাবার আশাও মনে জাগে না, তা খাদ্য হিসেবে পেতে মানুষের আগ্রহ থাকে না। তা আল্লাহর পসন্দ নয়। মরা জন্তুজানোয়ারও এ শ্রেণীভুক্ত মৃত জিনিস। যেসব জন্তুজানোয়ার যবেহ বা শিকার করা হয় তাতে মানুষের ইচ্ছা থাকে যবেহ বা শিকার মানুষ নিজ হাতে করে। এজন্য এসবে তাদের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে না। বরং আগ্রহ ও রুচিশীলতার সৃষ্টি হয়।

(৩) মৃত জন্তুজানোয়ার বিভিন্ন রোগে বা বিষাক্ত জীবাণুতে আক্রান্ত হয়েও মরে থাকতে পারে। সেসব মৃতজন্তু খেলে মানুষের জীবনাশংকা দেখা দিতে পারে।

(৪) মৃত জন্তুজানোয়ারের লাশ অন্যান্য অনেক পাখি জীব-জন্তুর খাদ্য। আল্লাহ ওদের জন্য এগুলোকে খাদ্য হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ ওসব মৃতদেহ খেয়ে ফেললে ওরা এসব খাদ্য পেতো না।

(৫) মানুষের মালিকানা জীবজানোয়ার অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা করা বা আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা না থাকলে তা যবেহ করে খেয়ে ফেলা মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা। এ চিরন্তন নিয়মও এখানে কাজ করছে।

প্রবাহিত রক্ত হারাম

ঘোষিত হারাম জিনিসগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় হলো প্রবাহিত রক্ত। হযরত ইবনে আব্বাসকে প্লীহা খাবার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। তিনি বললেন, খেতে পারো। লোকেরা বললো, তাতো জমাট বাঁধা রক্ত। তিনি বললেন, প্রবাহিত রক্ত শুধু হারাম। তাছাড়া মৃতজন্তুর মতো তাতেও ক্ষতিকর কিছু থাকতে পারে। তাই নিষেধ।

শূকরের গোশত হারাম

হারাম করার তালিকায় তিন নম্বর হলো শূকরের গোশত। স্বভাবগতভাবেই মানুষ শূকরকে ঘৃণা করে। শূকরের গোশতের প্রতি তাই মানুষের রুচিবোধ থাকে না। আর শূকরের খাবার হলো যতো ময়লা

www.pathagar.com

আবর্জনা ও পুঁতিগন্ধময় জিনিস। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানও বলেছে, শূকরের গোশতে প্রাণসংহারক জীবাণু রয়েছে। আল্লাহ সব জানেন বলেই এ হারামের বিধান আগেই করে দিয়েছেন।

আল্লাহর নামে যা যবেহ করা হয় না

হারামের তালিকায় চতুর্থ জিনিস হলো, আল্লাহর নামে যবেহ না করা পশুর। তাওহীদবাদী মানুষের কাছে একথা সুস্পষ্ট যে, যারা আল্লাহর একত্ববাদকে মানে না তারাই তাদের দেবদেবী, মূর্তি ইত্যাদির নামে যবেহ বা উৎসর্গ করে। আর এটা স্পষ্ট শির্ক। কাজেই আল্লাহ ছাড়া আর কোনো নামে যবেহ হলে এ পশুর গোশত হারাম ছাড়া আর কি হবে। পশু মানুষের উপকারের জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। এসবের গোশত খাওয়াও এক প্রকার উপকারের কাজ। তাই পশু যবেহ করার সময় আল্লাহর নামে তা যবেহ করতে হবে।

আরো কিছু মৃত জিনিস

মূলত এ চারটি জিনিসই হারাম। সূরা আল মায়েদার তিন নম্বর আয়াতে মৃত জিনিস খাবার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনায় এর সংখ্যা দশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই চার নম্বর হারামের পর ঃ

(৫) হারাম হলো—'মুন্‌খানিকাতুন'। অর্থাৎ গলায় ফাঁস লেগে মরা পশু-পাখি।

(৬) 'মওকূআতু'—লাঠি বা অন্য কোনো শক্ত বস্তুর আঘাত খেয়ে মরে যাওয়া পশু-পাখি।

(৭) 'মুতারাদ্দিআতু'—উঁচু জায়গা হতে পড়ে অথবা কূপে বা খালে পড়ে মৃত পশু।

(৮) 'নাতিহাতু'—অন্য কোনো পশুর শিঙের আঘাতে মৃত পশু।

(৯) আর যেসব পশু-পাখিকে হিংস্র জন্তু ছিন্নভিন্ন করে কিছু কিছু অংশ খেয়ে ফেলার কারণে মরে গেছে।

এ পাঁচ প্রকারের পশু-পাখির উল্লেখ করার পর আল্লাহ বলেছেন—তবে এসব পশু-পাখির কোনোটিকে জীবিত পাবার পর যদি সাথে সাথে যবেহ করে ফেলতে পারে তবে তা হালাল—হারাম নয়।

এ পাঁচ প্রকারের মৃত পশু-পাখি হারাম হবার কারণ ঃ আল্লাহ এসব পশু-পাখিকে মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করে এদেরকে মানুষেরই

www.pathagar.com

মালিকানাধীন করেছেন। মানুষ এগুলোর প্রতি যত্নবান হবে। এগুলোর খোরপোষের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, দয়া করবে, কষ্ট পায় এমনভাবে রাখবে না। এদের সাথে এ ব্যবহারই স্বাভাবিক। কিন্তু গলায় ফাঁস লেগে মরা, লাঠি বা শক্ত বস্তুর আঘাতে মরা, উঁচু জায়গা হতে বা কূপে পড়ে মরা, অন্য প্রাণীর আঘাতে মরা, হিংস্র জন্তু ছিন্নভিন্ন করে ফেলার কারণে মরা। বুঝা গেলো এসব জীবের প্রতি মালিক তার দায়দায়িত্ব পালন করেনি। সতর্কতা অবলম্বন করেনি এদের লালন-পালনের প্রতি। এটা আল্লাহর কাছে খুবই অপসন্দনীয় ও ক্রোধ উদ্রেকের কারণ। তাই আল্লাহ নিকৃষ্টভাবে মরা উচ্ছিষ্ট খাওয়া মানুষের জন্য শোভন নয় বলে হারাম করে দিয়েছেন।

দেবদেবী ও পীর পুরোহিতদের নামে যবেহ

হারাম করা পশু-পাখির মধ্যে দেবদেবী ও পীর পুরোহিতদের নামে যবেহ করা পশু হলো দশ নম্বর। এটা হলো সরাসরি শিরক। সে সময় আরবে এ জাহেলিয়াত চলছিলো প্রবলভাবে। মুসলমানরা আল্লাহ ছাড়া আর কোনো জিনিসকে তাদের মাবুদ মানে না। কাজেই আল্লাহর নামে যবেহ হওয়া ছাড়া আর কারো নামে যবেহ হওয়া পশু-পাখি আল্লাহ হালাল করেননি।

মাছ ও পঙ্গপালের হুকুম

পানিতে বসবাসকারী প্রাণী সম্পর্কে আল্লাহ সূরা আল মায়েদার ৯২ আয়াতে বলেছেন ঃ

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ـ

"সমুদ্রের শিকার এর খাদ্যকে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।"

এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

هُوَ الطُّهُوْرُ مَاءُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ ـ

"সমুদ্রের পানি পবিত্র ও তার মরা জিনিস হালাল।"

ইসলাম পানিতে বসবাসকারী জীব মাছ ও এ ধরনের প্রাণীর ব্যাপারে ভিন্ন হুকুম দিয়েছে। মাছকে হারাম জিনিসের মধ্যে ফেলা হয়নি। বলা হয়েছে সমুদ্রের শিকার ও এর খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। সমুদ্রের শিকার বলতে সমুদ্রে যা কিছু শিকার করা হয় তা বুঝানো হয়েছে। খাদ্য বলতে বুঝানো হয়েছে যা সমুদ্র উপরে নিক্ষেপ করে। সমুদ্রের মৃত প্রাণীকেই সমুদ্রের খাদ্য বুঝানো হয়েছে।

www.pathagar.com

সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে ঃ "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক অভিযানে একটি বাহিনীকে পাঠান। তারা একটি মরা বড়ো মাছ পেলো। সমুদ্র মাছটিকে উপরে নিক্ষেপ করেছিলো। ২০ দিনের বেশি সময় পর্যন্ত তারা এ মাছটি খেতে থাকেন। তারা ফিরে এসে বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য এ রিয্ক পাঠিয়েছেন। তোমরা তা খাও। মাছটির কিছু অংশ তোমাদের কাছে থাকলে তা আমাকেও খেতে দাও। তারা মাছটির কিছু অংশ তাকে দিলেন। তিনি তা খেলেন।"

মৃত পঙ্গপাল খেতেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিয়েছেন। পঙ্গপাল যবেহ করা যায় না। হাদীসে এসেছে, "আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাতটি যুদ্ধ অভিযানে গিয়েছিলাম। তাঁর সাথে সে সময় আমরা পঙ্গপাল খেয়েছি।"

মরা পশু-পাখির চামড়া, অস্থি ও পশম

মরা জিনিস হারাম অর্থাৎ তা খাওয়া হারাম। কিন্তু মরা পশু-পাখির চামড়া, শিং, অস্থি ও পশম ইত্যাদি ব্যবহার করায় কোনো অসুবিধা নেই। তাই এসব ব্যবহার করা যাবে। ব্যবহার করা সম্ভব এবং সঙ্গতও। তাই এসব কোনো অবস্থাতেই নষ্ট করা যাবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ বলেছেন ঃ

تُصُدِّقَ عَلٰى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُوْنَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ ـ فَمَرَّبِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَّا اَخَذْتُمْ اِهَابَهَا جِلْدَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهٖ ـ فَقَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ ـ فَقَالَ اِنَّمَا حُرِّمَ اَكْلُهَا ـ

"উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা রাঃ-এর ক্রীতদাস দান হিসেবে একটি ছাগল পেলো। ছাগলটি মরে যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখতে পেয়ে বললেন, তোমরা এর চামড়া তুলে নিচ্ছোনা কেনো ? চামড়াটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে এটি তোমরা কাজে লাগাবে। লোকেরা বলে উঠলো! ওটা তো মরে গেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মরা জিনিস খাওয়াটাই হারাম।"

www.pathagar.com

মরা পশুর চামড়া পরিচ্ছন্ন করার নিয়ম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, চামড়া 'দাবাগাত' করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাই যবেহ করার তুল্য। আর এক সময় তিনি বলেছেন দাবাগাত চামড়ার অপবিত্রতাকে দূর করে দেয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর একটি উক্তিও আছে। তিনি বলেছেন, 'দাবাগাত' অর্থাৎ Tanning করা হলেই চামড়া পবিত্র হয়ে যায়।

অপারগ অবস্থার কথা

এখানে সবই সুস্থ স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ সময়ের কথা। কিন্তু অপারগ ও বেকার হুকুম এর চেয়ে ভিন্ন। উপরে এসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ফকীহদের মতে একদিন রাত পর্যন্ত হালাল কোনো খাবার না পেলে তখন জীবন রক্ষা পরিমাণ হারাম খাদ্য খেতে শরীআত অনুমতি দিয়েছে।

চিকিৎসার জন্য হারাম জিনিস

কোনো হারাম জিনিস ঔষধ হিসেবে গ্রহণ করার উপর যদি কোনো লোকের রোগ মুক্ত হওয়া নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তাহলে তা গ্রহণ করা জায়েয বলে কোনো কোনো ফিকাহবিদ মনে করেন। আবার কেউ তা মনে করেন না। তারা বলেন, এ জাতীয় হারাম জিনিস জীবন বাঁচানোর জন্য হারাম খাদ্য গ্রহণ করার মতো নয়। তাঁরা তাদের মতের সমর্থনে এ হাদীসটি পেশ করেন। اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ "তোমাদের প্রতি যেসব জিনিস হারাম করা হয়েছে তাতে আল্লাহ তোমাদের আরোগ্য লাভের ব্যবস্থা রাখেননি।" কাজেই এসব হারাম জিনিস ব্যবহার করে রোগমুক্তির ব্যবস্থা করতে পারা যাবে না। বৈধতার পক্ষের ফকীহগণ বলেন, প্রকৃতপক্ষে জীবনে বাঁচাবার জন্য যেমন খাবারের প্রয়োজন তেমনি ঔষধেরও প্রয়োজন হয়, একথা অস্বীকার করা যায় না। তাই এসব নিষিদ্ধ জিনিস অনন্যোপায় হয়ে ব্যবহার করা নিশ্চয়ই 'মুবাহ'। তাদের দলীল হলো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুজন সাহাবী হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ ও জুবাইর ইবনুল আওয়ামকে চর্মরোগে আক্রান্ত হলে রেশমের কাপড় পরার অনুমতি দিয়েছেন। এ মতটিই অধিক ঠিক বলে মনে হয়।

যবেহ করার শরীআতী নিয়ম

স্থলভাগে জীব-জন্তুর বসবাসের মতো জল ভাগেও জীব-জন্তু বসবাস করে। জলভাগে বসবাসকারী জীবকেই সামুদ্রিক জীব বলা হয়। ইসলামী

www.pathagar.com

শরীআতের মতে সব সামুদ্রিকজীবই হালাল। চাই তা জীবিত পাওয়া যাক অথবা মৃত। ছোট থেকে বিরাট বিরাট মাছ পর্যন্ত এই সামুদ্রিক জীবের অন্তর্ভুক্ত। মাছসহ সমুদ্রের সব জীবই হালাল। সমুদ্রের কুকুর কিংবা শূকরও সমুদ্রের মাছের মতো। মোট কথা সমুদ্রে যতো জীব রয়েছে সবকেই আল্লাহ হালাল করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। এসব জীবকে যবেহ করারও কোনো হুকুম দেয়া হয়নি। যার যতো ইচ্ছা সামুদ্রিক জীব সংগ্রহ করে খেতে পারে।

সূরা আন্ নাহলের ১৪ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ج ـ النحل : ١٤

"মহান আল্লাহই নদী সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন। যাতে তোমরা তা থেকে তাজা গোশত খেতে পারো।"

সূরা আল মায়েদার ৯৬ আয়াতে আল্লাহ বলছেন ঃ

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ج ـ المائدة ٩٦

"তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও খাদ্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। এসব তোমাদের ও ভ্রমণকারীদের জন্য সামান।"

স্থলভাগের হারাম জীব

স্থল ভাগে শুধু শূকরের গোশত, মৃত জীব, রক্ত আর যেসব জীব-জন্তু আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়নি শুধু এসব হারাম। আর কোনোটিকেই আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেননি। আল্লাহর হুকুমে কিছু কিছু হালাল হারাম আল্লাহর রাসূলও ঘোষণা করেছেন। সূরা আল আরাফে ১৫৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ ـ الاعراف : ١٥٧

"আল্লাহ মানুষের জন্য পবিত্র ও উত্তম দ্রব্য হালাল করেছেন। আর খারাপ পঁচা নিকৃষ্ট জিনিস হারাম করেছেন।"

যেসব খাদ্য খেতে সাধারণভাবে মানুষের রুচিতে বাধে ও জঘন্য মনে হয় তা-ই 'খবীস' অর্থাৎ পঁচা নিকৃষ্ট জিনিস। কারো কারো কাছে যদিও এসব ভালো মনে হয়। বুখারীতে আছে ঃ

www.pathagar.com

نَهى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।"–বুখারী

বুখারী মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে ঃ

نَهٰى عَنْ اَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِيْ مُخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ -

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নখরধারী সব হিংস্র জীব এবং সব ছিড়ে ফেড়ে খাদ্য খাওয়া পাখির গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।"

এসব হাদীসের ব্যাখ্যা করলে বুঝা যায়, বাঘ, শৃগাল, চিতা ইত্যাদি ধরনের জন্তু হিংস্র প্রাণীর মধ্যে গণ্য। আর চিল, শকুন, বাজপাখী, নখরধারী পাখি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, কুরআন মাজীদে যে চারটি জীবকে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে, তাছাড়া আর কোনো জীবই হারাম নয়। তাঁর কথা থেকে মনে হচ্ছে হাদীসে যেসব পশু-পাখির গোশত খেতে নিষেধ করা হয়েছে তাঁর মতে তা হারাম নয়, মাকরূহ মাত্র। এও হতে পারে যে, তিনি হয়তো ওই হাদীসগুলো শুনেননি।

তিনি বলেছেন, "ইসলামের আগে লোকেরা অনেক কিছু খেতো। আবার অনেক জিনিসই খারাপ মনে করে খেতো না। পরে আল্লাহ তাঁর নবীকে পাঠালেন। তাঁর কিতাব নাযিল করলেন। এ কিতাবে তিনি হালাল-হারামের ঘোষণা দিলেন। তাতে যা হালাল—তা-ই হালাল। আর তাতে যা হারাম—তা-ই হারাম। আর যে বিষয়ে নীরবতা পালন করা হয়েছে, তা সবই নির্দোষ ও মাফ।"

এরপর তিনি সূরা আল আনআমের ১৪৫ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। এ আয়াত দিয়েই তিনি গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া হালাল মনে করেন। ইমাম মালিক রহঃ এ মত গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, হিংস্র ও ছিন্ন-ভিন্ন করে আহারকারী পশুর গোশত খাওয়া হারাম নয়। বেশী হলে 'মাকরূহ'। তবে একথা সত্য যে, হারাম জন্তুগুলো যবেহ করলেই হালাল হয়ে যাবে না। হারাম জন্তু যবেহ করা হলে চামড়া দাবাগাত না করলেও তা পবিত্র হয়ে যেতে পারে।

www.pathagar.com

গৃহপালিত পশু হালাল হবার জন্য যবেহ করতে হবে

উট, গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি গৃহপালিত পশু। এভাবে ঘরের পোষা হাঁস মুরগী ইত্যাদি স্থলভাগের পশু-পাখি, যা মানুষের বশ্যতা স্বীকার করে, নিয়ন্ত্রণ মানে, এগুলো হালাল। তবে এগুলো খেতে যবেহ করা শর্ত। শরীআত অনুমোদিত পদ্ধতিতে যবেহ করতে হবে। যবেহ করতে হবে ধারালো অস্ত্র দিয়ে যাতে রক্ত প্রবাহিত হয়। গলার রগগুলো যেনো সব কেটে যায়। এটাকেই 'নহর' করা বলা হয়। তবে এভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় পশু যবেহ করতে না পারলে পশুর শরীরের যে কোনো জায়গায় ছুরি চালিয়ে রক্ত প্রবাহিত করতে হবে। পশু যবেহ করার সময় আল্লাহর নামে তা যবেহ করতে হবে। অন্য কারো নামে যবেহ করলেই তা হারাম হয়ে যাবে। এক্ষেত্রেই আল্লাহ সূরা আল আনআমের ১১৮ আয়াতে বলেছেন ঃ

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ۝ ـ الانعام : ١١٨

"তোমরা যদি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের উপর ঈমান পোষণ করে থাকো, তাহলে যেসব পশু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তোমরা সেগুলো খাও।"–সূরা আল আনআম ঃ ১১৮

এ সূরারই ১২১ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ط ـ الانعام : ١٢١

"যেসব পশু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি, তোমরা তা খেও না। কারণ তা খাওয়া ফাসেকী কাজ অর্থাৎ গুনাহর কাজ।"

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَا اُنْهِرَ الدَّمُ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْا ـ بخارى

"যে জন্তু জানোয়ারের রক্ত প্রবাহিত করা হয়েছে। এবং সে সময় তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে তা তোমরা খাও।"

শিকারে গেলে তীর নিক্ষেপ করার সময় অথবা শিকারী কুকুর পাঠাবার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে এ শিকারকৃত পশু খাওয়া হালাল হয়ে যায়। ঠিক যবেহ করার সময়ই আল্লাহর নাম নেয়া প্রয়োজন নয়।

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা রাঃ বলেছেন, "ইসলাম গ্রহণকারী কিছু নতুন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! লোকেরা আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে। তারা এর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেছে কিনা তা আমরা জানিনা। আমরা কি এসব গোশত খাবো কি খাবো না ? জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন। তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো। তারপর খাও।"

যবেহ করার সময় কিছু নিয়ম-কানুন ঠিক করে দেবার কারণই হলো পশুটি যেনো যবেহ করার সময় যথাসম্ভব কষ্ট কম পায়। এজন্য ছুরি খুব ধারালো করার কথা বলে দেয়া হয়েছে।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ প্রত্যেক কাজে দয়া ও করুনা করা ফরয করে দিয়েছেন। তাই তোমরা কোনো কিছুকে হত্যা করার সময় দয়ামায়ার সাথে করবে। যবেহ করার সময়ও উত্তমভাবে যবেহ করবে। তোমাদের সকলের উচিত যবেহ করার সময় যার যার ছুরিকে বেশ ধার করে নেয়া। আর যবেহের পরে সেটাকে ধীরে ধীরে প্রশান্তি লাভ করার সুযোগ দেয়া।"

ইবনে মাযায় হযরত ইবনে উমর রাঃ হতে বর্ণিত একটি হাদীসেও এ ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুরি ধার করতে ও তা অন্য পশু-পাখি হতে গোপন রাখতে বলেছেন।"

হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ বলেছেন, একবার এক লোক একটি বকরী শোয়ায়ে তার ছুরিটিতে ধার দিচ্ছিলো। নবী করীম সঃ তা দেখে বললেন ঃ

اَتُرِيْدُ اَنْ تُمِيْتُهَا مَوْتَاتٍ هَلاَّ اَحْدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ اَنْ تُضْجِعَهَا ـ

"তুমি কি বকরীটিকে কয়েকবার মারতে চাও ? ওটিকে শোয়াবার আগে কেনো তুমি তোমার ছুরিটিতে ধার দিয়ে নিলে না ?"–হাকেম

হযরত উমর রাঃ একবার দেখলেন, এক লোক তার পা দিয়ে চেপে ধরে তার বকরীটিকে যবেহ করার জন্য টেনে হেচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। লোকটিকে তিনি বললেন ঃ "তোমার জন্য আমার দুঃখ হয়! বকরীটিকে তুমি এর মৃত্যুর দিকে সুন্দরভাবে নিয়ে যাও।" এর অর্থই হলো ইসলাম বোবা পশু-পাখির প্রতি দয়ামায়া করতে ও যথাসম্ভব বেশী দুঃখ কষ্ট দিতে চায় না। জাহেলিয়াতের যুগে জীব-জন্তুর সাথে খুবই নিষ্ঠুর আচরণ করা হতো। তারা এমন কি জীবিত পশুর গোশত কেটে কেটে নিয়ে যেতো।

www.pathagar.com

তারা জীবন্ত দুম্বার পেছনের দিকে ঝুলে থাকা চাক্‌তি কেটে নিয়ে যেতো। এতে ওদের কষ্টের সীমা থাকতো না। এজন্য নবী করীম বলেছেন ঃ "জীবন্ত অবস্থায় পশুর শরীরের অংশ কেটে নেয়া হলে সে অংশটাকে মৃতই মনে করতে হবে।" হাদীসটি আহমদ, আবু দাউদ তিরমিযিতে উদ্ধৃত হয়েছে। এ ধরনের গোশত খাওয়া হারাম।

যবেহ্‌র সময় আল্লাহর নাম নেবার কারণ

মূর্তিপূজারী মুশরিকরা জাহেলিয়াতের যুগে পশু যবেহ করার সময় তাদের মাবুদদের নামে বলি দিতো। এটা হলো সরাসরি আল্লাহর সাথে শিরক করা। এ শিরক পরিহার করার জন্য ইসলাম পশু-পাখির যবেহ করার সময় আল্লাহর নামে যবেহ করার শিক্ষা দিয়েছে। তাওহীদ ও শিরকের মধ্যে এটাই পার্থক্য।

তাছাড়া মানুষের মতো পশু-পাখিও আল্লাহরই সৃষ্টি। এগুলোকে আল্লাহ মানুষের বিভিন্ন উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সূরা ইয়াসীনের ৭১-৭৩ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ○ وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ط اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ○ يس : ٧١-٧٣

"তারা কি দেখে না যে, আমি আমার হাতে তৈরী করা জিনিসগুলো হতে তাদের জন্য গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করেছি। তারা এখন এসবের মালিক। আমি এ পশুগুলোকে এমনভাবে তাদের আয়ত্বে এনে দিয়েছি যে, এখন তারা এগুলোর উপর আরোহণ করে। কোনোটির গোশত তারা খায়। তাছাড়া এগুলোর মধ্যে তাদের জন্য নানাবিধ কল্যাণ ও পানীয় রয়েছে। তারপরও তারা কৃতজ্ঞ হয় না কেনো ?"—সূরা ইয়াসীন ঃ ৭১-৭৩

কাজেই আল্লাহর যে সৃষ্টিকে আল্লাহ মানুষের এতো কাজে লাগিয়েছেন। এমনকি এদের থেকে এতো কাজ নেবার পরও এদের যবেহ করে খাবারও অনুমতি দিয়েছেন। অতএব আল্লাহর এ সৃষ্ট জীবকে যবেহ করার সময় তার নাম উচ্চারণ করেই তাঁর অনুমতি নিতে হবে। যবেহর সময় আল্লাহর নাম নেয়া অর্থাৎ আল্লাহর অনুমতি নেয়া।

www.pathagar.com

ইহুদী-খৃস্টানদের যবেহ

আরবের মুশরীক জাহিলরা তাদের মাবুদ-দেবদেবীদেরকে খুশী করার জন্য তাদের নামে পশু যবেহ করতো। এ শির্ক থেকে বাঁচাবার জন্য তাওহীদবাদী মুসলমানদেরকে ইসলাম যবেহের ব্যাপারে এতো কড়াকড়ি ব্যবস্থা আরোপ করার নির্দেশ দিয়েছে।

ইহুদী খৃস্টানরা মূলত তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলো। তারা আহলে কিতাব। অর্থাৎ তাদের নবীর উপর যে আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিলো তার উপর তারা ঈমান এনেছিলো। কিন্তু শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর তারা ঈমান আনেনি। তাদের ঈমান আকীদায় এ কারণে শির্ক অনুপ্রবেশ করে। এ কারণে তাওহীদবাদী মুসলমানদের মনে আহলে কিতাবদেরকেও মূর্তিপূজারী মুশরিকদের মতো মনে করার সম্ভাবনা ছিলো। তাই আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাব তথা ইহুদী খৃস্টানদেরকে মুশরিক ও মূর্তিপূজারীদের মতো মনে না করার নির্দেশ দিলেন। ওদের সাথে একত্রে খাওয়াদাওয়া করা, বিয়ে-শাদী দেয়ার অনুমতি দিলেন। সূরা আল মায়েদার ৫ আয়াতে মহান আল্লাহ বলছেন ঃ

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ط وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ص وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ز ـ المائدة : ٥

"আজকের দিনে তোমাদের জন্য সব পবিত্র ও উত্তম খাবার হালাল করে দেয়া হলো। আর তাদের খাবারও, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে। তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যও তাদের জন্য হালাল।"

অর্থাৎ সব পবিত্র ও উত্তম খাদ্যদ্রব্য হালাল। তাই 'বহীরা' 'সায়েবা' 'অসীলা' বলতে কিছু নেই। আর আহলে কিতাবদের খাবার দাবার মূলতঃ তোমাদের জন্য হালাল, তা আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করেননি। তোমাদের খাবারও তাদের জন্য হালাল। তাদের যবেহ করা পশু মুসলমানদের যবেহ করা পশুর গোশত পরস্পরের জন্য হালাল। মুশরিকদের সাথেই কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে। আহলে কিতাবদের সাথে এতটা নয়। তবে কতকগুলো ব্যাপার মুসলমানদের বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হবে।

www.pathagar.com

গির্জা মেলায় যবেহ করা পশু

এক ঃ লক্ষ্য রাখতে হবে, আহলে কিতাবদের পশু যবেহ করার সময় আল্লাহ ছাড়া ঈসা-মসীহ, বা ওযাইর প্রভৃতির নাম উচ্চারণ করেছে কিনা। না করে থাকলে এ গোশত হালাল। আর ওইসব নাম উচ্চারণ করে থাকলে তা হারাম হয়ে যাবে বলে ফকীহদের মত।

দুই ঃ তবে কেউ কেউ বলেন, তাদের খাদ্যতো আল্লাহ মুসলমানদের জন্য হালাল করেছেন। তারা যবেহ করার সময় কার নাম বলে সেদিকে লক্ষ্য রাখার দরকার কি ?

তিন ঃ আহলে কিতাবদের উৎসব ও গীর্জা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে যবেহ করা পশু খাওয়া ইমাম মালিক রঃ মকরূহ মনে করেন। এটা অতিরিক্ত সতর্কতা।

চার ঃ কোনো আহলে কিতাব যবেহ করার সময় ইচ্ছা করে আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করলে এ গোশত খাওয়া হালাল নয়।

পাঁচ ঃ আহলে কিতাবদের যবেহ করা পশু খাওয়া হালাল হবে—যদি তারা যবেহ করার নির্দিষ্ট শর্তগুলো পূরণ করে।

ছয় ঃ বিদ্যুৎ স্পর্শে যবেহ করা ও টিনবদ্ধ গোশত খাবার ব্যাপারে আলেমদের মত হলো, তা খাওয়া জায়েয। কারণ আহলে কিতাবদের শিকার ও খাবার আল্লাহ জায়েয বলে ঘোষণা দিয়েছেন, যবেহ যেভাবেই হোক। তবে কোনো আল্লাহতে অবিশ্বাসী নাস্তিক মুরতাদ কমিউনিস্ট দেশের টিনবদ্ধ গোশত খাওয়া মুসলমানদের জন্য জায়েয নয়।

আগুন পূজারীদের যবেহ

প্রাচীন পারসিক ধর্মাবলম্বীরাই আগুনের পূজারী ছিলো। তাদের যবেহ করা পশুর গোশত খাবার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তারা মুশরিক। তাদের যবেহ করা গোশত খাওয়া যাবে না। কেউ বলেছেন তা খাওয়া জায়েয। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

سَنُّوْا بِهِمْ سُنَّةَ اَهْلِ الْكِتَابِ ـ مالك شافعى

"ওদের সাথে তোমরা আহলে কিতাবদের মতো ব্যবহার করো।"

ইমাম ইবনে হাজমেরও এ মত। তিনি তাঁর আছ-আলমুহল গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

اِنَّهُمْ اَهْلُ كِتَابٍ ـ فَحُكْمُهُمْ كَحُكْمِ اَهْلِ الْكِتَابِ فِىْ كُلِّ ذٰلِكَ ـ

www.pathagar.com

"ওরাও আহলে কিতাব। অতএব সব বিষয়েই ওদের সাথে আহলে কিতাবের মতো ব্যবহার করতে হবে।"

ইমাম আবু হানীফা রঃ 'ছাবী' ধর্মাবলম্বী ও অনেকে ব্রাহ্মণদেরকেও আহলে কিতাব মনে করেন। তাঁদের মতে, এদের কাছেও কিতাব নাযিল হয়েছিলো। কিন্তু তাদের অতি উৎসাহীরা তা হারিয়ে ফেলেছে।

অজানা বিষয়ে খোঁজাখুজি নিষেধ

যে কাজ বা যবেহ চোখের সামনে হয়নি সে সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া, প্রশ্ন করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ কোনো মুসলমান যবেহ করে থাকলে, তা খাওয়া হালাল। হাদীস অনুযায়ী খাবার সময় আল্লাহর নাম অর্থাৎ বিস্‌মিল্লাহ্ বলে খাও। কোনো ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ না পেলে সব ঠিক আছে বলে ভাবতে হবে।

❑

www.pathagar.com

৪

শিকার

এখানে স্থলের শিকার সম্পর্কে বলাই উদ্দেশ্য। জলভাগের শিকার সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকেই দুনিয়ার সব জাতিগুলোর মধ্যে শিকার করার প্রবণতা চলে আসছে। ইসলামের আবির্ভাবের সময় আরবে মুশরিকদের মধ্যে শিকারের প্রচলন ছিলো। তাই এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে খারাপ কাজ নয়।

ইসলাম মানুষের স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত কাজের প্রয়োজনের প্রতি পূর্ণমাত্রায় দৃষ্টি রেখেছে। তাই শিকারের ব্যাপারেও মানুষের জন্য ওইসব শর্ত আরোপ করেছে যা মানুষকে ইসলামের মূল বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্যশীল রাখে।

শিকারের ব্যাপারে কতকগুলো শর্ত রয়েছে

শিকারী সম্পর্কিত শর্ত ঃ শিকারীকে প্রথমতঃ মুসলমান হতে হবে। যেমন কোনো পশু যবেহকারীকেও মুসলমান হতে হয়। অথবা আহলে কিতাব। ফকীহদের মতে আহলে কিতাব পর্যায়ে পড়ে এমন লোকের শিকার খাওয়া জায়েয। যেমন ছাবী ও মাজুসী।

নিরর্থক ও শুধু সখের বশবর্তী হয়ে শিকার করা ঠিক নয়। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে খাবার উদ্দেশ্যে শুধু শিকার করতে হবে। কোনো কারণ ছাড়া লক্ষ্যহীন ও উদ্দেশ্যহীনভাবে প্রাণী বধ করতে ইসলাম সম্মতি দেয় না।

নাসায়ী শরীফে আছে ঃ

مَنْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا عَبَثًا عَجَّ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ يَارَبِّ اِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِىْ عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِىْ مَنْفَعَةً ـ نسائى، ابن حبان

"যে লোক অযথা কোনো চড়ুই পাখীকে হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সে ফরিয়াদ করে বলবে, হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমাকে অকারণে হত্যা করেছিলো। কোনো উপকার পাবার জন্য হত্যা করেনি।"–নাসঈ, ইবনে হাব্বান

www.pathagar.com

নাসায়ীর অন্য এক হাদীসে এসেছে ঃ "যে লোক কোনো চড়ুই অথবা তার চেয়ে বড়ো কোনো পাখিকে হক ছাড়া হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন তার কাছে আল্লাহ কৈফিয়ত তলব করবেন। একথা শুনে সাহাবীগণ বললেন, হে রাসূল! এদের আবার কি হক ? তিনি বললেন ঃ ওদের হক হচ্ছে, ওদের যবেহ করে খেতে হবে। ওদের মস্তক কেটে দূরে নিক্ষেপ করে ফেলে দেয়া নয়।

শিকারী হজ্জ ও উমরা করার সময় 'ইহ্‌রাম' বাঁধলে শিকার করতে পারবে না। কারণ এ সময় তারা সৃষ্টির জন্য বিপদমুক্ত। এমন কি হাতের নাগালের ভেতরেও কোনো শিকার এসে গেলে শিকার করতে পারবে না। এটা হলো একজন মুসলমানের ধৈর্যের পরীক্ষা। সূরা আল মায়েদার ৯৫ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ط ـ المائدة : ٩٥

"হে মু'মিনগণ! তোমরা 'ইহ্‌রাম' বাঁধা অবস্থায় শিকার করবে না।"

পরের আয়াতেই আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ط ـ المائدة : ٩٦

"তোমাদের জন্য স্থলভাগে শিকার করা হারাম করা হয়েছে। যতোক্ষণ তোমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকবে।"

প্রাণী সম্পর্কিত শিকারের শর্ত

যে পশু-পাখিকে শিকার করা হবে তাকে তো হাতে ধরে শুইয়ে গলায় বা মজ্জায় যবেহ করা সম্ভব হবে না। সম্ভব হলে নিয়ম মতোই যবেহ করতে হবে। না করলে হালাল হবে না।

শিকার যদি তীর নিক্ষেপে বা প্রশিক্ষণ দেয়া কুকুর দিয়ে করা হয় তাহলে তীর বা কুকুর ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম নিতে হবে। আর এমন না হলে শিকার যদি জীবিত অবস্থায় হাতে এসে যায় তাহলে নিয়মানুযায়ী গলায় ছুরি চালিয়ে যবেহ করতে হবে। আর জীবিত না পেলে তাহলে সেটি মৃত। যবেহ করার প্রয়োজন নেই।

শিকার করার ধরন

দুভাবে শিকার করা যায়। প্রথমত, ধারালো ও তীক্ষ্ণ অস্ত্র যেমন ছুরি, তরবারী, বল্লম দিয়ে। দ্বিতীয়ত, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিকারী প্রাণীর মাধ্যমে, যেমন কুকুর, বাজপাখি ইত্যাদি। যাকে শিকারের জন্য পাঠানো হয়।

www.pathagar.com

শিকারী প্রাণী দিয়ে শিকারের শর্ত

প্রথমত, শিকারী প্রাণীটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবে। দ্বিতীয়ত, শিকার করবে তার মালিকের জন্য, নিজের জন্য নয়। তৃতীয়ত, শিকারে পাঠাবার সময় আল্লাহর নাম নিয়ে পাঠাতে হবে।

কুরআনের সূরা আল মায়েদার আয়াতে সবগুলো শর্ত একত্রে বলে দেয়া হয়েছে ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ط قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ لا وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ز فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ص ـ المائدة : ٤

"হে নবী! লোকেরা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে কি কি তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে ? আপনি বলে দিন, তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, সব পাকপবিত্র উত্তম দ্রব্য ও যেসব শিকারী পশু বা পাখী তোমরা প্রশিক্ষণ দিয়ে শিকার করার জন্য তৈরি করে নিয়েছো। ওরা যা তোমাদের জন্য আটকে রাখবে তা তোমরা খাও এবং এর উপর আল্লাহর নাম নাও।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৪

শিকারী জন্তুর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। যখন যে দিকে যেতে বলা হবে, চলে যাবে। শিকার কৃত পশু-পাখি মালিকের কাছে নিয়ে আসবে, মালিকের সব জিনিসপত্র রক্ষা করবে। মালিক যা করতে বলবে তাই করবে। এটাই মোটামুটি প্রশিক্ষণের বিষয়।

তীর দিয়ে শিকারের পর শিকার মৃত পেলে

শিকারী তীর নিক্ষেপের পর শিকার বিদ্ধ হলো। এ অবস্থায় শিকার কোনো সময় চোখের আড়ালে চলে যায়। হারিয়ে যায়। কিছু সময় পর তা মৃত পাওয়া যায়। কয়েকদিন পরও পাওয়া যেতে পারে। এ অবস্থায় শিকারটি হালাল হবে যদি (১) পানিতে পড়ে না থাকে। (২) যদি অন্য কারো তীর নিক্ষেপের চিহ্ন তার গায়ে না থাকে। (৩) শিকারটা যদি পঁচে যাওয়ার মতো না হয়।

❐

www.pathagar.com

৫

মদ

মদ হারাম

আল্লাহ মদকে হারাম করে সূরা আল মায়েদার ৯০-৯১ আয়াতে বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ○ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ج فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ○- المائدة : ٩٠-٩١

"হে ঈমানদারগণ ! মদ, জুয়া, বলিদানের নির্দিষ্ট জায়গা, ভাগ্য জানার জন্য পাশা এসবই নাপাক ও শয়তানী কাজ। তোমরা এসব পরিহার করো। আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করতে পারবে। তোমাদেরকে এ মদ ও জুয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করে শয়তান চায় তোমাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিতে। আর চায় তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির ও নামায হতে বিরত রাখতে। এ অবস্থায় তোমরা এসব কাজ থেকে বিরত হবে কি ?"

এখানে আল্লাহ কঠোর ভাষায় মদ খাওয়া, জুয়া খেলাকে হারাম করে দিয়েছেন। তা পরিহার করে চলার জন্য আদেশ দিয়েছেন। এ আয়াতে মদ খাওয়া ও জুয়াকে বলিদানের জায়গা ও ভাগ্য জানার উপায়ের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে এ দুটি জিনিসের জঘন্যতা বিভৎসতা দেখাবার জন্য। কুরআনে এসব কাজকে 'রিজসুন' বলা হয়েছে। এসব কাজকে শয়তানের কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এ আয়াতে এ দুইটি কাজ পরিহার করে চলতে বলা হয়েছে। এ দুটি কাজের সামগ্রিক ক্ষতির কথাও এতে বলা হয়েছে যে, এ কাজের জন্য মদপানকারী নামায পড়তে পারে না। আল্লাহকে ভুলে যায়। লোকদের মাঝে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করে দেয়। নামায ও আল্লাহর যিকির হলো মানুষের আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের উপায়। এসবের মাধ্যমে মদপায়ীরা তা হারিয়ে ফেলবে। এসব দোষ বলে দেয়ার পর ঈমানদারেরা এ কাজগুলোকে পূর্ণভাবে পরিহার করে চলবে কিনা কঠোর ভাষায় আল্লাহ তা জানতে চেয়েছেন।

www.pathagar.com

মদের অপকারিতা

মদ পান করলে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পায়। হুঁশ কমে যায়, স্বাস্থ্য ভেঙে যায়, দীনদারী হারিয়ে ফেলে। পার্থিব বিভিন্ন বিষয়েও সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পারিবারিকভাবেও বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। এভাবে মদ্যপায়ীর জীবনে চরম দুর্গতি নেমে আসতে বাধ্য। মানুষকে মদ পান যতোটা কঠিন বিপর্যয়ে ফেলেছে অন্য কোনো স্বভাব বা অভ্যাস এতোটা বিপর্যয়ে ফেলতে পারেনি। তাই মদ পানকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম করেছে।

মদপানের দুষ্ট প্রভাব ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশই মদপানের এ দুষ্টখতে জর্জরিত হয়ে একে সমাজ থেকে হটিয়ে দেবার আইনগত পন্থা আরোপ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আমেরিকা আইন করেই তা বন্ধ করতে চেয়েছিলো। কিন্তু চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ইসলামই শুধুমাত্র মদপানের এ ধ্বংসাত্মক কাজকে পরিপূর্ণভাবে সমূলে উৎপাটন করতে পেরেছে। আর কোনো ধর্ম অথবা আইন এর আত্মবিনাশী হাত থেকে জাতিকে বাঁচাতে পারেনি। শুধু মদ পানকেই ইসলাম হারাম ঘোষণা করেনি ; বরং এর সহায়ক সব উপায়-উপকরণকেই হারাম ঘোষণা করেছে।

মদের ব্যবসা

মদ পান হারাম। মদ জাতীয় সব পানীয় ও ব্যবহার্য দ্রব্য পান ও ব্যবহার হারাম। মদ কম পান করুক আর বেশী করুক তাতে কোনো পার্থক্য নেই। অতএব মদের ব্যবসা করা, ইসলাম হারাম করে দিয়েছে। মদের আমদানী-রপ্তানীসহ কোনো রকমের ব্যবসাই মুসলমানের জন্য জায়েয নয়। মদ তৈরীর কারখানা দেয়া, বার খুলে বসাসহ মদ সংশ্লিষ্ট কোনো কাজই জায়েয নয়। তিরমিযি ও ইবনে মাযায় এসেছে। রসূল সঃ মদ ও মাদকের সাথে জড়িত দশ শ্রেণীর উপর অভিশাপ দিয়েছেন। তারা হচ্ছে ঃ

وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا - وَشَارِبِهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةِ اِلَيْهَا - وَسَاقِيْهَا وَبَائِعُهَا - وَاَكْلِ ثَمَنِهَا - وَالْمُشْتَرِىْ لَهَا - وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ -

(১) মদ উৎপাদনকারী (২) যে উৎপাদন করায় (৩) মদ্যপায়ী, (৪) বহনকারী (৫) যার কাছে বহন করে নেয়া হয় (৬) পরিবেশনকারী (৭) বিক্রয়কারী (৮) মূল্য গ্রহণ ও ভক্ষণকারী (৯) ক্রয়কারী এবং (১০) যার জন্য ক্রয় করা হয়। এদের সকলের উপর অভিসম্পাত।

www.pathagar.com

কাজেই মদ ও মাদকের সাথে জড়িত সব কাজ পরিত্যাজ্য। মুসলমান মদ পুরস্কার বা উপঢৌকন হিসেবে দিতে পারে না। মদ পানের আসর বসাতে বা যোগান দিতে পারে না। মদ এক রকমের রোগ। এ দ্রব্য ঔষধ হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে না। নবী করীম সঃ বলেছেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ "যে দ্রব্য তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তাতে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্য রোগের চিকিৎসা রাখতে পারেন না।"

এতোসবের পরও যদি মদ মিশ্রিত কোনো ঔষধ ছাড়া রোগের নিরাময় না হয়। এর বিকল্প কোনো ঔষধ পাওয়া না যায় এবং কোনো মুসলমান ডাক্তার তা বলে তাহলে ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ الانعام : ١٤٥

"যদি কেউ কঠিনভাবে ঠেকায় পড়ে যায়, সে নিজে আগ্রহীও নয়, সীমা অতিক্রমকারীও নয়, তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"

-সূরা আল আনআম ঃ ১৪৫

গাঁজা, আফিম, কোকেন প্রভৃতি মাদকদ্রব্যের শামিল। এসবই বিবেক বুদ্ধি লোপ করে দেয়।

www.pathagar.com

৬

পোশাক ও বেশ-ভূষা

পোশাক-আশাক বেশ-ভূষা মানুষের ভূষণ। পোশাক পরিধানের মাধ্যমে ইসলাম দুটি লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। প্রথমতঃ, লজ্জাস্থান ঢাকা, দ্বিতীয়তঃ, সৌন্দর্য-শোভা বৃদ্ধি। পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা পোশাক পরিচ্ছদের অনুভূতি সৃষ্টি ও এর ব্যবস্থা করে মানবজাতির জন্য এক বড়ো অনুগ্রহ করেছেন। পোশাক-আশাক পরে মানুষ নিজের আকার-আকৃতি, চেহারা-সুরত সৌন্দর্যমণ্ডিত করবে ইসলাম তা শুধু জায়েযই করেনি বরং ফরয করেছে।

পোশাকের প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ সূরা আল আরাফের ২৬ আয়াতে বলেছেন ঃ

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ط

"হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক পরিচ্ছদের হুকুম নাযিল করেছি। এ পোশাক তোমাদের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখে এবং তা তোমাদের ভূষণও।

এর পরের আয়াতেই আল্লাহ বলেছেন ঃ

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَايَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ط ـ الاعراف : ٢٧

"হে আদম সন্তান! শয়তান তোমাদেরকে যেনো বিপদে ফেলতে না পারে। যেমন করে সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিলো। তাদের পোশাক তাদের দেহ থেকে খসিয়ে নিয়েছিলো। যাতে তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে দিতে পারে।"

সূরা আল আ'রাফের ৩১ আয়াতে এসেছে ঃ

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ج

"হে বনী আদম ! তোমরা তোমাদের রূপ-সৌন্দর্য প্রতিটি মসজিদে উপস্থিতকালে বিকশিত করো। খাও ও পান করো, কিন্তু সীমা ছেড়ে যেয়ো না।"

www.pathagar.com

অতএব শালীন পোশাক পরতে হবে। অশালীন পোশাক পরা নিষেধ। সুসভ্য মানুষ জন্তু জানোয়ারের বিপরীতে দেহের যেসব গোপন অঙ্গকে উন্মুক্ত করতে লজ্জা করে, সেসব অঙ্গ ঢেকে রেখে সুন্দর আকার-আকৃতির রূপ গ্রহণ করাকে ইসলাম মানুষের জন্য ফরয করে দিয়েছে। ইসলামের বিধান হলো একা একা ও নির্জন অবস্থায়ও লজ্জাস্থান ঢেকে রাখবে, যেন শরমলজ্জা মানুষের স্বভাব প্রকৃতিগত ভূষণে পরিণত করে।

বহজ ইবনে হাকীম আবু দাউদ ও ইবনে মাযাহ ইত্যাদি হতে বর্ণনা করেছেন ঃ

"আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের সতর ঢাকার ব্যাপারে কতোটা সতর্কতা অবলম্বন করবো, আর কতোটা নয়, জবাবে তিনি বললেন ঃ নিজের স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্য সকল থেকে তোমার লজ্জাস্থানের হিফাজত করবে। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! লোকেরা সফর ইত্যাদিতে যখন একত্রে ওঠাবসা করে ? তিনি বললেন ঃ তখনো যথাসম্ভব লজ্জাস্থান ঢেকে রাখবে। আমি বললাম, আমাদের কেউ যখন একা একা থাকে ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহকে বেশী লজ্জা করাই সকলের কর্তব্য।"

পোশাকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

ইসলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে পোশাকের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়েছে। পরিচ্ছন্নতাই সব সৌন্দর্যের চাবিকাঠি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

تَنَظَّفُوْا فَاِنَّ الْاِسْلَامَ نَظِيْفٌ۔ ابن حبان

"তোমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করো। ইসলাম পরিচ্ছন্ন দীন।"

তাবরানীতে আছে ঃ

اَلنَّظَافَةُ تَدْعُوْا اِلَى الْاِيْمَانِ ـ وَالْاِيْمَانُ مَعَ صَاحِبِهٖ فِى الْجَنَّةِ ـ

"পরিচ্ছন্নতা ঈমানের দিকে আহ্বান জানায়। আর ঈমান তার সাথীকে নিয়ে জান্নাতে চলে যাবে।"–তিবরানী

পাক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন শরীর ও পোশাক না থাকলে আল্লাহ নামাযও কবুল করেন না। তাই প্রিয় নবী সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "পাক-পবিত্রতা ঈমানের

www.pathagar.com

অর্ধেক।" কাপড় চোপড়, দেহ ও চুল দাঁড়ি এসবই সুবিন্যস্তভাবে রাখতে হবে। এলোমেলো চুল দাড়ি নিয়ে এক লোক রাসূলের নিকট এলে তিনি তাকে এমন ইঙ্গিত করলেন যে, মনে হলো তিনি হয়তো তাকে চুল দাড়ি বিন্যস্ত করতে বলছেন। সে তাই মনে করে চুল-দাড়ি বিন্যস্ত করে রাসূলের সামনে হাজির হলে তিনি বললেন ঃ

اَلَيْسَ هٰذَا خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَّأْتِىَ اَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَاَنَّهٗ شَيْطَانٌ - مؤطا مالك

"কারো এভাবে আসা উত্তম, না এমনভাবে আসা উত্তম যে, তার মাথার চুল এলোমেলো থাকবে। যেনো সে একটা শয়তান।"

তাই মুসলমানরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বিন্যস্ততার উপর গুরুত্ব দিবে কারণ এটা ঈমানের অংশ।

সোনা ও রেশমের কাপড়

ইসলাম সৌন্দয প্রিয়তাকে যেখানে উৎসাহিত করেছে, সেখানে পুরুষদের জন্য সোনার গহনা ও রেশমের পোশাক হারাম্ করেছে। সোনা ও রেশম নারী জাতির জন্য করেছেন পরিপূর্ণভাবে হালাল। এগুলো মেয়েদের রূপলাবণ্য ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপায়।

হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ

اَخَذَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهٗ فِىْ يَمِيْنِهٖ وَاَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهٗ فِىْ شِمَالِهٖ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلٰى ذُكُوْرِ اُمَّتِىْ -

احمد، ابوداؤد، نسائى

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান হাতে রেশম ও বাম হাতে স্বর্ণ নিয়ে বললেন ঃ এ দুটো জিনিস আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম।"–আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ

হযরত উমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ

لَاتَلْبِسُوا الْحَرِيْرَ فَاِنَّ مَنْ لَبِسَهٗ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ -

"তোমরা রেশমের কাপড় পরবে না। যে লোক দুনিয়ায় রেশমের কাপড় পরবে, সে পরকালে তা পরতে পারবে না।"–বুখারী, মুসলিম

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّمَا هٰذِهٖ لِبَاسٌ لَاخَلَاقَ لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ - بخارى، مسلم

"এ পোশাক সে লোকদের পোশাক পরকালে যাদের কোনো অংশ নেই।"

তবে বিশেষ কোনো কারণে রেশমী পোশাক ব্যবহার জায়েয হতে পারে। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও হযরত জুবাইর ইবনুল আওয়ামকে তাদের গায়ে খোস পাঁচড়া ওঠার কারণে রেশমী কাপড় পরার অনুমতি দিয়েছিলেন। রেশমী কাপড় পরলে খোচ পাঁচড়া কমে যায়।

স্বর্ণ পুরুষের জন্য হারামের কারণ

ইসলাম সামগ্রিক বিধানের দীন। এ সামগ্রিক বিধানকে কায়েম ও দায়েম রাখার মৌলিক দায়িত্ব পুরুষদের। রেশম ও স্বর্ণ পুরুষদের জন্য হারাম করে এদেরকে বিলাসিতাবিমূখ ও কর্মতৎপরতার প্রতি আকর্ষণের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কোনো পথে যেনো পুরুষদের মধ্যে বিলাসিতা ও রূপচর্চা করে নৈতিক দুর্বলতা ও উচ্ছৃংখলতা প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য সোনার অলংকার ও রেশমী কাপড় পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে। সোনা ও রেশমী কাপড় পরা ছাড়াই আল্লাহ পুরুষদের এক বিশেষ পৌরুষ অঙ্গসৌষ্ঠব দান করেছেন, যা নারী থেকে ভিন্ন। রূপচর্চা বিলাসিতা ও আয়েশ পুরুষসূলভ কাজ নয়। এ ধরনের আচরণ কুরআনের দৃষ্টিতে জাতীয় ধ্বংস ও বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে।

মহিলাদের জন্য হালাল কেনো

মহিলারা সাধারণত গৃহিণী। ঘরের ভেতরের সব ব্যবস্থাপনার দায়িত্বই তাদের। বেশী সময় তাদের অন্তপুরীতেই কাটে। তারা প্রকৃতিগতভাবে কোমলমনা ও রূপ-সৌন্দর্যপ্রবণ, রূপচর্চা ও গহনাগাটি ব্যবহারের প্রতি আকৃষ্ট। ঘরের বাইরের সামাজিক কাজে খুব বেশি দায়দায়িত্ব তাদের নেই বলে তাদের পৌরুষসম, সৌর্য-বীর্য দেখাবার প্রয়োজন হয় না। কোমলতা রূপ-চর্চা, সৌন্দর্যপ্রিয়তায় তারা মগ্ন হলে, সোনাগয়না ও রেশমী কাপড় পরিধান করলে সামাজিক কোনো বিপর্যয় ঘটার আশংকা নেই। তাই আল্লাহ তাদের জন্য এসব হালাল করেছেন। তবে এসব যেনো অন্য পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ হয়ে না দাঁড়ায় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

www.pathagar.com

মহিলাদের পোশাক

মহিলাদের পোশাক আশাক হতে হবে অত্যন্ত পরিমার্জিত, শালীন ও রুচিশীল। দেহের সৌন্দর্য বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ে মহিলাদের এমন পোশাক পরা যাবে না। এসব করলে, বেলেল্লাপনা হয়ে চললে, পুরুষ মন আকর্ষিত হয়ে পড়বে। ফলে অঘটন ঘটার দ্বার খুলে যায়। আজকের বিশ্বে নারী নির্যাতনের এটাই সবচেয়ে বড়ো কারণ। কাজেই নারীদের গোটা শরীর ঢেকে রুচিশীলদের মতো চলা উচিত। তাকে দেখলেই যেনো মানুষের মনে পড়ে তার মা, মেয়ে ও বোনের কথা। তাহলেই তাদের জন্য শ্রদ্ধা, মায়া-মমতা ও সম্মান বোধের জন্ম হবে।

নারী-পুরুষের সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক

আল্লাহ জন্মগতভাবেই নারী-পুরুষকে দৈহিক অবকাঠামোগতভাবে কিছু পার্থক্য করে সৃষ্টি করেছেন। মানব বংশের ধারা ঠিক রাখার জন্য নারীপুরুষের এ ব্যবধান জরুরী। অবকাঠামোগত পার্থক্যের কারণেই নারী পুরুষের পোশাক-আশাক, চালচলন, কথাবার্তা প্রকৃতি এমনকি কণ্ঠস্বর ইত্যাদিতেও ব্যবধান অতি প্রাকৃতি ও প্রয়োজন। এজন্য আল্লাহ পোশাকের ধরন ধারণের ক্ষেত্রেও পুরুষ নারীর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। পুরুষের পোশাক ভিন্ন। নারীর পোশাকও ভিন্ন। এ ভিন্নভিন্ন পোশাক উভয়ের পারস্পরিক পরিচয় বহন করে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন ঃ আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজায় হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে ঃ "নারীর জন্য পুরুষের পোশাক আর পুরুষের জন্য নারীর পোশাক পরা সম্পূর্ণ হারাম।"

এছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষের সাথে নারীর এবং নারীর সাথে পুরুষের সাদৃশ্যকারীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। কথাবার্তা, চালচলন, গতিবিধি, ওঠাবসা, ও পোশাক-আশাকে এ সাদৃশ্য হতে পারে।

নিজের প্রকৃতিকে অস্বীকার করা ও প্রাকৃতিক স্বভাবের দাবীর প্রতি সাড়া দিতে তৈরী না হওয়া বরং বিপরীত লিঙ্গের আচার-আচরণ অবলম্বন করাই হচ্ছে মানব জীবনে ও সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হবার মূল কারণ। নারী পুরুষের স্বভাব প্রকৃতিও সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ধরনের। কিন্তু পুরুষ যখন 'নারী' হবার চেষ্টা করে, আর নারী চেষ্টা করে 'পুরুষ' হবার। এখানেই চরম নৈতিক ও সামাজিক বিপত্তি বাঁধতে বাধ্য।

www.pathagar.com

এ কারণেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষের জন্য হলুদ রঙের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। হযরত আলী রাঃ বলেছেন ঃ রসূলে কারীম সঃ আমাকে সোনার আংটি, রেশমী পোশাক ও হলুদ বর্ণের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।

হযরত ইবনে উমর রাঃ বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ সঃ আমার পরনে দুখানা হলুদ কাপড় দেখে বললেন, এ হচ্ছে কাফেরদের পোশাক, তুমি তা পরিধান করবে না।

যশ-সুখ্যাতি ও অহংকারের পোশাক হারাম

আল্লাহ তাআলা পানীয়, খাদ্য ও পরিধেয় বস্ত্র সবই মানুষের জন্য হালাল করেছেন। এজন্য শর্ত হলো, এসব গ্রহণে ও ব্যবহারে যেনো সীমালংঘন না হয়। এর থেকে যেনো কোনো অহংবোধ সৃষ্টি ও অহমিকা প্রকাশ না পায়।

সূরা আল হাদীদের ২৩ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝ - الحديد : ٢٣

"আল্লাহ আত্মগৌরব ও অহংকারে মত্ত কোনো ব্যক্তিকে পসন্দ করেন না, ভালোবাসেন না।"–সূরা আল হাদীদ ঃ ২৩

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - بخارى، مسلم

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি নজরও দেবেন না যে ব্যক্তি অহংকারভরে তার কাপড় টেনে হেঁচড়ে চলবে।"–বুখারী, মুসলিম

অহংকার অহমিকা ও গৌরবের ভাব প্রদর্শন থেকে মুসলমানদেরকে দূরে রাখার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যশখ্যাতি প্রসিদ্ধি ও গৌরবের পোশাক পরতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ اَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبَ مُذِلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - احمد، نسائى

"যে ব্যক্তি যশ-খ্যাতি ও সমৃদ্ধির পোশাক পরবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনা অবমাননার পোশাক পরাবেন।"

অতিরিক্ত সৌন্দর্যের জন্য আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি

মানুষের শোভা সৌন্দর্য আল্লাহর দান। এ সৌন্দর্যের উপর আরো সৌন্দর্য সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সৌন্দর্যকে বিকৃত করা ইসলাম

www.pathagar.com

সমর্থন করে না। এ ধরনের কাজকে কুরআন শয়তানের কাজ বলে অভিহিত করেছে। মানুষের মনে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে শয়তান এ কাজ করার চেষ্টা করবে। শয়তানের একথা সূরা আন নিসার ১১৯ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ط ـ

"আমি আমার অনুসরণকারীদেরকে আদেশ করবো, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকেই বিকৃত করে দেবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১১৯

ঠিক এভাবে দেহে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে অংকন, দাঁত ধারালো করা দেহের বিভিন্ন জায়গার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য অপারেশন করাও ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

হাদীসে উল্লেখ আছে, যে নারী সূচবিদ্ধ করে দেহে চিত্র অংকন বা উল্কি করে, যে তা করায়, যে দাঁত ধারালো বানায়, যে তা বানাতে বলে— এসব লোকের উপরই নবী করীম সঃ অভিসম্পাত করেছেন।

এভাবে চোখের ভ্রূ সরুকরণ, মাথায় পরচুলা লাগানো, চুলে দাঁড়িতে খেজাব দেয়া ইত্যাদি ইসলাম নাজায়েয করেছে।

www.pathagar.com

(৭)

বাসস্থান

বাসস্থান বা ঘর মানুষের মৌলিক পাঁচটি প্রয়োজনের একটি বড়ো প্রয়োজন। এ বাসস্থানেই মানুষ নিজ নিজ পরিবার পরিজন নিয়ে সামাজিক বিধিবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মুক্তমনে বসবাস করে। নিজের বসবাসের স্থানে তথা ঘরে অনাবিল মনে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, প্রশান্তি পায়। এ ব্যবস্থাটাও আল্লাহর এক পরম অনুগ্রহ। এ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা সূরা আন্ নাহলের ৮০ আয়াতে বলেন ঃ

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا - النحل : ٨٠

"আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের বসবাসের ঘরগুলোকে শান্তির নীড় বানিয়ে দিয়েছেন।"

বসবাসের জন্য প্রসস্ত ঘরবাড়ীকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড়ো পসন্দ করতেন। তিনি বলেছেন ঃ

اَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ الْمَرْءَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيْءُ - ابن حبان .

"চারটি জিনিস বড়ো সৌভাগ্যের আধার (১) সতী-সাধ্বী স্ত্রী, (২) প্রশস্ত বাসস্থান, (৩) উত্তম প্রতিবেশী ও (৪) ভালো যানবাহন।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় এ দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ - وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ -

"হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ মাফ করে দাও, আমার বসবাসের স্থান প্রশস্ত করে দাও এবং আমার রিযিকে বরকত দান করো।"

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি

এ বসবাসের ঘরবাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য রসূলুল্লাহ সঃ কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলাম একটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন দীন। অপবিত্রতা অসূচিতা ও অপরিচ্ছন্নতার কোনো ছোঁয়া এ দীনে নেই। মুসলমানদের প্রতিটি কাজেই পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার স্পর্শ থাকা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল সঃ বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى طَيِّبٌ - يُحِبُّ الطَّيِّبَ - نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ - كَرِيْمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ - جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُوَادَ - فَنَظِّفُوْا اَفْنِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ -

"আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্রতা পসন্দ করেন। তিনি পরিচ্ছন্ন, পরিচ্ছন্নতাকে তিনি পসন্দ করেন। তিনি করুণাময়, করুণাকে তিনি ভালোবাসেন। তিনি দানশীল, দানশীলতাকে তিনি ভালোবাসেন। তাই তোমরা সকলে তোমাদের ঘরবাড়ীর আঙিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখো। আর ইহুদীদের সাথে কোনো সাদৃশ্য রেখো না।"–তিরমিযী

ঘরবাড়ীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সাথে সাথে চাকচিক্যময় করে রাখা বিন্দুমাত্রও নিষেধ নয়। কাজেই বৈধভাবে রূপসৌন্দর্যের জন্য কারুকার্য করা, বার্ণিশ করা, রং করা, ডিস্টেম্পার করা কোনোটাই ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। সামর্থ দান করার জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করবে।

আল্লাহ নিজেই বলেছেন ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ - الاعراف : ٣٢

"আপনি বলে দিন, আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য যেসব রূপ-সৌন্দর্য বানিয়ে দিয়েছেন, তা কে হারাম করে দিলো ?"–সূরা আরাফ ঃ ৩২

সারকথা হলো, মুসলমানরা তাদের ঘরবাড়ীর আঙিনা, পোশাক পরিচ্ছদসহ যাবতীয় ব্যবহারের জিনিসপত্র সাধ্যমতো সুসজ্জিত ও চাকচিক্যময় করে রাখবে। এতে কোনো দোষ নেই। এ পরিচ্ছন্নতা মনে আল্লাহর বন্দেগী করতে ও কৃতজ্ঞতার আমেজে হৃদয় কানায় কানায় ভরিয়ে তোলে।

তবে সীমা অতিক্রম ও অতি বাড়াবাড়ি করা যাবে না। এটাও আল্লাহ পছন্দ করেন না। কোনো ক্ষেত্রেই যেনো জাঁকজমক ও বিলাসিতার লীলাকেন্দ্রে পরিণত না হয়। এজন্যই মুসলমানদের ঘরে সোনা-রূপার পাত্র, খাঁটি রেশমের বিছানা থাকাটাও আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন।

ছবি ও প্রতিকৃতি হারাম

কোনো মুসলমানের ঘর-বাড়ী, দালান-কোঠায় কোনো প্রাণী প্রতিকৃতি 'স্ট্যাসু' রাখাকে ইসলাম হারাম করে দিয়েছে। কোনো বড়ো নেতা বা

www.pathagar.com

জাতীয় বীর বা সম্মানিত ব্যক্তির ছবি বা প্রতিকৃতি এর মধ্যে গণ্য। এসব ঘরে আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَاتَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ - بخارى، مسلم

"যে ঘরবাড়ীতে ছবি বা প্রতিকৃতি আছে। সেখানে আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।"–বুখারী, মুসলিম

একাজ কাফির মুশরিকের কাজ। যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে তারাই নিজেদের বাড়ীঘরে প্রাচীরে ছবি ও প্রতিকৃতি লটকিয়ে রাখে। একে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে। এর থেকেই ধীরে ধীরে শিরক ও পূজার প্রচলন ঘটে। দেবদেবীর প্রতিকৃতির প্রতি এভাবে শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শনের চর্চার মাধ্যমেই বিশ্বে শিরকের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঘটেছে। মূর্তিপূজা ও শিরকের ইতিহাস খুঁজলেই এ সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তাই ইসলাম কড়াকড়িভাবে ছবি ও প্রতিকৃতির প্রতি অতি ভক্তি, আকর্ষণ ও লটকিয়ে রাখা বা সংরক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছে। একাজ শির্ক-এর নামান্তর। ভাস্কর্য শিল্পের নামে এটা প্রকৃতপক্ষে মূর্তিপূজার শামিল। যেমন ভারতে, ইউরোপ ও আমেরিকায় যা ঘটছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلَّذِيْنَ يُصَوِّرُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَ -

"যেসব লোক এসব ছবি-প্রতিকৃতি রচনা বা নির্মাণ করে কিয়ামতের দিন তারা কঠিন আযাবে পতিত হবে।"

নবী করীম সঃ আরো বলেছেন ঃ

مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ - وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا اَبَدًا - بخارى

"যে ব্যক্তি কোনো জীবের ছবি বা প্রতিকৃতি আঁকবে বা নির্মাণ করবে কিয়ামতের দিন তাকে 'রূহ' ফুঁকে দেবার জন্য বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে তা কখনো করতে পারবে না।"–বুখারী

নবী করীম সঃ আরো বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - يُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ - بخارى، مسلم

www.pathagar.com

"যেসব মানুষ এ রকমের ছবি, প্রতিকৃতি ও প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে কিয়ামতের দিন তাদেরকে আযাব দেয়া হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যা নির্মাণ করেছিলে এখন তা জীবিত করে দাও।"

হাদীসে এসেছে ঃ

لاَتَقُوْمُوْا كَمَا تَقُوْمُ الْاَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهُ بَعْضًا - ابوداؤد، ابن ماجه

"অনারবরা পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে যেভাবে দাঁড়িয়ে যায় তোমরা সেভাবে দাঁড়িয়ে যেও না।"–আবু দাউদ, ইবনে মাজা

এ আশংকায়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

(١) لاَتَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا -

(১) "আমার মৃত্যুর পর আমার কবরকে কেন্দ্র করে তোমরা উৎসব পালন করতে শুরু করে দিও না।"

(٢) اَللّٰهُمَّ لاَتَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا يُعْبَدُ - مؤطا

(২) "হে আল্লাহ! আমার কবরকে তুমি পূজা মন্দিরে পরিণত করো না।"

কাজেই মুসলমানগণ শিরকের পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দেবার জন্য একাজ প্রচলিত হবার সব দুয়ার বন্ধ করে দেবার জন্য ছবি, প্রতিকৃতি নির্মাণ, সংরক্ষণ করে অতিভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের রীতি প্রচলিত করবে না। এ ধরনের পথ ধরেই দুনিয়ায় মূর্তিপূজা ও শির্কের প্রচার প্রসার উৎসাহ পেয়েছে।

শিশুদের খেলনায় দোষ নেই

তবে মনে রাখতে হবে, শিশুদের খেলনায় এরকম কোনো দোষ নেই। যেমন পুতুল, বিড়াল, কুকুর, পশুপাখী প্রভৃতি, এগুলোর প্রতি কোনো শ্রদ্ধা প্রদর্শন হয় না, পূজা হয় না। বরং অশ্রদ্ধা, অবহেলা ও পায়ে মাড়ানো হয়।

হযরত আয়েশা রাঃ থেকে তাঁর বাল্যকালের একটি হাদীস বর্ণিত ঃ

كُنْتُ اَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَاْتِيْنِىْ صَوَاحِبُ لِىْ فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ خَوْفًا مِّنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَسُرُّ لِمَجِيْئِهِنَّ اِلَىَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِىْ - بخارى، مسلم

www.pathagar.com

"আমি রাসূলুল্লাহর উপস্থিতিতে ঘরে মেয়েদের সাথে খেলা করতাম। আমার বান্ধবীরা আমার কাছে আসতো, তাঁরা রাসূলের ভয়ে লুকিয়ে যেতো। অথচ আমার কাছে তাদের আসায় আমার সাথে খেলা করায় তিনি খুশী হতেন।"

অপূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি

কেউ কেউ বলেছেন ঃ অপূর্ণাঙ্গ ছবি বা প্রতিকৃতি, যা জীবন্ত থাকতে পারে না, রাখা জায়েয। শুধু পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি হারাম।

কাগজ, কাপড়, পর্দা, প্রাচীর, মেঝে-মঞ্চে ও মুদ্রায় প্রতিকৃতি

প্রতিকৃতি পর্যায়ে ইসলামের দৃষ্টিকোণ এতোক্ষণ আলোচনা করা হলো। এখন কাগজ-কাপড়, পর্দায়, প্রাচীরে, ঘরের মেঝেতে, মঞ্চের গায়ে, মুদ্রার পিঠে অংকিত শৈল্পিক ছবিসমূহের ব্যাপারে ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিভঙ্গি কি, সে সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে আসল কথা হলো—এসব শৈল্পিক ছবি যদি আল্লাহ ছাড়া মানুষের কল্পিত মাবুদদের হয়। যেমন ঈসা মসিহকে খৃষ্টানরা। গাভী গরুকে হিন্দুরা মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, তাহলে এসব হারাম। এসবের ছবি নির্মাতা যেহেতু এগুলো জেনেশুনে পূজা অর্চনা করার জন্যই পবিত্র কাজ মনে করে নির্মাণ করেছে, আর তারা কাফির, ছবির দ্বারা কুফরী প্রচারই উদ্দেশ্য, কাজেই এসব হারাম। হাদীসে এসেছে ঃ

اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلْمُصَوِّرُوْنَ - مسلم

"ছবি নির্মাতারাই কিয়ামতের দিন কঠিন আযাবে লিপ্ত হবে।"

এসব ছাড়া উদ্ভিদ, গাছ-গাছালী, নদ-নদী, নৌকা-স্টীমার, জাহাজ, পাহাড়-পর্বত, চাদ-সুরুজ, তারা ইত্যাদি প্রাণহীন প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর ছবি বানানো, টাঙানো, সংরক্ষণ করায় কোনো দোষ নেই।

ক্যামেরাবদ্ধ ছবি

এতোক্ষণ পর্যন্ত প্রতিকৃতি যা খোদাই করে বা হাতে আঁকা হয় এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। ক্যামেরা দিয়ে প্রতিবিম্বের সাহায্যে নেয়া আলোক চিত্রের ব্যাপারটি একেবারেই নতুন উদ্ভাবিত। ক্যামেরার আবিষ্কার রাসূলের যুগে হয়নি। কাজেই প্রতিকৃতি ও প্রতিকৃতি নির্মাতার জন্য যে হুকুম পাওয়া গেছে তা কি ফটোগ্রাফীর ব্যাপারেও প্রযোজ্য ?

www.pathagar.com

দেহধারী প্রতিকৃতি নির্মাণ যারা হারাম মনে করেন, তারা ফটোগ্রাফীর সাহায্যে ওঠানো ছবিতে কোনো দোষ নেই বলে মনে করেন। বিশেষ করে তা যখন অসম্পূর্ণ অর্থাৎ না বাঁচার মতো পরিমাণে থাকে।

কেউ কেউ বলেন, প্রতিকৃতি নির্মাণের উদ্দেশ্যের সাথে ক্যামেরাবন্দী আলোক চিত্রের ছবির উদ্দেশ্য এক নয়। কাজেই যখন 'হারাম' হবার কারণ থাকে না তখন তা 'হালাল'।

মিসরের মুফতি শায়খ মুহাম্মাদ বখীত মরহুম এ বিষয়ে আরো স্পষ্ট করে বলেছেন। তিনি বলেছেন, আলোর প্রতিবিম্বকে ক্যামেরায় অটকে নিয়ে যে ছবি ওঠানো হয় তা প্রতিকৃতির মধ্যে গণ্য নয়, যা হারাম। কারণ যে ছবি বা প্রতিকৃতি নির্মাণ নিষিদ্ধ যা আগে নির্মিত ছিলো না। এখন নির্মাণের ফলে তা আল্লাহর সৃষ্ট কোনো জীবন্ত জিনিসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়। ক্যামেরার সাহায্যে ওঠানো ফটো সে পর্যায়ে গণ্য হয় না। ফটো সম্পর্কে এটাই শরীআতের মূলকথা। যেসব ছবির উদ্দেশ্য ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস এর শরীআত ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ও রীতিনীতি বিরোধী, তা হারাম হবার ব্যাপারে কোনো মুসলমানের দ্বিমত নেই।

তারপরও বেশ কিছু বড়ো বড়ো আলেমের মত হলো, ছবি সে যে ধরন ও রকমেরই হোক তা ছবিই। তাদের কেউ এ ফটোকে মাকরূহ বলেছেন। অনেকে হারামও বলেছেন। তবে আজকের বিশ্বায়নের এ যুগে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনে এমন কি হজ্জের মতো ইবাদাত পালনের জন্য যেমন আইডেন্টিটি কার্ড পাসপোর্ট[১] ইত্যাদির ব্যাপারে ছবি তোলা জায়েয বলেন। তামাদ্দুনিক ক্ষেত্রেও আজ এ ক্যামেরাবন্দী ছবির বড়ো প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এ ধরনের ছবি দিয়ে কারো প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি দেখানো উদ্দেশ্য নয়। এ ছবি দিয়ে আকীদা বিশ্বাস খারাপ হবারও সম্ভাবনা থাকে না। কাপড়ে অংকিত চিত্রকে নবী করীম সঃ হারাম বলেন। তাই এর চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় কাজের জন্য ক্যামেরায় ওঠানো ছবি হারাম গণ্য হতে পারে না।

প্রতিকৃতি ও ছবি নির্মাতার ব্যাপারে সারকথা

এ আলোচনার সারকথা হলো ঃ (১) আল্লাহ ছাড়া মানুষের মনগড়া উপাস্যদের দেবতা বা মূর্তিরূপে গৃহীতদের ছবি ও প্রতিকৃতি সবচেয়ে

১. হারানো লোকের ছবি সুপারিশ

www.pathagar.com

বড়ো হারাম। এর গোনাহ অমার্জনীয়। খৃস্টানদের মাবুদ, তাদের মতে হযরত মসিহ ও তার মা মেরীর ছবি এর বড়ো উপমা। এ ধরনের ছবি উঠানো সরাসরি কুফরী। জেনেশুনে ইচ্ছা করে কেউ এ ধরনের ছবি নির্মাণ করলে সে কাফির হয়ে গেলো। নির্মাতা, ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনকারী সবাই আনুপাতিক হারে গোনাহগার হবে।

(২) এর চেয়ে কম গুনাহ হবে ওদের—যারা কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতি নির্মাণ করে। যার পূজা করা না হলেও তাদের স্মৃতি স্তম্ভ প্রতিকৃতি নির্মাণ করে খোলা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। যেমন কোনো দেশের রাজা, বাদশাহ, বড়ো নেতা, ডিক্টেটর ইত্যাদি। প্রতিকৃতিটা গোটা দেহের হোক কি অর্ধেক। তাতে গোনাহর তারতম্য হবে না।

(৩) আরো কম গুনাহ হলো এমন লোকদের প্রতিকৃতি নির্মাণ, যাদেরকে সম্মান দেখানো হয় না। কিন্তু এরপরও তা নির্মাণ হারাম। তবে বাচ্চাদের জন্য বানানো খেলনা ও মিঠাই মণ্ডার প্রতিকৃতি, যা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে ভেঙে ফেলা হয়, খেয়ে ফেলা হয় সুতরাং তা হারাম নয়।

(৪) কাগজ, কাপড়, পর্দা, প্রাচীর, মেঝে, মঞ্চ ও মুদ্রার পিঠের ছবি অর্থাৎ শৈল্পিক ছবির প্রশ্ন আসে এরপরে। যেসব ব্যক্তিদের ছবি যাদের সম্মান দেখানো হয়। যেমন শাসক, জননেতা, রাষ্ট্র বা দেশের প্রতিষ্ঠাতা প্রমুখের ছবি। এসব ছবি যদি কোথাও স্থাপন করে বা ঝুলিয়ে দেয় তাতে হারামের মাত্রা আরো বেশী ও তীব্র হয়ে দেখা দেয়। যদি এরা যালিম, ফাসিক, মুরতাদ, নাস্তিক ধরনের লোকের ছবি হয়, তাহলে এসব লোকদের প্রতি সম্মান দেখানো ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতকে নির্মূল নিশ্চিহ্ন করে ফেলার অপরাধ।

(৫) যেসব ছবি দেহসম্পন্ন ও অঙ্গ সৌষ্ঠব বিশিষ্ট হয়, এসব ছবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় না। স্মৃতিবিজড়িত বিলাসিতার পরিচায়ক। এসব ছবিযুক্ত কাপড় দিয়ে দরজার পর্দা লাগানো, দেয়াল আবৃত করাসহ এ ধরনের ছবি মাকরূহ।

(৬) প্রাকৃতিক ছবি অর্থাৎ অপ্রাণীর ছবি। যেমন গাছ-পালা, নদী-সাগর, পাহাড়-পর্বত, চাঁদ-সুরুজ ইত্যাদি নৈসর্গিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি বানানো ও সংরক্ষণ কোনোটাতেই গোনাহ নেই। শর্ত হলো এসব করা যেনো আল্লাহর স্মরণ হতে গাফিল না করে। অথবা বিলাসিতার নেশায় না পড়ে। অন্যথায় মাকরূহ।

www.pathagar.com

(৭) এবার ক্যামেরায় ওঠানো ফটো। ফটো ওঠানো মূলত 'মুবাহ'। এ কাজের উদ্দেশ্য যদি কোনো হারাম না হয়। অর্থাৎ এ লোকের ছবি তার ধর্মীয় মর্যাদা ও বিশেষ পবিত্রতা ও জাগতিক সম্মান প্রদর্শনের জন্য না হয়। অথবা সে ব্যক্তি যদি কাফির মুশরিক হয়, যদি সে মূর্তি পূজারী বা কমিউনিস্ট অথবা পথভ্রষ্ট কোনো শিল্পী হয় তাহলে এ ফটো ওঠানো জায়েয নয়, হারাম।

(৮) সব শেষে কথা হলো হারাম উদ্দেশ্যে নির্মিত প্রতিকৃতি ও ছবি বিকৃতি করে দেয়া হলে অথবা হীন ও লাঞ্ছিত বানিয়ে দেয়া হলে, যে কারণে তা তৈরী হয়েছিলো সে উদ্দেশ্য পূরণ হলো না। তখন তা হারামের শ্রেণী থেকে বের হয়ে হালাল হয়ে গেলো। যেমন বিছানার চাদরে বা মেঝেতে অংকিত চিত্র, ছবি, যা পা বা জুতা দিয়ে পিষে দলিত মথিত ধরনের কাজ করে রাখা হয়।

কুকুর পালা

প্রয়োজনে কুকুর পালার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। শিকার করার উদ্দেশ্যে কুকুর পালা, ক্ষেতখামার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুকুর পালা, গৃহপালিত পশুর পাহারাদারীর জন্য কুকুর পালা জায়েয। প্রিয় নবী সাঃ বলেছেন ঃ

مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا اِلاَّ كَلْبُ صَيْدٍ اَوْ زَرْعٍ اَوْ مَاشِيَةٍ اِنْتَقَصَ مِنْ اَجْرِهٖ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ۔ بخارى، مسلم

"যে ব্যক্তি শিকার বা ক্ষেতখামারের পাহারাদারী, বাড়ী বা পশুর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজে কুকুর পালবে প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে এক কীরাত পরিমাণ নেক আমল কমে যাবে।"

এ হাদীস থেকে কোনো কোনো ফকীহ কুকুর পালাকে নিষেধ মনে করেছেন। তবে নিষেধ অর্থ হারাম নয় মাকরূহ। যদি হারামই হতো সব অবস্থায়ই হারাম হতো। কুকুর পালা সবসময়ই পরিহার করে চলতে হতো। নেক আমল না কমলেও।

অপ্রয়োজনে ঘরে কুকুর পালতে নবী করীম সঃ নিষেধ করেছেন। কিন্তু এই নিষেধ করার অর্থ এই নয় যে, কুকুরের সাথে নির্মম নিষ্ঠুর আচরণ করবে। অথবা কুকুর সব মেরে ফেলতে হবে। নবী করীম সঃ বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

لَوْلَا اَنَّ الْكِلَابَ اُمَّةٌ مِنَ الْاُمَمِ لَاَمَرْتُ بِقَتْلِهَا - ابوداؤد، ترمذى

"কুকুর আল্লাহর অনেক প্রজাতির মাঝে সৃষ্ট একটি প্রজাতি যদি না হতো, তাহলে আমি তা হত্যা করার নির্দেশ দিতাম।"

কুরআনেও সূরা আল আনআমের ৩৮ আয়াতে এ দিকেই ইঙ্গিত দিয়ে বলেছে ঃ

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ -

"পৃথিবীতে বিচরণশীল যত পশু ও যত পাখী তাদের দুই ডানায় ভর দিয়ে উড়ে বেড়ায়। ওরা সবই তোমাদের মতো ভিন্নভিন্ন সৃষ্ট এক একটি প্রজাতি।"–সূরা আল আনআম ঃ ৩৮

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁর সাহাবীদের সামনে এক লোকের কাহিনী বর্ণনা করে বলেছেন, "লোকটি মরুভূমিতে একটি কুকুর দেখতে পেলো। কুকুরটি জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছিলো, পিপাসার তাড়নায় মাটি চাটছিলো। এ অবস্থা দেখে লোকটি কূয়ার কাছে গিয়ে বালতি দিয়ে পানি তুলে কুকুরটিকে পানি পান করিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করে দিলো। তার এ কাজে আল্লাহ খুশী হয়ে তার গোনাহ মাফ করে দিলেন।"

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টসৃষ্টির জীবন ধারণের সব ব্যবস্থা ও একে কাজে-লাগাবার যথাযোগ্য ক্ষেত্র সৃষ্টি করে রেখেছেন। কোনো সৃষ্টিকেই তার সীমা অতিক্রম করার অনুমতি দেননি। অপ্রয়োজনীয় কাজে লাগাবারও তিনি কোনো অনুমতি দেননি। তাই নবী করীম সঃ কুকুরও অপ্রয়োজনে পালতে নিষেধ করেছেন।

কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, দুনিয়ায় এমন কিছু কুরুচি সম্পন্ন লোক আছে যারা কুকুর পালনেও সীমা ও মার্জিত রুচির সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কুকুর পালনে দুহাতে অর্থ ব্যয় করে ; কিন্তু অসংখ্য দুর্দশাগ্রস্ত মানব সন্তানের উপকারে এক টাকা ব্যয় করতেও কুণ্ঠাবোধ করে। নিজের আত্মীয়স্বজনের প্রতি মনের আকর্ষণ অনুভব করে না, কিন্তু কুকুরের জন্য ভাবাবেগে অনেক কিছু করে ফেলে। প্রতিবেশীর প্রয়োজনের প্রতি কদাচিত লক্ষ্য করে না, কিন্তু কুকুরের জন্য জীবনপাত করে। এসব ঘৃণ্য আচরণ। প্রয়োজন ছাড়া কুকুর পালা যাবে না।

www.pathagar.com

কুকুর পালনে রসূলের অভিমত ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান

বিগত আলোচনায় আমরা 'কুকুর পালন' সম্পর্কে রসূলে করীমের বক্তব্য অবগত হয়েছি। বিশেষ অবস্থার প্রয়োজনে তিনি কুকুর পালতে অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু ঘরবাড়ীতে তা পালতে নিরুৎসাহিত এমনকি নিষেধ করেছেন। কুকুরের প্রেমে অন্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতা ইসলামের এ দৃষ্টিকোণ বুঝতে ব্যর্থ হলেও বর্তমান আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান রসূলুল্লাহ সঃ-এর অভিমতেরই প্রতিধ্বনী করছে। পাশ্চাত্য দেশে কুকুর শুধু লালন-পালন করেই তৃপ্ত হচ্ছে না এর সাথে সাথে বরং খেলাধুলা করে, একে চুমু খায়। কুকুর বাড়ীর সকলের হাত চাটে। অনেক সময় মালিকের উদ্বৃত্ত খাবার নিজেদের থালাতেই কুকুরকে খেতে দেয়।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মতে কুকুরের সাথে এভাবে মেলামেশা হাস্যরস করলে জীবনের উপর অনেক বিপদও ঘনীভূত হয়ে আসতে পারে। পরে এজন্য অনেক মাশুলও দিতে বাধ্য হয়। কুকুরের দেহে এমন অনেক বিষাক্ত জীবাণু রয়েছে যা অবাধ মেলামেশার ফলে মানুষের দেহে দুরারোগ্য ব্যাধির জন্ম দেয়, যার চিকিৎসা হয় না। কত লোক যে এভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে, তা বলে শেষ করা যায় না।

কুকুরের জীবাণু মানুষের দেহের বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ করে। কলিজায় এ ধরনের জীবাণু প্রবেশ করে নানা রোগে আত্মপ্রকাশ করে। ফুসফুসে, ডিম্বে, তিল্লিতে, গুর্দায় ও মস্তকের ভিতরে প্রবেশ করে। এতে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। তা চিকিৎসা বিশেষজ্ঞগণ নির্ণয়ও করতে পারছেন না।

এসব বিষাক্ত জীবাণু হতে বাঁচতে হলে মানুষকে কুকুরের সাথে মাখামাখি, গলাগলি, চুমাচুমি বন্ধ করতে হবে। কুকুরকে ধারে কাছে বেশী ঘেষতে দিবে না। বাচ্চাদেরকে কুকুর থেকে সরিয়ে রাখতে হবে। কুকুরের খাবারের পাত্র একেবারেই পৃথক থাকতে হবে। এদের বিচরণ ক্ষেত্র ছেলেমেদের নাগাল থেকে দূরে রাখতে হবে।

এখন চিন্তা করে দেখুন দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোনো কুকুর পালতে নিষেধ করেছেন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে রাসূলের কথার কতো সাযুজ্য ও মিল। দুনিয়ার সব ব্যাপারেই যেনো মুসলমানরা দীনের হুকুম মেনে চলতে পারে এ কামনা করছি কায়মনোবাক্যে।

www.pathagar.com

৮

উপায় উপার্জন ও পেশা

মানুষের মৌলিক মানবীয় চাহিদার অন্যতম হলো জীবিকার জন্য আয় উপার্জন করা। জীবন ধারণের জন্য এটা মৌলিক প্রয়োজন। তাই আল্লাহ তাআলা কুরআনে সূরা আল জুমআর ১০ আয়াতে বলেছেন ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ -

"নামায সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পরে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো। আর আল্লাহর ফজল অর্থাৎ রিযিকের অনুসন্ধান করো।"

এখানে আল্লাহর বান্দার অবশ্যম্ভাবী দায়িত্ব হলো তাঁর বন্দেগী করা। তাই আগের আয়াতেও নামাযের আহ্বানের সাথে সাথে সব ত্যাগ করে নামায আদায়ের জন্য চলে যেতে বলা হয়েছে। নামায শেষ করার পর আল্লাহ অনুমতি দিলেন এবার রিযিকের সন্ধানে ছড়িয়ে পড়তে পারো। অর্থাৎ রিযিক নিজে নিজে তোমার কাছে আসবে না। এজন্য সময় বের করে কাজে নামতে হবে, চেষ্টা-সাধনা করতে হবে।

কর্মক্ষম লোকের জন্য কর্মহীনভাবে বসে থাকা হারাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لاَتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِىْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ - ترمذى

"ধনী লোকের দান খয়রাত গ্রহণ করা জায়েয নয়। আবার সামর্থবান লোকের জন্যও ভিক্ষার হাত বাড়ানো উচিত নয়।"

কোনো মুসলমান কারো সামনে ভিক্ষার হাত বাড়াতে পারে না। এতে তার চেহারার সজীবতা বিলীন হয়ে যায়।

শ্রম সম্মানজনক পেশা। কৃষিকাজও উপার্জনের উত্তম পথ। তবে হারাম কাজের কৃষি উৎপাদন হারাম, যেমন গাজা আফিম ইত্যাদি।

সূরা আল মুলকের ১৫ আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ط -

"সেই আল্লাহই তোমাদের জন্য যমীনকে তোমাদের অধীন বানিয়ে দিয়েছেন। তোমরা এ যমীনের বুকের উপর চাষাবাদের কাজ করো। আর তার রিযিক খাও।"–সূরা আল মুলক ঃ ১৫

www.pathagar.com

ভিক্ষাবৃত্তি খারাপ কাজ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لاَتَزَالُ الْمَسْئَلَةُ بِاَحَدِكُمْ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ وَلَيْسَتْ فِىْ وَجْهِهٖ مُضْغَةُ لَحْمٍ۔

"যে লোক নিজেকে ভিক্ষার কাজে অভ্যস্ত করে। আল্লাহর কাছে সাক্ষাতের সময় তার মুখে এক টুকরা গোশতও থাকবে না।"

তবে কাউকে অসহায় দীনহীন অবস্থায় কারো কাছে ভিক্ষার হাত যদি বাড়াতে হয় তাহলে তা ভিন্ন কথা। একান্ত অপরিহার্য হলে তা করতে পারবে। স্বনির্ভর হবার জন্য হাত পাতা ছেড়ে দৈহিক শ্রম করতে হবে। নিজের পরিশ্রম লব্ধ অর্থের চেয়ে উত্তম অর্থ আর নেই।

শ্রম সম্মানজক কাজ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি রশি নিয়ে জঙ্গলে যায়, নিজের মাথায় কাঠের বোঝা বহন করে নিয়ে আসে, তা বিক্রি করে আয় উপার্জন করে। ফলে তার ইয্যত আল্লাহ রক্ষা করে দেবেন। লোকদের কাছে হাত পাতার তুলনায় একাজ অনেক ভালো ও কল্যাণকর। কারণ লোকেরা ভিক্ষা চাইলে তাকে দেবে কি দেবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।"

তাই মুসলমানদের উচিত ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করা। কৃষি, ব্যবসা, শ্রম, শিল্প এ ধরনের যে কোনো কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা। হারাম কাজে জড়িত না হয়ে চাকুরি বাকুরি করেও উপার্জন করা উত্তম।

কৃষিকাজ করে উপার্জন

মানুষের প্রতি অপার অনুগ্রহের উল্লেখ করে মহান আল্লাহ কৃষিকাজ সংক্রান্ত অনেক নীতিগত জরুরী দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

আল্লাহ সূরা নূহের ১৯-২০ আয়াতে বলেছেন ঃ

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ○ لِتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجًا ○

"আল্লাহ যমীনকে তোমাদের জন্য শয্যা ও মেঝে বানিয়ে দিয়েছেন। যাতে তোমরা তার উপর অবস্থিত খোলা পথঘাটে চলাচল করতে পারো।"–সূরা নূহ ঃ ১৯-২০

www.pathagar.com

সূরা আর রহমানের ১০-১৩ আয়াতে বলেছেন ঃ

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ○ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ○ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ○ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ ـ الرحمن : ١٠-١٣

"যমীনকে তিনি তাঁর সৃষ্টিকুলের জন্য বানিয়েছেন। তাতে সব রকমের সুস্বাদু ফল খেজুর গাছ রয়েছে। এর ফল আবরণে আচ্ছাদিত। হরেক রকমের শস্য এতে উৎপাদিত হয়। দানা হয়। অতএব হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করতে পারো ?"–সূরা আর রহমান ঃ ১০-১৩

সূরা আল আনআমের ৯৯ আয়াতে এসেছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْۤ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ج فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ج ـ الانعام : ٩٩

"তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। পরে এর দ্বারা সব রকমের উদ্ভিদ গাছপালা উৎপাদন করেছি। তাতে সবুজ-শ্যামল তর-তাজা শাখা-প্রশাখা বের করেছি। তা থেকেই আমি স্তরে স্তরে দানা বের করি।"–সূরা আল আনআম ঃ ৯৯

এভাবে মাটি থেকে চাষাবাদের মাধ্যমে অনেক উৎপাদনের কথা আল্লাহ কুরআন পাকে উল্লেখ করেছেন। এভাবে যমীনকে ব্যবহার করে চাষাবাদের মাধ্যমে আয় উপার্জন করার কথা আল্লাহ বলে দিয়েছেন, হাদীসেও এসবের উল্লেখ রয়েছে।

শিল্প কাজ করে উপার্জন

কৃষি কাজে উৎসাহ দেয়ার সাথে সাথে শুধু এ কাজেই নিমগ্ন থাকলে চলবে না। নবী করীম সঃ কৃষি কাজের সাথে শিল্প-বাণিজ্যের পেশাও বলে দিয়েছেন। এসব কাজের মাধ্যমে সচ্ছল, স্বচ্ছন্দ জীবন গড়া সম্ভব। এতে রাষ্ট্রীয় অনেক বড়ো বড়ো প্রয়োজনও পূরণ হতে পারে।

কুরআন পাকের সূরা আস্ সাবার ১০-১১ আয়াতে শিল্পকর্মের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। হযরত দাউদ আঃ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ○ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ ـ سبا : ١٠-١١

www.pathagar.com

"আমরা তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছি। হুকুম দিয়েছি বর্ম তৈরী করো এবং এর কড়াগুলো ঠিক পরিমাণ মতো বানাও।"

সূরা আস্ সাবার ১২-১৩ আয়াতে হযরত সুলায়মান আঃ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَاَسَلْنَا لَه عَيْنَ الْقِطْرِ ط وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ط وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ○ يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ط اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ط

"আর আমি তার জন্য তামার ঝর্ণা প্রবাহিত করেছি, এমন জ্বিন তার নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দিয়েছি, যারা তাদের রবের নির্দেশে তার সামনে কাজ করতো। তাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করতো তাকে আমি জ্বলন্ত আগুনের আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাতাম। তারা তার জন্য তাই নির্মাণ করে দিতো সে যা চাইত। উঁচু উঁচু প্রাসাদ, ইমারাত, প্রতিকৃতি, বড়ো বড়ো পানির হাউজ—থালার মতো এবং নিজের জায়গায় শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত বড়ো বড়ো ডেগ। হে দাউদের লোকেরা! শোকর করার নিয়মে কাজ করতে থাকো।"–সূরা আসসাবা ঃ ১২-১৩

কুরআনে যুলকারনাইনের শিল্পকৌশল, সুউচ্চ সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণের কথারও উল্লেখ হয়েছে। সূরা আল কাহফের ৯৫-৯৭ আয়াতে ও সূরা আশ্ শূরার ৩২ আয়াতে হযরত নূহ আঃ-এর নৌকা নির্মাণের শিল্প কৌশলের উল্লেখ হয়েছে। সূরা আল হাদীদে বলা হয়েছে, "আমি লোহা সৃষ্টি করেছি। এতে কঠিন শক্তি নিহিত রয়েছে ; এতে আছে জনগণের জন্য অসীম অশেষ কল্যাণ।"

এসব আয়াত থেকে বুঝা যায়, শিল্প কলা-কৌশলের উপর ইসলাম কতো গুরুত্ব আরোপ করেছে। এসব কাজও "আমলে সালেহ"-এর মধ্যে গণ্য। যদি যে নৈপুণ্য ক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জন করতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে সেভাবে শিল্প-জাত কাজ করা হয়।

মানব সমাজের কতো নগণ্য হীন বিবেচিত পেশাকে ইসলাম মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। সমাজের লোকেরা রাখালকে সম্মানের চোখে দেখতো না। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَا بَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ-

www.pathagar.com

"আল্লাহর পাঠানো সব নবী ছাগল চরিয়েছেন।" এমন কি শেষ নবী নিজেও।

ইসলামে হারাম কাজ ও পেশা

কিছু কিছু কাজ ও পেশা ইসলামে মুসলমানদের জন্য হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এসব কাজ আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র, মান-মর্যাদা ও সাংস্কৃতিক মূল্যমানের দৃষ্টিতে খুবই ঘৃণিত ও ক্ষতির কারণ। বেশ্যাবৃত্তি, যৌনকর্ম, ভাস্কর্য, প্রতিকৃতি ও ক্রুশ নির্মাণ, মাদক জাতীয় দ্রব্য জ্ঞানবুদ্ধি বিলোপ করে দেবার মতো দ্রব্য তৈরী ইসলামে হারাম।

ব্যবসা বাণিজ্য করে আয় করা

ইসলাম ব্যবসা বাণিজ্য করে আয় করার উপরও বেশ গুরুত্ব দিয়েছে। সূরা আল মুয্যাম্মিলের ২০ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ز ـ المزمل : ٢٠

"কিছু লোক আল্লাহর ফযলের সন্ধানে বিদেশে সফর করবে। আর অন্য কিছু লোক আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে।"

সামুদ্রিক পথে জলযান দিয়েও বহির্বিশ্বে যোগাযোগ ও যাতায়াত এবং ব্যবসা বাণিজ্য করার সুযোগ আল্লাহ দান করেছেন। সূরা আল ফাতিরের ১২ আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ـ

"আর তোমরা দেখতে পাও এ পানিতেই নৌকাগুলো এর বুক চিরে চলে যাচ্ছে। যাতে তোমরা আল্লাহর ফযল তালাশ করো। তাঁর শোকর আদায় করো।"

সূরা আল বাকারার ১৯৮ আয়াতে আরো বলা হয়েছে ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ ط ـ البقرة : ١٩٨

"তোমরা হজ্জ সমাপনকালে যদি তোমাদের আল্লাহর কাছ থেকে তার ফযল পেতে চাও তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই।"

ইসলামের ইতিহাসে নবী-রসূলগণকেও আমরা দেখতে পাই ব্যবসা-বাণিজ্য করেই জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেছেন। শেষ নবীর সাহাবীগণও

www.pathagar.com

ব্যবসা-বাণিজ্য করে আয়-উপার্জন করেছেন। হযরত আবু বকর ও ওসমান রাঃ ব্যবসা-বাণিজ্য করে ঘর-সংসার পরিচালনা করেছেন।

তাই ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে রুজি-রোজগার ও আয়-উপার্জন করা ইসলামে হালাল ব্যবসার অন্তর্গত।

হারাম ব্যবসা করে উপার্জন

ইসলামে ব্যবসা হালাল। হারাম নয়। তবে যে ব্যবসায় যুল্‌ম আছে, ধোঁকাবাজী আছে, প্রতারণা আছে, আছে ঠকবাজী, মুনাফাখোরী, নিষিদ্ধ জিনিস ক্রয়-বিক্রয় ও উৎপাদন—এসব অবশ্যই হারাম। এভাবে মদের ব্যবসা, মূর্তি বা প্রতিকৃতি অথবা এ ধরনের কোনো ব্যবসা অবশ্যই হারাম ও নিষিদ্ধ। এসব কাজের প্রতি ইসলামের কোনো সমর্থন নেই। হারাম পথের উপার্জন খেলে দেহের গোশত বাড়বে, কিন্তু এ দেহ হবে জাহান্নামের ইন্ধন। এসব হারাম জিনিসের ব্যবসায়ীগণ সত্যবাদী ও নির্ভরশীল নয়।

তবে সোনা ও রেশমের ব্যবসা হারাম নয়। এদুটি জিনিস পুরুষের জন্য হারাম হলেও মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ হালাল।

চাকুরি বাকরি করে আয় রোজগার

চাকুরি করে আয় রোজগার করাও দুনিয়ার একটা সাধারণ ও স্বাভাবিক নিয়ম। চাই তা সরকারী হোক কি বেসরকারী। চাকুরি করতে যতোদিন সমর্থ হবে, করবে। চাকুরি বিধি অনুযায়ী সময়নিষ্ঠা ও ন্যায়নিষ্ঠার সাথে চাকুরি করতে হবে। তাহলে এ চাকুরির উপার্জন হালাল হবে। যে চাকুরির যোগ্যতা নেই সে চাকুরির প্রার্থী হওয়াও ঠিক নয়।

হারাম চাকুরি

এতক্ষণ হালাল চাকুরির ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। এ চাকুরি মুসলিম জনসাধারণের জন্য কল্যাণকর হবে, ক্ষতির কারণ অবশ্যই হবে না, মুসলমানদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করবে না। কিন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কোনো সেনাবাহিনীতে চাকুরি করা কোনো মুসলমানের জন্য হালাল নয়। এভাবে যে প্রতিষ্ঠান বা শিল্পকারখানা বা অস্ত্র ফ্যাক্টরীতে মুসলিম জাতির বিপক্ষে লড়াই করার জন্য সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্র নির্মাণ করা হয় এমন প্রতিষ্ঠানে কোনো মুসলমানের চাকুরি করা হারাম।

www.pathagar.com

ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে প্রচার প্রপাগাণ্ডা চালাবার মতো প্রতিষ্ঠান বেতার, টি. ভি. সহ সকল মিডিয়াতে চাকুরি করা একজন মুসলমানের পক্ষে জায়েয নয়। এভাবে যুলুম বা হারাম কাজ কারবারে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় চাকুরি নেয়া হারাম। কোনো সুদী কারবারের প্রতিষ্ঠান, সুদী ব্যাংক, মদ উৎপাদনের কারখানা, মদ বিক্রির দোকান, নৃত্যশালা, নাইট ক্লাব, ছায়াছবি নির্মাণ ধরনের প্রতিষ্ঠানে চাকুরি নেয়া হালাল হতে পারে না। এসব জায়গায় চাকুরি গ্রহণকারী তো কোনো পাক-পবিত্র কাজের বেনিফিসিয়ারী নয়—একথা বলে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। হালাল উপায়ে চাকুরি করার কোনো পথ না থাকলে ভিন্নকথা। তখন কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে চাকুরি করতে হবে। হালাল রুজি রোজগার করতে পারার চাকুরির অনুসন্ধানে লেগে থাকতে হবে, সন্দেহপূর্ণ কাজ থেকে মুসলমানদেরকে দূরে থাকতে হবে। সন্দেহ-সংশয়পূর্ণ কাজে বিরাট অংকের উপার্জন হলেও মুসলমান তা পরিহার করার চেষ্টা করবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

دَعْ مَايُرِيْبُكَ اِلٰى مَالاَ يُرِيْبُكَ - احمد، ترمذى، نسائى

"যা সন্দেহ-সংশয়ে ফেলে তা ছেড়ে দিয়ে যে কাজ তোমাকে সন্দেহে ফেলে না তার দিকে যাবে।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ

لاَيَبْلُغُ عَبْدُ دَرَجَةَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالاَ بَأْسَ بِهٖ حَذَرًا مِمَّابِهٖ بَأْسٌ -

"যে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে তা বাদ দিয়ে যাতে সন্দেহ নেই তা যতোক্ষণ না ধরবে ততক্ষণ মানুষ মুত্তাকীর স্তর পেতে পারে না।"–তিরমিযী

কাজেই একজন মুসলমানের পক্ষে চাকুরি গ্রহণের সময় বাচবিচার করে হালাল চাকুরি গ্রহণ করা উচিত।

উপায় উপার্জনের ব্যাপারে সাধারণ নিয়ম হলো, যে কোনোভাবে যে কোনো পথে একটা চাকুরী সংগ্রহ করে নেবার চেষ্টা করলেই চলবে না। ইসলাম তা জায়েয করেনি। বরং ইসলাম বলে উপায় উপার্জনের ব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসা করবে। আর রিযিকের সন্ধানে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

সূরা আত তালাকের ২-৩ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ○ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ط وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ط ـ الطلاق : ٢ـ٣

"যে লোক আল্লাহকে ভয় করে কাজ করবে আল্লাহ তার জন্য অসুবিধাজনক অবস্থা হতে সুবিধাজনক অবস্থার কোনো না কোনো পথ অবশ্যই বের করে দেবেন। আর তাকে এমন উপায়ে রিযিক দেবেন যে উপায় সম্পর্কে তার ধারণাও ছিলো না। যে লোক আল্লাহর উপর ভরসা করবে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"-সূরা তালাক ঃ ২-৩

কাজেই আয় উপার্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহর উপর ভরসা করে জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য হালাল উপায় বের করতে হবে। উপার্জনের হারাম পথ ও পন্থা যথাসম্ভব পরিহার করে চলতে হবে।

❐

www.pathagar.com

৯

কামনা বাসনার সীমা

মানুষ সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ তাআলার একটি সুসামঞ্জস্যশীল বিজ্ঞানসম্মত ও পরীক্ষামূলক কৌশলী পরিকল্পনা রয়েছে। মানুষ এ দুনিয়ায় তাঁর পরিকল্পনার আলোকে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করবে। মানুষের দ্বারা এ দুনিয়া আবাদ করাও আল্লাহর পরিকল্পনার অন্তর্গত। তা-ই খেলাফতের দায়িত্ব পালনের শামিল। আল্লাহর এ পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দেবার জন্য মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও তাদের বংশধারা অব্যাহত রাখার প্রয়োজন। এ ধারা অব্যাহত থাকলেই মানুষ খেলাফতের দায়িত্ব পালনসহ জীবন-জীবিকার জন্য চাষাবাদ করতে পারে, শিল্পপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে পারে, পরিবর্তনশীল দুনিয়ার সময়োপযোগী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করতে পারে। মোটকথা এ বিশ্ব আবাদ, মানবজাতি ও মানব সমাজের প্রতিষ্ঠা আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালন করে আল্লাহর হক আদায় করতে পারে।

আল্লাহর পরিকল্পনার এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আল্লাহ মানুষের স্বভাব চরিত্রে ও মেজাজে কতগুলো চাহিদা, কামনা-বাসনা, আগ্রহ-আকর্ষণ, মনোবৃত্তি জন্মসূত্রেই বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। এগুলোই হলো মানব সমাজ পরিচালিত হবার মূল ভিত্তি। এ নিয়মে মানুষ চলতে বাধ্য।

এসবের প্রথম হচ্ছে মানুষের খাবার গ্রহণের বাসনা। এ বাসনা বা ইচ্ছায়ই মানুষ খাবার জন্য এগিয়ে আসে। খাবার কারণেই মানুষ জীবনে বেঁচে থাকে, বেঁচে থাকা সম্ভব হয়। তা নাহলে মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না।

আর দ্বিতীয়টি হলো মানুষের যৌন চাহিদা। আদম সন্তানের যৌন কামনা বাসনার জন্যই মানব বংশধারা জারী আছে ও থাকবে। মানুষের স্বভাব প্রকৃতিতে নিহিত এ বাসনা খুবই শানিত ও শক্তিশালী। কোনো কোনো সময় একে নিয়ন্ত্রণেও রাখা যায় না। মানুষ তাই এ জায়গায় নীচের উপায়গুলোর যে কোনো একটি পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়।

যৌন বাসনায় মানুষের অবস্থান

প্রথমতঃ হয় মানুষ তার যৌন বসানার দুয়ার খুলে ফেলবে। যা ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা কামনা-বাসনা পূরণ করবে, নিয়ন্ত্রণ মানবে না, সংযম রক্ষা

www.pathagar.com

করবে না, কোনো ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের প্রতি লক্ষ্য করবে না, সামাজিক ও নৈতিক বাধা উপেক্ষা করে চলবে। এদের পক্ষে সবকিছুই করা সম্ভব। কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। কোনো নীতি নৈতিকতায়, ধর্মীয় ধারায় ও পূত-পবিত্রতায় এরা বিশ্বাসী নয়। তাদের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার নীতি মানব সমাজকে জন্তু জানোয়ারের স্তরে নামিয়ে দেয়। ফলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে বিপর্যয় ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। যার বিষফল আজ পাশ্চাত্য জগত ও সমাজ ভোগ করছে। এ স্রোত দ্রুত বয়ে এসে আমাদের দেশকেও গ্রাস করছে।

দ্বিতীয় অবস্থান ও পদক্ষেপ হতে পারে—এ মানসিক কামনা-বাসনা ও স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করা, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে একে প্রতিহত ও দমন করা এ বাসনা যেন মনে জেগে উঠতে না পারে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা। এ ভূমিকা পালন করতে পারে, কৃচ্ছ্রসাধনকারীরা, বৈরাগ্যবাদীরা ও তারা যারা নিজেদেরকে সবকিছু থেকে বঞ্চিত রাখার আদর্শে বিশ্বাসী। তাদের এসব পদক্ষেপে যৌন ক্ষুধার মতো এ স্বভাবগত ঝোঁক প্রবণতাটাই হ্রাস পেয়ে যায়, এমন কি শেষও হয়ে যায়। তাদের অবলম্বিত এ পদক্ষেপে জন্মগতভাবেই যে স্পৃহা ও আকর্ষণ নিহিত রাখা হয়েছিলো তা একেবারেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এ ব্যবস্থা মানবপ্রকৃতিতে নিহিত স্বাভাবিক স্পৃহার পরিপন্থী। এ পদক্ষেপ মানববংশ বিস্তৃতি ও রক্ষায় অবদান রাখতে অক্ষম। তাই এ অবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় না।

তৃতীয় পদক্ষেপ বা অবস্থান হলো—এ যৌনস্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য একটা নিয়মনীতি ও নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন করা। যৌনস্পৃহা নিবারণ এ নিয়মনীতি ও নিয়ন্ত্রণের আওতায় স্বাধীন ও উন্মুক্ত থাকবে। একে নির্মূল ও নিধনও করা যাবে না, আবার পাগল-উন্মাদের মতো সীমা ছাড়িয়ে যেতে প্রশ্রয়ও দেয়া যাবে না। ইসলাম আসমানী কিতাবের দিকনির্দেশনায় এ মধ্যপন্থার নীতিই গ্রহণ করেছে। এখানে যৌনাচারের স্বেচ্ছাচারিতা ও ব্যভিচার বা জিনা হারাম করা হয়েছে। আবার বিয়ের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনে যৌনস্পৃহা নিবারণের ব্যবস্থাকে হালাল করে দিয়েছে। সমাজে এরা মাথা উঁচু করে বিচরণ করে, আর অবাধ যৌনাচারীরা বা ব্যভিচারীরা অপরাধীর মতো চলে। হালাল যৌনস্পৃহাভোগীরা মানব বংশধারা জারী রাখার সুখকর ব্যবস্থায় নিমগ্ন। আর ওরা মানব বংশধারা জারী রাখার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে দায়দায়িত্বহীন হয়ে ভবঘুরে হয়ে বেড়াচ্ছে।

www.pathagar.com

বলার আর অপেক্ষা রাখে না, ইসলাম প্রদর্শিত ও অবলম্বিত নীতি ও দিকনির্দেশনা একটা সুশীল সুন্দর শান্তিময় ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে কতো ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা। এজন্যই ইসলাম বিবাহকে করেছে সহজ ও সাবলীল, জিনা ব্যভিচারের কাজকে করেছে ঘৃণ্য, নিন্দনীয় ও কঠিন। ইসলামের এ পথই শান্তির পথ, সমৃদ্ধির পথ, সভ্যতা ও মার্জিত রুচির পথ। সূরা বনী ইসরাঈলের ৩২ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى ـ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَاءَ سَبِيْلًا ـ بنى اسرائيل : ٣٢

"তোমরা জিনার ধারে কাছেও যাবে না। জিনা খুবই নির্লজ্জ কাজ, খুবই নিন্দনীয় পথ।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩২

জিনা ও ব্যভিচারের অশুভ অরুচিকর সম্ভাবনার দ্বার রুদ্ধ করার জন্যই ইসলাম পর্দার ব্যবস্থা করেছে। পর্দা লংঘন ও বেহায়াপনা বেলেল্লাপনাই আজকের দেশেদেশে নারী নির্যাতনের প্রথম ও প্রধান কারণ।

তাই ইসলাম মুহাররাম মহিলা ছাড়া ভিন্ন মহিলার সাথে নিভৃতে একাকী সাক্ষাত করাকে হারাম করে দিয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَاَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا ـ فَاِنَّ ثَالِثُهَا الشَّيْطَانِ ـ مسند احمد

"আল্লাহ ও পরকালের প্রতি যার ঈমান আছে, সে যেনো কোনো নারীর সাথে মুহাররাম পুরুষ বা নারী না থাকা অবস্থায় নিভৃতে একাকীত্বে মিলিত না হয়। কারণ এসব সময়ে ঐ দুজনের সাথে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে হাজির থাকে শয়তান। আর শয়তানের চক্রান্ত তো সকলেরই জানা।"–মুসনাদে আহমাদ

সাধারণ মহিলা তো সাধারণ মহিলা। রসূলের স্ত্রীদের সম্পর্কেই সূরা আল আহ্যাবের ৫৩ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ط ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ط ـ الاحزاب : ٥٣

"তোমরা যদি নবীর স্ত্রীদের কাছে কোনো জিনিস চাও, তাহলে তা পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। তোমাদের ও তাদের অন্তর পূতপবিত্র রাখার জন্য এটা এক উত্তম ব্যবস্থা।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৫৩

www.pathagar.com

সমাজে বিরাজিত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলেই এর অন্তরনিহিত অর্থ বোধগম্য হবে। এ পর্যায়ে রসূলুল্লাহ সঃ স্বামীর নিকটাত্মীয়ের সাথে স্ত্রীর অবাধ ও ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করতে নিষেধ করেছেন। স্বামীর সকল ধরনের চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই, মামাতো ভাই, ফুফাতো ভাই—যাদের সাথে বিয়ে হালাল তাদের সাথে দেখা সাক্ষাত হারাম। এরা একান্ত আপন হবার কারণে নীরবে নিভৃতে পদস্খলন হয়ে যাবার আশংকার কারণেই এসব হারাম। এসব ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ভিন্ মেয়েলোকদের সাথে নিভৃতে একাকী মিলিত হবে না। একথা শুনে একজন আনসারী বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি স্বামীর নিকটাত্মীয়ের সম্পর্কে কি বলেন ? জবাবে তিনি বললেন, স্বামীর নিকটাত্মীয়রা স্ত্রীর জন্য মৃত্যু সমতুল্য। অর্থাৎ ঘনিষ্ঠতা ও একাকীত্ব বিপদ ও ধ্বংস ডেকে আনে। ফলে দাম্পত্য জীবন শেষ হয়ে যায়। সামাজিক ও সামষ্টিক জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সর্বাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয়।

বিয়েশাদী ও পারিবারিক জীবনে হালাল-হারাম

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের স্বাভাবিক জীবন ধারণের জন্য প্রথম প্রয়োজন হলো খাদ্যের। বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্বিতীয় প্রয়োজন যৌন স্পৃহা নিবারণের। আর যৌনস্পৃহা নিবারণের জন্য প্রয়োজন বিয়ের তথা দাম্পত্য জীবনের। এসব কাজই মানুষ করবে হালাল উপায়ে। হালাল পন্থা বাদ দিয়ে কোনো হারাম পথ অবলম্বন করা যাবে না। কোনো পুরুষ ভিন মহিলার দিকে অথবা নারী কোনো ভিন পুরুষের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকানো হারাম। কারণ এ দৃষ্টি বিনিময়ই অবৈধ কাজ ঘটাবার প্রথম সিঁড়ি, জিনার বার্তা বহনকারী। জনৈক কবি বলেছেন ঃ "সকল দুর্ঘটনার সূচনা দৃষ্টি বিনিময় দিয়েই শুরু হয়। সামান্য স্ফুলিঙ্গ থেকেই সর্বগ্রাসী দাবানল জ্বলে ওঠে।"

এজন্য আল্লাহ মু'মিন নারী-পুরুষকে পরস্পরের চোখ অবনত রাখতে বলেছেন। সাথে সাথে দিয়েছেন লজ্জাস্থানের পবিত্রতা সংরক্ষণের নির্দেশ। কথাবার্তা বলবে নীচু স্বরে।

লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হারাম

নারী পুরুষ সকলেরই দৃষ্টি অবনত রাখতে ইসলামের নির্দেশ। তাই উভয়েরই লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত হলে সাথে সাথে চোখ ফিরিয়ে

www.pathagar.com

নেবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দিতে নিষেধ করেছেন। তা পুরুষের হোক, কি নারীর। পুরুষের লজ্জাস্থান হলো নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত। আর নারীর লজ্জাস্থান হলো ভিন পুরুষের জন্য মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ছাড়া সর্বাঙ্গ। এসব সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থার কথা। প্রয়োজনে এর ব্যতিক্রম করা যাবে। তখন হারাম হবে না। চিকিৎসা, দুর্ঘটনা এর উদাহরণ।

নারীর সৌন্দর্য প্রকাশ

উপরে নারী-পুরুষ উভয়ের পরস্পরের প্রতি নজর পড়লে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। এখন নারীদের প্রতি আল্লাহর একটি বিশেষ নির্দেশ উল্লেখ করা হচ্ছে। নির্দেশটি হলো সূরা আন নূর ৩১ আয়াত ঃ

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ - النور : ٣١

"নারীরা তাদের রূপসৌন্দর্য প্রকাশ করবে না। তবে যেসব অঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ হয়ে পড়ে তার কথা ভিন্ন।"

'নারীর সৌন্দর্য' সেসব অঙ্গ থেকে তার সৌন্দর্য ও রূপ বিকশিত করে দেখায় এর মধ্যে মুখের চেহারা, চুল ও দেহের লালিমা প্রভৃতি জন্মগত সৌন্দর্য। এর মধ্যে আরো শামিল আছে কাপড় চোপড়, অলংকার ও নানা প্রসাধনী দিয়ে বাহ্যিক রূপ। এ আয়াতটিতে অঘটন থেকে বাঁচবার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের এসব জন্মগত ও বাহ্যিক রূপকে সাধারণ্যে প্রকাশ ও প্রদর্শন না করতে। বরং লুকিয়ে চুপিয়ে রাখতে। তবে যেসব অংশ স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ হয়ে পড়ে তা ভিন্ন। তাতে কোনো দোষ নেই। তার মধ্যে পড়ে মুখমণ্ডল, হাতের তালু, পা ইত্যাদি। এগুলো দেখা যাওয়া কোনো ইচ্ছাকৃত সৌন্দর্য প্রদর্শনের আওতায় পড়ে না প্রয়োজনের কারণে তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কিন্তু আজকাল মেয়েরা যেসব প্রসাধনী গায়ে মেখে ও সুগন্ধি লাগিয়ে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নানা অঙ্গভঙ্গি করে বেড়ায়, এতে তাদের উদ্দেশ্যের সততা প্রমাণিত হলো। অনেক অঘটন ঘটে যায়। এগুলোই রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন। এগুলোই ইসলামে হারাম। এজন্যই আল্লাহ সূরা আন নূরের ৩০ আয়াতে বলেছেন ঃ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ - النور : ٣٠

"হে নবী ! মু'মিনদেরকে বলুন। তারা যেনো তাদের দৃষ্টি নীচু করে রাখে।"–সূরা আন নূর ঃ ৩০

www.pathagar.com

তবে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ হয়ে পড়া অঙ্গগুলোও সবসময় লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে। যাতে প্রদর্শনী মনোভাব কেউ মনে না করে। কারণ নারীর চেহারাই পুরুষকে আকৃষ্ট করে বেশী।

এর সাথে সাথেই কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ - النور : ٣١

"নারীরা যেনো নিজেদের বুকের উপর নিজেদের ওড়না চেপে রাখে।"

নারীকে অবশ্যই যে কোনো ধরনের কাপড় চোপড় দিয়ে মাথাসহ তার বক্ষকে ঢেকে রাখতে হবে। এসব বিপদ সৃষ্টিকারী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেনো খুলে না যায়। দুষ্ট ও বদ লোকদের সন্ধানী দৃষ্টি মৌমাছির মতো লোভাতুর চোখ যেনো ওসব অঙ্গের উপর পড়ার সুযোগ না পায়। কথায় বলে, এক হাতে তালি বাজে না। তবে মেয়েদেরকে সতর্ক ও সংযমী হতে হবে বেশী। বর্তমান জগতে নারীদেহের ইচ্ছাকৃত প্রদর্শনী, উলঙ্গতা, উচ্ছৃংখলতা, বেলেল্লাপনা সকল অঘটনের মূল কারণ, এসবকে ছড়িয়ে দিয়ে নারী নির্যাতন বন্ধ করা যাবে না কোনো দিন। প্রগতির ধ্বজাধারী নারীরা এ নিয়ে যতো আন্দোলনই করুক না কেনো। ঐ দরজা খোলা রেখে ঘরকে বিপদমুক্ত রাখা যাবে না। এসব উলঙ্গপনা বেলেল্লাপনা ইসলামে হারাম।

সৌন্দর্য প্রকাশে ব্যতিক্রম আছে

সূরা আন নূরের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ - النور : ٣١

"এবং নারীরা তাদের রূপ-সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না তাদের পিতাদের ছাড়া অন্য কারো সামনে।"–সূরা আন নূর ঃ ৩১

এ আয়াতে মু'মিন নারীদের গোপন সৌন্দর্য ভিন পুরুষদের সামনে প্রকাশ না করার বরং লুকিয়ে রাখতে বলা হয়েছে। এ গোপন সৌন্দর্য বলতে কান, চুল, গলা, ঘাড়, বুক, পায়ের নলা ইত্যাদি অঙ্গকে বুঝায়। বেগানা পুরুষদের সামনে মুখমণ্ডল, হাতের তালু, পায়ের পাতা প্রকাশ করার অনুমতি দেয়ার পরও এ নিষেধ উচ্চারিত হওয়া বেশ গুরুত্বের দাবী রাখে।

বারো ধরনের লোককে এ নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

(১) নারীদের স্বামী। স্বামীর স্ত্রীর দেহের কোনো অঙ্গ দেখতে বাধা নেই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমার লজ্জাস্থান তোমার স্বামী ছাড়া আর সকলের কাছ থেকে হিফাজত করো।"

(২) বাপ-দাদা, পরদাদা এর মধ্যে গণ্য। বাবার দিক থেকে হোক অথবা মায়ের দিকে থেকে হোক। (৩) স্বামীর পিতা শ্বশুর। নিজের পিতার মতো। (৪) পুত্র। তাদের সন্তানের পুত্ররা। মেয়েরাও এর মধ্যে গণ্য। (৫) স্বামীর পুত্র। (৬) তাদের ভাই–আপন ও সৎ। এক মা বা এক পিতার সন্তান হিসেবে। (৭) ভাইয়ের ছেলে। (৮) বোনের ছেলে (৯) তাদের নারীকুল। (১০) ক্রীতদাস-দাসী। ইসলাম এদের পরিবারের সদস্য বানিয়ে দিয়েছে। (১১) অধীন ও প্রয়োজনহীন পুরুষ। (১২) যেসব বালক এখনো নারীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে না।

নারীদের সতর

আগের আলোচনা হতেও জানা গেছে। নারী দেহের যেসব অংশ প্রকাশ করা নাজায়েয তাই লজ্জাস্থান। এসব স্থান ঢেকে রাখতে হবে। এসব জায়গা দেখা হারাম।

তাই বেগানা পুরুষ ও অমুসলিম নারীদের সামনে মুসলমান নারীর মুখমণ্ডল, দুই হাতের কব্জি ছাড়া গোটা দেহই লজ্জাস্থান বা সতর। এসব জায়গা ঢেকে রাখতে হবে।

মু'মিন নারীদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে, তারা কোনো কাজে ঘরের বাইরে যাবার সময় চাদর দিয়ে গোটা দেহ ঢেকে নেবে। এতেই ব্যতিক্রম মহিলাদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্র সকলের নিকট প্রমাণিত হবে। সূরা আল আহ্যাবের ৫৯ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط - الاحزاب : ٥٩

"হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মু'মিন নারীদের বলে দিন, তারা যেনো (ঘরের বাইরে যাবার সময়) তাদের দেহের উপর চাদর দিয়ে রাখে। এ এক উত্তম পন্থা। এর ফলে তাদেরকে চেনাও যাবে। আবার কেউ তাদেরকে উত্যক্ত করবে না।"

অন্য পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলার যদি একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাহলে নরম স্বরে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলিম

www.pathagar.com

মহিলাদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য ইসলাম সবধরনের সাবধানতা অবলম্বন করেছে।

নারীদের নগ্নতা বেলেল্লাপনা হারাম

নগ্নতা, বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা উচ্ছৃংখলতাই নারী অধঃপতন ও নারী নির্যাতনের মূল কারণ। নারীদের জন্য এ ধরনের কাজ ইসলামে হারাম। এ ধরনের আচরণে নারীদের নৈতিক চরিত্র, সতীত্ব, পবিত্রতা, সম্ভ্রম রক্ষা করা যায় না। যতো অঘটন এসব থেকেই সংঘটিত হয়। এসব রক্ষা করে চলাই মু'মিন নারীর বৈশিষ্ট্য। নগ্নতা, উচ্ছৃংখলতা, বেলেল্লাপনা পুরুষদের মনে যৌন উত্তেজনা জাগিয়ে তুলে। কুরআনে এটাকেই আরবী 'তাবাররুজ' শব্দ দিয়ে প্রকাশ করেছে। তাই আল্লাহ নারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى - الاحزاب : ٣٣

"হে নারীরা! তোমরা তোমাদের ঘরেই থাকো। প্রাচীন জাহেলী যুগের মতো রূপ সৌন্দর্যের মহড়া প্রদর্শন করে বেড়িও না।"

এ নির্লজ্জতা থেকে বাঁচার জন্য নারীদের যে কাজগুলো করতে হবে ঃ

(১) দৃষ্টি অবনত রাখা। লজ্জা শরমই হলো নারী চরিত্রের বড়ো ভূষণ। অবনত চোখই হলো লজ্জা শরমের প্রতীক। আল্লাহ বলেন, হে নবী! আপনি মু'মিন মহিলাদেরকে বলে দিন, তারা যেনো তাদের দৃষ্টি অবনত করে রাখে।"

(২) পুরুষের সাথে নিবিড় ও একান্তের ঘনিষ্ঠতা এড়িয়ে চলতে হবে। আজকাল সিনেমা হল, হোটেল, কেন্টিন, রেস্তোরা, পার্ক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে এ নিবিড়তা ঘনিষ্ঠতা ও মাখামাখিটা প্রকটভাবে দেখা যায়। এসব বন্ধ না হলে তথাকথিত প্রগতিবাদী নারীরা (অবশ্য তারাই এসব করে) যতোই চীৎকার দিক নারী নির্যাতন বন্ধ হবে না।

(৩) শালীন পোশাক পরিচ্ছদ পরতে হবে। যাতে গোটা দেহ ঢেকে থাকে। কোনো ফাঁকে যেনো দেহের কোনো অংশ দেখা না যায়। পাতলা কাপড়ে এ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। পোশাক আটসাট হবে না। আঁটসাট হলেই দেহের সব জায়গা ফুটে উঠে যা যৌন উদ্দীপক। আঁটসাট পোশাক নগ্নতারই নামান্তর।

www.pathagar.com

(৪) পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক নারীরা পরবে না। মেয়েদের পোশাকও পুরুষরা পরবে না। এদের উপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন।

(৫) ইহুদী খৃস্টানদের বিজাতীয় পোশাক পরিধান করবে না।

(৬) কথাবার্তায়, চলাফেরায় গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্বের ছাপ রাখবে। দেহ ভঙ্গিমায় যেনো যৌন উত্তেজনার ভাব প্রকাশ না পায়।

(৭) সুগন্ধি মেখে বেড়াবে না। এতে নারীর গোপন সৌন্দর্যের প্রতি পুরুষের মনে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।

(৮) মাটিতে শব্দ করে পা ফেলে ফেলে হেঁটে অলংকারের ঝনঝনানী শুনিয়ে চলবে না।

স্বামীর মেহমানদের মেহমানদারী করা

এতো সব আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, স্বামীর উপস্থিতিতে স্ত্রী তার মেহমানদের সেবাযত্ন করতে পারবে। তবে শর্ত হচ্ছে তার পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, চালচলনসহ সবকিছু মার্জিত ও রুচিসম্পন্ন এবং ইসলামের নিয়মনীতি অনুযায়ী হতে হবে।

স্বভাবপ্রকৃতি বিরোধী কাজও হারাম

যৌন কামনা পূরণের জন্য আল্লাহ যে স্বাভাবিক নিয়ম-পদ্ধতি প্রচলিত করেছেন সেভাবে তা করতে হবে। ইসলামে জ্বিনা ব্যভিচার ও এর উপায়-উপকরণ যেমন হারাম তেমনি 'লাওয়াতাত' অর্থাৎ পুরুষে পুরুষে অপ্রাকৃতিক উপায়ে সঙ্গম করাও হারাম। হস্তমৈথুন হারাম।

বৈরাগ্যবাদ

ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই। ইসলাম যেমন যৌন কামনাবাসনা চরিতার্থ করার জন্য লাগামহীন ব্যবস্থার পথ খোলা রাখেনি, তেমনি যৌনক্ষুধা নিবারণের পথকে কঠিন ও অসম্ভবও করে দেয়নি। তাই ইসলাম জিনা ব্যভিচারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে হারাম ঘোষণা করেছে। আবার বিয়ের মাধ্যমে যৌনস্পৃহা নিবারণের কাজকে সহজ ও সুগম করে দিয়েছে, উৎসাহ যুগিয়েছে। অবিবাহিত বা চিরকুমার ব্রত পালন কিংবা নিজেকে নপুংসক বানানোকে হারাম করে দিয়েছে। কোনো পুরুষ বা নারী বিয়ে শাদী না করে দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক না রেখে দুনিয়াত্যাগী হওয়াকেই

www.pathagar.com

বৈরাগ্যবাদ বলে। ইসলামে বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই। এ কাজ হারাম। দিন দুনিয়া ত্যাগ করে বিয়ে শাদী না করে আল্লাহকে পাওয়া যায় না। এসব কাজ সুচারুরূপে করার মাধ্যমেই আল্লাহকে পাওয়া, জান্নাত পাওয়া সহজ।

সূরা আল মায়েদার ৮৭ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ـ المائدة : ٨٧

"হে মু'মিনরা! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব জিনিসকে পবিত্র ও হালাল করেছেন, সেসব জিনিসকে তোমরা হারাম করো না। আর সীমালংঘন করো না। সীমালংঘনকারীদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন না।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৮৭

কনেকে বরের দেখা হালাল

কোনো নির্দিষ্ট মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে বিয়ের পূর্বে তাকে দেখা ইসলাম অনুমতি দিয়েছে। কনে দেখলেই পাত্র চিন্তাভাবনা করে বুঝেশুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। না দেখে না শুনে খোঁজ খবর না নিয়ে বিয়ের কাজে অগ্রসর হওয়া ঠিক নয়। এতে পরে ফল খারাপও হতে পারে।

প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরপরই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্য ইসলাম উৎসাহিত করেছে। দৃষ্টিও মনের প্রতিনিধিত্ব করে। ফলে কনে দেখতে গেলে দু'জনের চোখের মিলনে হৃদয়ের মিলন ঘটে যাওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে। বিয়ের আগে 'বর কনের দেখায়' পরস্পরের প্রতি আন্তরিকতা সুহৃদ্যতা সৃষ্টি হবার আশা করা যায়।

আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

"আমি রসূলুল্লাহ সঃ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময়ে সেখানে এক লোক এলো। সে রসূলুল্লাহকে আনসার বংশের এক মহিলাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানালো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি মেয়েটিকে দেখেছো ? লোকটি বললো, জি-না, দেখিনি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে বললেন, এখনি ফিরে যাও এবং মেয়েটিকে দেখে নাও। কারণ আনসার

www.pathagar.com

বংশের মেয়েদের চোখে কিছু ত্রুটি থাকে।" কনেকে দেখার মধ্যে কি কি বিষয় আসবে এ ব্যাপারে বিভিন্ন কথা আছে। তবে সারকথা হলো মেয়ের মুখমণ্ডল, হাত-পা, দেহ-কাঠামো, কথাবার্তা, কণ্ঠস্বর, দীনদারী, শিক্ষা-দীক্ষা, বুদ্ধিমত্তা, বংশীয় মর্যাদা ইত্যাদি।

যেসব বিয়ের প্রস্তাব হারাম

যে মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে অর্থাৎ বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা মহিলা। এ মহিলার 'ইদ্দত' পালন শেষ হবার আগেই কারো তার কাছে নতুন করে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হারাম। কারণ 'ইদ্দত' পালন কালটা হলো শোকের কাল। আর এ ইদ্দত কাল আগের বিয়ের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য পালন করা হয়। কাজেই এমন মহিলাকে বিয়ে করার জন্য এতো তাড়াতাড়ি প্রস্তাব দেয়া একটা বাড়াবাড়ি ও অশোভন কাজ। তবে বিধবা মহিলাটি ইদ্দত শেষ হবার পর তার কাছে বিয়ে বসতে রাজী কিনা তা ইশারা ইঙ্গিতে তাকে জানানো যায়, প্রকাশ্যে নয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ـ البقرة : ٢٣٥

"ইদ্দত পালনকালে বিধবা স্ত্রীলোকদেরকে বিয়ে করার ইচ্ছা ইশারা ইংগিতে প্রকাশ করলে অথবা মনের গোপন কোণে লুকিয়ে রাখলে তাতে তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৫

একটি প্রস্তাব সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে এর উপর আর একটি নতুন প্রস্তাব দেয়াও ইসলাম সমর্থন করে না—যদি আগের প্রস্তাবের কথাবার্তা সফলতার দিকে এগোতে থাকে। এটা একটা সাধারণ সৌজন্যতা ও শিষ্টাচার। এতে সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সুমধুর থাকে, পরিবেশও হয় সহযোগিতামূলক। বেচাকেনার ক্ষেত্রেও কেউ দামাদামী করার সময় অন্য কারোর দামাদামী করতে আসা জায়েয নয়।

বিয়ের ব্যাপারে কন্যার মতামত গ্রহণ

বিয়ে একটি দাম্পত্য বন্ধন। এ বন্ধন সারা জীবনের বন্ধন। কাজেই বিয়ের প্রস্তাবে যুবতী কুমারী কন্যারও মতামত দেবার অধিকার আছে এবং এটা প্রয়োজন ও শরীআতের নির্দেশ। হাদীসে আছে ঃ "একবার বিয়ে হওয়া মেয়ে তার নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার অভিভাবকের চেয়ে বেশি অধিকারী। আর কুমারী কন্যার কাছ থেকে তার নিজের বিয়ের ব্যাপারে অবশ্যই তার অনুমতি নিতে হবে।"

www.pathagar.com

কন্যার সাথে বিয়ের ভালো প্রস্তাব এলে বিয়ে বিলম্বিত করা ঠিক নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তিনটি বিষয়ে দেরী করা জায়েয নয়। (১) নামায—সময় হয়ে গেলে, (২) জানাযা—কফিন এসে গেলে। আর (৩) বিয়ের বয়স হয়ে গেলে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। যদি সমমানের বর পাওয়া যায়।"

যাদেরকে বিয়ে করা হারাম

যাদেরকে বিয়ে করা যায় না বরং হারাম তাদেরকেই শরীআতের পরিভাষায় 'মুহাররাম' বলা হয়। প্রত্যেক মুসলমান পুরুষের জন্য নিম্নলিখিত মহিলাদেরকে বিয়ে করা হারাম।

(১) বাপের স্ত্রী। তালাক দেয়া হোক অথবা বিধবা হোক।

(২) 'গর্ভধারিণী মা', দাদী-নানীও একইভাবে হারাম।

(৩) কন্যা। পুত্রের কন্যা ও মেয়ের কন্যাও এর মধ্যে গণ্য। এভাবে নীচের দিকের সব।

(৪) বোন। আপন হোক অথবা মায়ের বা বাবার দিক দিয়ে হোক।

(৫) ফুফু। পিতার বোন তার আপন হোক অথবা অন্য কোনোভাবে হোক।

(৬) খালা। মায়ের বোন।

(৭) ভাইয়ের মেয়ে।

(৮) বোনের মেয়ে।

এরা চিরকালের জন্য হারাম। কোনো সময় ও কোনো অবস্থাতেই তারা হালাল হবে না। এরপর কিছু কারণে আরো কিছু মহিলাকেও বিয়ে করা হারাম তারা হলো ঃ

(৯) দুধ মাকে বিয়ে করা হারাম। অর্থাৎ নিজের মা না থাকার কারণে শিশুকালে যে মহিলার বুকের দুধ খেয়েছে।

(১০) দুধ বোনকে বিয়ে করা হারাম। বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে বিয়ে করা হারাম।

(১১) শাশুড়ীকে বিয়ে করা হারাম।

(১২) স্ত্রীর আগের ঘরের কন্যাকে বিয়ে করা হারাম।

(১৩) নিজের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম। পালিত ছেলের বউ বিয়ে করা হারাম নয়।

(১৪) দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা হারাম।

www.pathagar.com

(১৫) অন্যের স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম।

(১৬) মুশরিক নারীকে বিয়ে করা হারাম। তবে আহলে কিতাব নারীদের বিয়ে করা জায়েয।

(১৭) মুসলমান নারীকে অমুসলমান পুরুষের সাথে বিয়ে দেয়া হারাম।

(১৮) ব্যভিচারে অভ্যস্ত নারীকে অর্থাৎ বেশ্যাকে বিয়ে করা হারাম।

মুত'আ অর্থাৎ সাময়িক বিয়ে

মুতা'আ বিয়ে হলো সাময়িক বিয়ে। ইসলামের প্রথম দিকে দীর্ঘ সফরে অথবা যুদ্ধে যাবার পর অনেক দিন থাকতে হতো। এ সময় স্ত্রীবিহীন জীবনযাপন করা কারো কারো পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো। এ অবস্থায় লোকেরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মুত্আ বিয়ের অনুমতি চাইলো। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকার কারণে জিনায় লিপ্ত হবার আশংকা বিবেচনা করে মুত'আ বিয়ের অনুমতি দিয়েছেন। কিছু সামানপত্র মোহর হিসাবে দিয়ে এ সাময়িক বিয়ে হতো। কিন্তু সর্বাঙ্গীন জীবনের এ বিধান দীন ইসলামে বিয়ের মৌলিক উদ্দেশ্যাবলী মুত'আ বিয়ে দ্বারা পূর্ণ হয় না। তাছাড়া পরবর্তী সময়ে দীনের শিক্ষায় ও রাসূলের সাহচর্যে সাহাবীগণ ঈমানের দিক দিয়ে খুবই মজবুত হয়ে যাবার কারণে মুত'আ বিয়ে হারাম হয়ে যায়।

একত্রে একসময়ে একাধিক বিয়ে

প্রকৃতির সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল দীন হলো ইসলাম। বাস্তব অবস্থার সাথে মিলিয়ে চলার এক অতুলনীয় এ বিধান। এতে যেমন প্রয়োজনকে বিচার বিবেচনায় আনা হয়। তেমনি বাড়াবাড়িকেও প্রশ্রয় দেয়া হয় না। এক সঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণও এরূপ একটা বাস্তব প্রয়োজন বিধায় বিষয়টি বিবেচনা করেই ইসলাম তা অনুমতি দিয়েছে। নিছক আমোদফূর্তি করাই একাধিক বিয়ের অনুমতি দানের লক্ষ্য নয়। বরং নানা কারণে দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য বাধাগ্রস্ত হলে একান্ত বাধ্য হয়েই স্বামীকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে ইসলাম। এক স্ত্রী যদি স্বামীকে হারাম কাজ করা হতে বিরত না রাখে তাহলে এ স্বামীর অসৎ জীবন যাপনের সঙ্গী না হয়ে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা সৎস্বামীর সঙ্গ সুখকেই একজন খোদাভীরু স্ত্রী বেশী পসন্দ ও সৌভাগ্য মনে করে।

www.pathagar.com

একাদিক স্ত্রী গ্রহণকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। কিন্তু একটি জীবনকে অচল করে না দিয়ে সচল রাখার জন্য একাধিক বিয়ের অনুমোদন দিয়েছে। তবে কঠিন শর্ত দিয়েছে ইসলাম সকল স্ত্রীর প্রতি সমতা ও সুবিচার রক্ষা করে চলার বিধানের উপর। এ কড়াকড়িটা অনেক সময় একাধিক স্ত্রী গ্রহণে পুরুষের জন্য একটা বাধাও। তাই সৎ, সভ্য ও মার্জিত রুচির নারীরা ইসলামের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের এ বিধানকে মেনে নেয়। তবু স্বামী যেনো নৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। মানবিক, নৈতিক, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক গুরুত্বের প্রয়োজনে ইসলাম একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। সমতা সুবিচার রক্ষা করে যে লোক চলতে পারবে না, তার জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করাকে ইসলাম হারাম করে দিয়েছে। আল্লাহ সূরা আন নিসার ৩ আয়াতে বলে দিয়েছেন ঃ

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ـ النساء : ٣

"যদি তোমরা স্ত্রীদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না বলে ভয় করো তাহলে মাত্র একজন স্ত্রী গ্রহণ করবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩

এক সাথে ইসলাম চারজন স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। এর বেশী নয়।

স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক

কুরআনে সূরা আর রূমের ২১ আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ـ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ○ الروم : ٢١

"এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন এও যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মাঝ থেকেই তোমাদের জোড়া বানিয়েছেন। উদ্দেশ্য, তোমরা যেনো তাদের কাছে পরম শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারো। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতার ভাব সৃষ্টি করে দিয়েছেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য এতে চিন্তাভাবনার বিষয় রয়েছে।"–সূরা আর রূম ঃ ২১

কুরআন বিয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সাবলীল ভাষায় বর্ণনা দিয়েছে। এ ভিত্তির উপরই দাম্পত্য জীবনের বিশাল প্রাসাদ নির্মিত হয়। যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও মাতলামীর পরিবর্তে

www.pathagar.com

ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম ভালোবাসা, মানসিক শান্তি, স্বস্তি ও তৃপ্তির বীজবপন করে উভয় পক্ষের পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের সৃষ্টি হয়। গভীর সম্পর্ক ও সম্প্রীতি গড়ে ওঠে, গড়ে ওঠে সহানুভূতি সহৃদয়তা সংবেদনশীলতা। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক পরিপূর্ণতায় ভরে দেয় সন্তানের ঘর ভরা কলকোলাহল। সন্তানের বাৎসল্য ভরে দেয় যদি থাকে দাম্পত্য জীবনে কোনো খাত। আজানা অচেনা এক জোড়া মানুষ একত্র হয়ে কিভাবে গড়ে তোলে একটি সোনার সংসার। এ স্বর্গীয় পরিবেশকেই আল্লাহ তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে গণ্য করেছেন। এটাই স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের আসল লক্ষ্য ও মূল ভিত্তি।

এছাড়াও তারা বিভিন্ন সময়ে পরস্পর পরস্পরের উপর হয় সংবেদনশীল। সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী পরস্পরে সবসময়। একের অভাব অন্য পূরণ করে সময় সুযোগ মতো। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বুঝে সুবিধা অসুবিধা। কামুকতাই স্বামীর পরিচয় নয়। পরিচর্যাই শুধু স্ত্রীর দায়িত্ব নয়। এটাই দাম্পত্য জীবনে স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক। যৌন সম্ভোগ সে ক্ষণিকের। যদিও এছাড়া দাম্পত্য জীবন অসম্পূর্ণ। তবে এর ছায়া ধরেই গড়ে উঠে প্রেমের ও সুখের সমাধী। স্ত্রীর গুহ্যদ্বার দিয়ে সঙ্গম করবে না এতে তো সে তৃপ্তি পাবে না। এসব দিক বিবেচনা করাই পারস্পরিক সম্পর্ক। এটা হলে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখাই পারস্পরিক সম্পর্ক মধুর হবার উপায়।

পরিবার পরিকল্পনা

মানবজাতি ও মানব বংশের স্থিতি ও বৃদ্ধিই দাম্পত্য জীবনের মূল লক্ষ্য। আর তা নির্ভর করছে বংশধারা জারী থাকার উপর। ইসলাম বংশবৃদ্ধির উপর বেশ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সন্তান ছেলে হোক কি মেয়ে হোক, তারাই বেশী কল্যাণ ও সমৃদ্ধির উপকরণ। কিন্তু সাথে সাথে যুক্তিসঙ্গত কারণে ইসলামে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির অনুমতি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا ـ مسلم

"আমরা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় 'আযল করতাম', অর্থাৎ শুক্র বের হবার সময় তা স্ত্রী লিঙ্গের বাইরে

www.pathagar.com

ফেলতাম। এ খবর তাঁর কাছে পৌছলো, কিন্তু তিনি আমাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করেননি।"–মুসলিম

পরিবার পরিকল্পনা বৈধ কখন

বিশেষ কিছু কিছু অবস্থার প্রয়োজনে মাত্র পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করা জায়েয হতে পারে। এসবের একটি প্রয়োজন হলো মায়ের স্বাস্থ্যের উপর ঝুঁকি এমনকি জীবন বিপন্ন হবার আশংকা। প্রসবকালীন সংকটের সময় এ অবস্থা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থায় পরিবার পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

আল্লাহ নিজেই এসব ক্ষেত্রে বলেছেন ঃ

(١) وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ـ البقرة : ١٩٥

"তোমরা নিজে নিজেদের হাতেই ধ্বংস ডেকে এনো না।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৫

(٢) وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ـ النساء : ٢٩

"তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে হত্যা করো না। আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতি অতি মেহেরবান।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৯

দ্বিতীয় অবস্থায় অসুবিধাটা বৈষয়িক দুরবস্থা। বৈষয়িক অসহায়ত্ব ও অনিশ্চয়তার মধ্যে নিপতিত হলে দ্বীনী সমস্যাও দেখা দিতে পারে। সন্তানাদির ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব থাকার কারণে হারাম পথে আয় উপার্জনের দিকেও ধাবিত হবার আশংকা আছে। আল্লাহ সূরা আল বাকারার ১৮৫ আয়াতে বলেছেন ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ـ البقرة : ١٨٥

"আল্লাহ তোমাদের প্রতি সহজ করতে চান তোমাদেরকে কোনো অসুবিধায় ফেলতে চান না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৫

শরীআতের দৃষ্টিতে পরিবার পরিকল্পনা করার আরো একটি প্রয়োজন হলো দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানকে রক্ষা করা। শিশুর মা আবার গর্ভধারণ করলে কোলের শিশুটির ক্ষতির কারণ হতে পারে। গর্ভে সন্তান এলে মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে যায়। ফলে কোলের শিশুর জীবন বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে।

হাদীসে আছে রসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

لَاتَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَاِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَرِسُ فِيْهِ عَشْرَةً -

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের গোপন পথে হত্যা করো না। কারণ দুগ্ধপোষ্য শিশুর বর্তমানে স্ত্রী মিলন ঘটলে শিশুর ক্ষতি হতে পারে।"–আবু দাউদ

অবশ্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজকে হারাম মনে করে নিষেধ করেননি। কারণ সে সময় রোম ও পারস্যের লোকেরা এ পন্থা গ্রহণ করেছিলো। তাদের কোনো ক্ষতি হয়নি।

এসব আলোচনার আলোকে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল 'আযল' করাকে জায়েয বলেছেন। তবে এতে স্ত্রীর সম্মতি থাকতে হবে। হযরত উমর রাঃ-ও স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া আযল করতে নিষেধ করেছেন। স্ত্রীর মতামত নেয়া নারী অধিকারের প্রতি গুরুত্বের প্রমাণ।

গর্ভপাত

আদম সন্তানের বিস্তৃতির ধারা অব্যহত রাখাই হলো 'বিয়ে' বা স্বামী-স্ত্রীর 'মিলন' প্রয়োজন। এটা নিছক আল্লাহর কুদরতী ব্যাপার। হাসিখেলা নয়। যে উদ্দেশ্যে বিয়ে, সে উদ্দেশ্য সাধন মানব সমাজে কোনো কোনো সময় কঠিন হয়ে যায়। আর তখন সেখানে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

'পরিবার পরিকল্পনা' শীর্ষক নিবন্ধে কিছু আলোচনা এ বিষয়ে হয়েছে। তারই জের ধরে 'গর্ভপাত' বা গর্ভনিরোধ বিষয়ক আলোচনা। স্বামী-স্ত্রীর মিলনের ফলে মায়ের জরায়ুতে সন্তান প্রবিষ্ট হওয়াকেই গর্ভ সঞ্চার বলা হয়। 'নিরোধ' অর্থ হলো রোধ করে রাখা। অর্থাৎ গর্ভেই যেনো সন্তান যেতে না পারে। এটা গর্ভনিরোধ। আর 'পাত' অর্থ হলো ফেলে দেয়া বা নষ্ট করা। অর্থাৎ গর্ভসঞ্চারের পর তা ফেলে দেয়া বা নষ্ট করাই হলো গর্ভপাত।

ইসলাম 'গর্ভনিরোধ' প্রক্রিয়াকে খুব প্রয়োজনের সময় জায়েয বলেছে ঠিকই কিন্তু শুক্রকীট গর্ভে চলে যাবার পর ভ্রূণে প্রাণ সঞ্চার হয়ে গেলে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না।

ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, গর্ভের ভ্রূণে প্রাণসঞ্চার হয়ে গেলে 'গর্ভপাত' করা হারাম। এটা জঘন্য অপরাধ। কারণ একাজটা তখন হবে একটি জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন হত্যা করার শামিল।

www.pathagar.com

কৃত্রিম উপায়ে গর্ভসঞ্চার

কৃত্রিম উপায়ে গর্ভসঞ্চার আধুনিক বিজ্ঞানের আর এক নব আবিষ্কার। এ নিয়ে বিতর্ক চলছে।

ইসলাম জিনা ব্যভিচার ও পালিত ছেলেকে ছেলে বানান হারাম করে দিয়ে বংশ-মর্যাদার ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করেছে। কলংক-কালিমা থেকে বংশকে পূত পবিত্র রেখেছে। তাই কৃত্রিম উপায়ে গর্ভসঞ্চারকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে।

স্বামী ছাড়া যদি অন্য কারো শুক্রকীট স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোনো নারীর জরায়ুতে ফেলে গর্ভসঞ্চার করা হয় তাহলে একাজ ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এ উপায়ে গর্ভসঞ্চার করলে বংশ পরিচয় ও বংশ ধারা ঠিক থাকলো কোথায় ? স্বামীর শুক্রকীট কোনো কারণে কৃত্রিম উপায়ে সংগ্রহ করে নিজের স্ত্রীর জরায়ুতে স্থাপন করে যদি গর্ভের সঞ্চার করা হয়, তাহলে তা ভিন্ন কথা।

নিজের ঔরসজাত সন্তানের পিতৃত্বকে অস্বীকার করা ইসলামে যেমন হারাম ঠিক একইভাবে নিজের জন্মদাতা পিতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতা বলাও সমানভাবে হারাম। শুক্র যার পিতা সে। গর্ভধারিণী যে, সে-ই মা। কাজেই কৃত্রিম উপায়ে গর্ভসঞ্চার করা 'জারজ সন্তান' জন্ম দেবার ফ্যাক্টরীর শামিল। এ একটা জঘন্য ঘৃণ্য কাজ। এক অভিনব উপায়ের জিনা বৈ অন্য কিছু নয়। প্রাকৃতিক উপায়ে সিদ্ধপথে গর্ভসঞ্চার আর কৃত্রিম উপায়ে গর্ভসঞ্চারের অবস্থা অভিন্ন। উভয়ের ফলাফলও এক। প্রাকৃতিক আইন ও শরীআতী বিধান—এ দুয়ের দৃষ্টিতেই কৃত্রিম গর্ভসঞ্চার অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ।

এমন ধরনের অভিনব আবিষ্কারকে নিরুৎসাহিত করা উচিত।

❐

www.pathagar.com

(১০)

স্বামী স্ত্রীর অধিকার

সামাজিক জীবনে বিয়ে হলো একটা সুসংবদ্ধ জীবনের বন্ধন। দুটি জীবনের একটা দৃঢ় অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি। আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করে এ দুনিয়াকে একটা বিধিবদ্ধ নিয়মে পরিচালনা করছেন। একজন পুরুষ ও একজন নারীকে বিয়ের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করা আল্লাহর এ বিধিবদ্ধ নিয়মের অন্যতম। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জুড়ি। উভয়ের জীবনের কামনা বাসনা আশা-আকাঙ্ক্ষা পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত ও যুক্ত।

একথাগুলোই কতো সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় সূরা বাকারার ১৮৭ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط ـ البقرة : ١٨٧

"তারা অর্থাৎ স্ত্রীরা তোমাদের জন্য পোশাক। আর তোমরাও তাদের জন্য পোশাক।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৭

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্বামী স্ত্রীকে পরস্পর পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। পরস্পর পরস্পরের সহযোগী, কল্যাণকামী, সাহায্য সহযোগিতাকারী, গোপনীয়তা আচ্ছাদনকারী। এক কথায় প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের উপর অধিকার, আবদার, দেনা পাওনার বিষয় আছে। এ অধিকারে উভয়েই সমান। উভয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী কার কি কাজ তা আল্লাহই ঠিক করে দিয়েছেন।

স্বামী স্ত্রীর কার কি অধিকার ? এ প্রশ্নের জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَنْ تُطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ اِلاَّ فِى الْبَيْتِ ـ ابوداؤد، ابن حبان

"তাদের অধিকার হচ্ছে, তুমি খাইলে তাকেও তা খাওয়াবে, তুমি পরলে তাকেও পরাবে। আর চেহারায় মারবে না, তাকে অশ্লীল গাল মন্দ করবে না, আর তাকে ঘর ছাড়া অন্য কোথাও ছাড়বে না।"–আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান

www.pathagar.com

কাজেই স্ত্রীর অধিকার প্রতিকী হিসেবে আল্লাহর রসূল এখানে দু একটা কথা বলেছেন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে উভয়ের উপর উভয়ের অধিকার আছে। এ দেনা-পাওনা আদায়ের মাধ্যমেই স্বামী-স্ত্রী পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সুখ ও শান্তির নীড় হিসেবে গড়ে তুলবে।

স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সহনশীলতা ও ধৈর্য

দুজন প্রাণী—স্বামী-স্ত্রী নিয়ে একটি সংসার ও পরিবারের সূত্রপাত। দিনে দিনে পরিবার বড়ো হয়, সম্প্রসারিত হয়। নতুন অতিথি—সন্তানের আগমন ঘটে, পরিধি বাড়ে, জটিলতার সৃষ্টি হয়। কাজেই এ শান্তির নীড়েও মাঝেমাঝে ভুল বুঝাবুঝি ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটা খুবই স্বাভাবিক। এসব অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ধৈর্য ও সহনশীলতার। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভালো গুণাগুণের প্রতি তাকাবে, দোষ-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে।

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত ঃ

لَايَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ سَخِطَ مِنْهَا خُلُقًا ـ رَضِىَ مِنْهَا غَيْرَهُ ـ مسلم

"কোনো ঈমানদার পুরুষ যেনো কোনো ঈমানদার নারীকে তার মধ্যে কোনো দোষ দেখলে ঘৃণা না করে। কারণ তার মাঝে কোনো ব্যাপারে যদি কোনো দোষ থাকে, তাহলে তার মধ্যে অন্য গুণও আছে যা তাকে খুশী করবে।"–মুসলিম

সূরা আন নিসার ১৯ আয়াতে এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ـ النساء : ١٩

"তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তমভাবে বসবাস করো। তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তাহলে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাদের মধ্যে অনেক কিছুই উত্তম ও কল্যাণকর করে রেখেছেন।"

ইসলাম স্বামী স্ত্রী উভয়কেই পারস্পরিক সহযোগিতা সহমর্মিতা সহনশীলতা ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছেন। মানুষের এ পৃথিবীতে সাংসারিক ও পারিবারিক জীবনে এর বেশ প্রয়োজন।

www.pathagar.com

স্বামী স্ত্রীর বিরোধ নিরসন

স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য বন্ধন এক অপরিহার্য বন্ধন, মধুর বন্ধন। এরপরও সমাজ ও সংসার জীবনে বসবাসের সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতপার্থক্য হতে পারে, হতে পারে মতভেদের সৃষ্টি। এমন কি হতে পারে মনোমালিন্যও। ইসলাম মানবতার ধর্ম। তাই এসব ব্যাপারেও ইসলাম মানুষকে বিচার ফয়সালার নিয়ম কানুন বলে দিয়েছে। মিলেমিশে থাকার জন্য উভয়ে চেষ্টা করবে। ভুল বুঝাবুঝি হলে নিরসনের চেষ্টা করতে হবে। স্বামী যদি দেখে স্ত্রী ঠিক হচ্ছে না, ভালোভাবে হীত উপদেশ দিবে। এতেও কাজ না হলে তাকে শাসনের জন্য বিছানা পৃথক করবে। এরপরও ঠিক না হলে তাকে মারতেও পারবে। কিন্তু হালকাভাবে। তাতেও নিরসন না ঘটলে উভয় পক্ষের মুরব্বিদের দিয়ে আলাপ আলোচনা করে মীমাংসা করে নিতে হবে।

এতসবের পরও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিল না হলে ইসলাম চিরদিনের জন্য একটা পরিবারে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রাখতে চায় না। তাই মন্দের ভালো হিসাবে শরীআতের ভাষায় যাকে বলা হয় 'আবগাযুল মুবাহাত' অর্থাৎ জায়েয জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট—তালাকের পথ অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর উভয়কেই এ তালাকের অধিকার দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهٖ ط ـ النساء : ١٣٠

"কিন্তু স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পর হতে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে আল্লাহ তার বিপুল শক্তির সাহায্যে অপরের মুখাপেক্ষিতা হতে রেহাই দান করবেন।"-সূরা আন নিসা ঃ ১৩০

সুতরাং স্ত্রীকে অব্যাহতভাবে জ্বালাতন করা হারাম তবে স্ত্রী যদি প্রকাশ্যে কোনো ফাহেশা কাজ করে তবে তা ভিন্ন কথা।

সূরা আন নিসার ১৯ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ـ

"তোমরা যা কিছু তোমাদের স্ত্রীদেরকে দিয়েছো, তার কোনো কিছু ফিরে পাবার জন্য স্ত্রীদেরকে কষ্ট দিও না। তবে তারা যদি প্রকাশ্যে কোনো নির্লজ্জ কাজ করে বসে তবে তা ভিন্ন কথা।"-নিসা ঃ ১৯

কিন্তু স্ত্রীকে অব্যাহত গতিতে জ্বালাতন করা হারাম।

www.pathagar.com

মাসিক চলার সময় তালাক হারাম

ইসলামে অবশেষে তালাকের অনুমতিও আছে। কিন্তু এ নিষ্ঠুর তালাকও মানবতার নিদর্শন দেখিয়ে দিতে হবে। যে কোনো সময় তালাক দিলে চলবে না। তালাকের জন্য সঠিক সময় বেছে নিতে হবে।

শরীআতের দৃষ্টিতে তালাকের সঠিক সময় হলো স্ত্রীর মাসিক শেষ হবার পর তার পবিত্র অবস্থায়, নিফাসের সময়েও নয়। তার সাথে মিলনের আগে তালাক দিতে হবে। এ তালাকই মসনূন পদ্ধতির তালাক।

তালাকের কসম করা হারাম

তালাক কোন্ অবস্থায় ও কি পদ্ধতিতে দিতে হবে তা বলা হয়েছে। কসম খেয়ে তালাক দেয়া জায়েয নয় বরং হারাম। অর্থাৎ স্বামী ভয় দেখিয়ে স্ত্রীকে এভাবে বলবে, "অমুক কাজ করলে বা না করলে তুমি তালাক হয়ে যাবে" এভাবে কসম খাওয়া তালাক দেয়া হারাম। ইসলামে কসম করার একটা ভাষা আছে আর তা হচ্ছে—"আল্লাহর নামে কসম করা'। রসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ ـ ابوداؤد، ترمذى، حاكم

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কোনো কিছুর নামে কসম করে সে শির্ক করলো।"–আবু দাউদ, তিরমিযী, হাকেম

মুসলিম শরীফে আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْلِيَصْمُتْ ـ مسلم

"যে লোক কসম করে সে যেনো আল্লাহর নামে কসম করে। আর না হয় চুপ করে থাকে।"–মুসলিম

স্ত্রীকে জ্বালাতন করা হারাম

বিয়ে করার পর স্ত্রীর উপর সুনজর নেই। তাকে বিয়ে করার সময় যা কিছু দিয়েছে তা ফিরিয়ে নেবার জন্য স্ত্রীর উপর চাপ প্রয়োগ ও তাকে দৈহিক ও মানসিক জ্বালাতন দেয়া ইসলামে পরিপূর্ণ হারাম। তবে স্ত্রী যদি প্রকাশ্যে কোনো ফাহেশা ও নির্লজ্জতার কাজ করে তবে তা ভিন্ন কথা।

এ ব্যাপারেই আল্লাহ সূরা আন নিসার ১৯ আয়াতে বলেছেন ঃ

وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ج

www.pathagar.com

"তোমরা যা কিছু তোমাদের স্ত্রীদেরকে বিয়ের সময় দিয়েছো তার কোনো অংশ ফিরে পাবার জন্য তোমরা তাদের জ্বালাতন করো না। তবে হাঁ তারা যদি কোনো প্রকাশ্য নির্লজ্জ কাজ করে তবে তার কথা ভিন্ন।"

স্ত্রীকে একান্তই যদি স্বামীর পসন্দ না হয়, সে তাকে তালাক দিয়ে অন্য কাউকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে চায়, তাহলে স্ত্রীকে দেয়া কোনো জিনিসই তার ফেরত নেয়া উচিত নয়। আল্লাহ সূরা আন নিসার ২০-২১ আয়াতে বলেছেন ঃ

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰ ـهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ۭ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝ وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝ ـ النساء : ٢٠ـ٢١

"তোমরা যদি এক স্ত্রীর জায়গায় আর এক স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা করে থাকো তবে তাকে বিপুল সম্পদ দিয়ে থাকলেও তোমরা তা থেকে কিছুই ফেরত নিতে পারবে না। তোমরা কি তাকে দোষারোপ করে ও সুস্পষ্টভাবে অধিকার হরণ করে তা গ্রহণ করতে চাও ? আর তা তোমরা গ্রহণ করবেই বা কি করে ? অথচ তোমরা স্ত্রীদের কাছ থেকে স্বাদ গ্রহণ করেছ। আর তারা তোমাদের কাছ থেকে শক্ত ও কঠিন অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।"–সূরা আন নিসা ঃ ২০-২১

স্ত্রী ছেড়ে দেবার কসম করা হারাম

ইসলাম মানুষের অধিকারের উপর বেশ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিশেষ করে নারী অধিকারের উপর। একথার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো, স্বামী রাগ করে স্ত্রীকে দীর্ঘ ও অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিছানা ত্যাগ করার কসম করতে পারবে না, যা স্ত্রীর জন্য সহ্য করা কঠিন। স্বামীর জন্য এ ধরনের কঠিন কসম করা ইসলামে একেবারেই হারাম।

স্বামী যদি একান্তই স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার কসম করে বসে তাহলে তাকে মাত্র চার মাসের সময় দেয়া হয়েছে। এর বেশী নয়। এর মধ্যে রাগ প্রশমিত হলে স্বামী তার ইচ্ছা পরিবর্তন করতে পারে। চার মাস পার হবার আগেই যদি স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক হয়ে যায়, তাহলে ভালো। কসমের গুনাহ আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নেবে। তাকে কসমের কাফ্ফারা দিয়ে দিতে

www.pathagar.com

হবে। কিন্তু এ সময় শেষ হবার আগে নিজের ইচ্ছার পরিবর্তন না করে কসম না ভাঙে তাহলে সময় পার হবার সাথে সাথে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। স্ত্রীর হক আদায়ের প্রতি অবহেলা দেখাবার এ এক উচিত শাস্তি।

স্ত্রীর কাছে না যাবার ও বিছানা পরিত্যাগ করার এ কসমকে শরীআতের ভাষায় 'ঈলা' বলে। এ সম্পর্কে সূরা আল বাকারার ২২৬-২২৭ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ج فَاِنْ فَآءُ وْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ○ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ○

"যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক না রাখার কসম খেয়ে বসে, তাদের জন্য চার মাসের সময় দেয়া হলো। যদি তারা এসময়ে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর যদি তাকে তালাক দেয়ারই সিদ্ধান্ত করে তাহলে আল্লাহ সব শুনেন ও সব জানেন।"

সময়সীমা চার মাস দেবার কারণ হলো এ সময়ের মধ্যে স্বামী যেনো ভেবেচিন্তে ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনা করার সুযোগ পায়। অন্যদিকে একজন স্ত্রীও যেনো স্বামী ছাড়া খুব বেশী সময় এ চার মাস সময়কাল ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারে।

হযরত উমর রাঃ একবার তার খিলাফতকালে এক রাতে জনতার অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য মদিনার অলিতে গলিতে ঘুরছেন। এ সময় তিনি জিহাদে যাওয়া এক সৈনিকের স্ত্রীর বিরহ ব্যথার কাতর কণ্ঠ গানে গানে শুনতে পেলেন। বাড়ী ফিরে তিনি তাঁর কন্যা হযরত হাফসার কাছে জিজ্ঞেস করলেন—'একজন নারী স্বামীবিহীন কতদিন থাকতে পারে, তিনি বললেন চার মাস। উমর রাঃ ঐ দিন থেকে কোনো লোককে চার মাসের বেশী স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন না রাখার নির্দেশ দিলেন।

পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক

পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক এ বিশ্বের মানবসমাজকে পরস্পর একটি অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। এ সম্পর্ক বিরাজিত না থাকলে সমাজ জীবন ভেঙে পড়তো। থাকতো না কোনো বন্ধনের টান। আল্লাহ সৃষ্টি তত্ত্বেই পিতা-মাতা ও সন্তানের এমন সম্পর্ক গড়ে দিয়েছেন। যা বিশ্বসমাজকে একটি শিকল দিয়ে আটকে রাখার মতো। পশুকুল থেকে এটাই মানবকুলের ব্যবধান ও পার্থক্য।

www.pathagar.com

সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার গোপন তত্ত্ব। চোখের প্রশান্তি। মৃত্যুর পর তাদের অস্তিত্বের ধারা রক্ষাকারী। তাদের কলিজার টুকরা। এজন্যই ইসলাম বিয়েকে করেছে ফরয। জ্বিনা ব্যভিচারকে করেছে হারাম।

পিতার জন্য সন্তানের পিতৃত্বকে অস্বীকার করা হারাম। এক বিছানায় শুয়ে জন্মলাভের পর সন্তানের পিতৃত্বকে অস্বীকার করাকেও ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে।

তবে অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণিত হলে অন্য কথা। পালক পুত্র গ্রহণ করাও হারাম। যেমন ঔরসজাত সন্তানের পিতৃত্বকে অস্বীকার করাও হারাম। আল্লাহ তাআলা সূরা আল আহযাবের ৪ আয়াতে বলেছেন ঃ

وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَ كُمْ اَبْنَاءَ كُمْ ط ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ط

"তোমাদের মুখ ডাকা পুত্রদেরকে আল্লাহ তোমাদের প্রকৃত পুত্র বানিয়ে দেননি। এতো শুধু তোমাদের মুখের ডাকা কথামাত্র।"

পালকপুত্র ব্যবস্থাও নিষিদ্ধ ও হারাম। হযরত যায়েদ ইবনে হারিসাই এর বড়ো উদাহরণ। সন্তানের মধ্যে সমতা রক্ষা করা অতীব জরুরী। আল্লাহর মিরাসী আইন লংঘন করা হারাম। পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করা ফরয। পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতিরেকে জিহাদে অংশগ্রহণ করা নিষেধ। এমনকি মুশরিক পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। যতোক্ষণ তারা দীন বিরোধী কথা তাদের উপর না চাপাবে।

❐

www.pathagar.com

(১১)

আকীদা বিশ্বাস ও অন্ধ অনুকরণ

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তিই হলো সঠিক ও নির্ভুল আকীদা বিশ্বাস। আর এ আকীদা-বিশ্বাস গড়ে ওঠে তাওহীদের উপর ভিত্তি করে। আল্লাহ এক, একক এবং অদ্বিতীয়। এটাই ইসলামী আকীদার প্রাণশক্তি। সব শক্তি আল্লাহর। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। এ বিশ্বলোক চলছে একমাত্র তাঁরই দিক নির্দেশনায়। আল্লাহর হেদায়াতের বিধানই এ দিকনির্দেশনা। তিনি ছাড়া কারো কথায়ই তা চলছে না। সূরা মু'মিনূনের ৭১ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَ هُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط

"আর মহাসত্য যদি কখনো এ লোকদের কামনা বাসনা অনুসরণ করে চলতো তাহলে আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার সবই চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতো।"

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً فاطر : ٤٣

"আল্লাহর নিয়মেই দুনিয়া চলছে। এ নিয়মের কোনো পরিবর্তন নেই। আল্লাহর সুন্নাতের কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন পাওয়া যাবে না।"–সূরা ফাতের ঃ ৪৩

কুসংস্কার

ইসলাম বরাবরই কুসংস্কার ও ভিত্তিহীন আকীদা বিশ্বাসের রিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এ লড়াই এখনো চলছে। ভবিষ্যতেও এ লড়াই করতে হবে। গায়েব আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

সূরা আন নামলের ৬৫ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

قُلْ لاَّيَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ ط ـ

"(হে নবী আপনি) বলুন ! আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর কেউই গায়েব সম্পর্কে কিছুই জানে না।"

অতএব ফেরেশতা, জ্বিন ও মানুষ কেউই গায়েব বা অদৃশ্যের কোনো কিছুও জানে না। সূরা আল আ'রাফের ১৮৮ আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

www.pathagar.com

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ط وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ج وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ ج اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○ـ الاعراف : ١٨٨

"(হে নবী !) আপনি এদেরকে বলে দিন যে, আমি আমার নিজেরও কোনো ভালো বা মন্দ করার মালিক নই। আল্লাহ যা চান তাই হয়। গায়েব বা অদৃশ্য সম্পর্কে যদি আমার জ্ঞান থাকতো তাহলে আমি আমার নিজের জন্য অনেক কিছু লাভ করে নিতাম। কখনো আমার কোনো ক্ষতি হতে পারতো না। আমি তো মূলত তাদের জন্য একজন সাবধানকারী ও শুভ সংবাদদাতা মাত্র। যারা আমার কথা মেনে নেবে।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৮৮

জ্বিনদের গায়েব না জানার ব্যাপারে সূরা সাবার ১৪ আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَالَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ○

"ওরা (জ্বিন জাতি) যদি গায়েবই জানতো তাহলে তারা সেই লাঞ্ছনা ও অপমানকর আযাবে তো দীর্ঘদিন বন্দী হয়ে থাকতো না।"

তাই যেসব লোক গায়েব বা অদৃশ্য জানার দাবী করে, সে আল্লাহ ও সকল মানুষের উপর পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট মিথ্যা আরোপ করে।

রসূলুল্লাহ সঃ-এর কাছে বিভিন্ন জায়গা হতে প্রতিনিধি দল আসতো। তারা মনে করতো এ নবী সঃ হয়তো গায়েব জানার দাবী করছেন। তারা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য হাত মুষ্টিবদ্ধ করে জিজ্ঞেস করতেন। বলুন তো আমাদের হাতে কি আছে ? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতেন ঃ

اِنِّيْ لَسْتُ بِكَاهِنٍ ـ وَاِنَّ الْكَاهِنَ وَالْكَهَانَةَ وَالْكُهَّانَ فِى النَّارِ ـ

"আমি কোনো গণক নই। মনে রাখবে গণক, গণকদারী ও গণক গোষ্ঠী সকলেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।"

গণনায় বিশ্বাস করা হারাম ও কুফরী

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সর্বপ্রথম সঠিক আকীদা বিশ্বাসের উপর গড়ে ওঠার শিক্ষা প্রদান করেছেন। আল্লাহ ছাড়া কোনো গণক, ধোঁকাবাজ

www.pathagar.com

ও প্রতারকের কথায় বিশ্বাস না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যারা কুসংস্কারে বিশ্বাস করে গণক ধোঁকাবাজ প্রতারকদের উপর আস্থা স্থাপন করেছে, তাদেরকেও ইসলাম ওদের সাথে শামিল করে উভয় শ্রেণীর একই পরিণতির কথা ঘোষণা করেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ اَتٰى عَرَّافًا فَسَاَلَهُ عَنْ شَىْءٍ فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ - لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلٰوةُ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا - مسلم

"যে ব্যক্তি জ্যোতিষ গণকের কাছে গেলো, তাকে কোনো বিষয় জিজ্ঞেস করলো, সে যা বললো তা বিশ্বাস করলো, চল্লিশ দিন পর্যন্ত এ ব্যক্তির কোনো নামাযই কবুল করা হবে না।"–মুসলিম

এর কারণ হলো আল্লাহ রসূলের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, গায়েবের খবর একমাত্র আল্লাহ জানেন। এমন কি স্বয়ং রসূলই গায়েব জানেন না। অন্যদের গায়েব বা অদৃশ্যের খবর জানার তো কোনো প্রশ্নই আসে না। সূরা আল আনআমের ৫০ আয়াতে একথাটাই এভাবে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ ج اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَىَّ ط - الانعام : ٥٠

"বলো (হে নবী)! আমি বলছি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারগুলো রয়েছে। আর আমি গায়েব বা অদৃশ্যের খবরও জানিনা। আমি তোমাদেরকে একথাও বলছি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। আমি তো অনুসরণ করে চলি শুধু তাই যা আমার উপর ওহী হয়ে নাযিল হয়।"–সূরা আল আনআম ঃ ৫০

কুরআনে একথা জানার পরও কোনো মুসলমান যদি বিশ্বাস করে যে, কোনো মানুষ ও জ্বিন তাকদীরের খবর জানে, তারা গায়েবী জ্ঞানেরও মালিক। তাহলে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ দীনকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করলো না। রসূলকেও অস্বীকার করলো। আর পরিণতিতে তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করতে পারবে না।

www.pathagar.com

পাশার মাধ্যমে ভাগ্য জানা

উপরে বর্ণিত কথাগুলো হতে একথাও প্রমাণিত হলো যে, পাশার মাধ্যমে ভাগ্য জানতে চাওয়াও ইসলামে পরিপূর্ণভাবে হারাম।

কতগুলো তীরকে একত্র করে জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা ভাগ্য জানার চেষ্টা করতো। একটা তীরে লেখা থাকতো, 'আমাকে আমার আল্লাহ হুকুম করেছেন'। আরেকটায় লিখা থাকতো, 'আমাকে আমার আল্লাহ নিষেধ করেছেন।' তৃতীয়টা থাকতো, কোনো লেখা ছাড়া খালি। তারা বিদেশে যেতে চাইলে, কিংবা কোনো বিয়েশাদীতে ভাগ্য জানতে চাইলে কোনো দেবদেবীর ঘরে রাখা ওই তীরগুলো হতে তাদের ভাগ্য জানতে চাইতো। যে তীরটিতে যাতে 'আদেশ করছেন' লিখা আছে যদি সেটি বের হতো। তারা তাদের কাজে অগ্রসর হতো। 'নিষেধ করেছেন' এ তীরটি উঠলে তারা এ কাজটি আর করতো না। আর খালি তীরটি বের হলে তারা বারবার তীর বের করতে থাকতো। যে পর্যন্ত 'আদেশ করেছেন' অথবা 'নিষেধ করেছেন' লেখা জাতীয় তীরটি না উঠতো।

আমাদের সমাজে—অবিকল 'পাশা' প্রচলন না থাকলেও এর মতো বেশ কিছু কাজ প্রচলিত রয়েছে। যেমন 'রমন' কড়ি, কিতাব মেলে ফাল নেয়া। তাসের 'পাতা' বা 'পেয়ালা' পড়া ইত্যাদি। এ ধরনের সব কিছু করাই ইসলামে হারাম।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে হারাম খাবার দাবারের বর্ণনা দেবার পর সূরা আল মায়েদার ৩ আয়াতে বলেছেন ঃ

وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ط ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ط ـ المائدة : ٣

"তোমরা তীর দিয়ে ভাগ্য জানতে চাইবে। এ কাজ হারাম। একাজ আল্লাহর আইন লংঘন করার শামিল।"

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَايَنَالُ الدَّرَجَاتُ الْعُلٰى مَنْ تُكَهَّنَ اَوِ اسْتَقْسَمَ اَوْ رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ تَطَيُّرًا ـ

"যে ব্যক্তি গণনা করলো কিংবা তীর দিয়ে ভাগ্য জানতে চাইলো অথবা খারাপ ফল নেয়ার দরুন বিদেশ সফর করা থেকে বিরত রইলো সে ব্যক্তি কখনো উঁচু মর্যাদা লাভ করতে পারবে না।"–বুখারী, মুসলিম

www.pathagar.com

যাদু

এভাবে ইসলামে যাদুবিদ্যাও হারাম। যেসব লোক যাদু বিদ্যা শিখে তাদের সম্বন্ধে সূরা আল বাকারার ১০২ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ـ البقرة : ١٠٢

"তারা এরকম জ্ঞান শিখে যা তাদের ক্ষতি করে। কোনো উপকার করতে পারে না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১০২

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদুবিদ্যাকে ধ্বংসকারী কবীরা গুনাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। যাদু কার্যক্রম ব্যক্তির আগে জাতিকে ধ্বংস করে। পরকালের ক্ষতির আগে দুনিয়ার ক্ষতি সাধন করে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি জিনিসকে ধ্বংসকারী বলে অভিহিত করেছেন। এ সাতটি ধ্বংসকারী জিনিসের অন্যতম হলো যাদুবিদ্যা। অন্যান্য ধ্বংসকারী জিনিসগুলো হলো (১) শির্ক করা, (২) আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত প্রাণীকে বিনা কারণে হত্যা করা, (৩) সুদ খাওয়া, (৪) ইয়াতীমের ধন-সম্পদ হরণ করা, খাওয়া, (৫) যুদ্ধের ময়দান থেকে ভেগে আসা, (৬) ঈমানদার মহিলা সম্পর্কে মিথ্যা ব্যভিচারের বদনাম রটানো।

যাদুকরের অনিষ্ট হতে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে আল্লাহ তাআলাই সূরা ফালাকে বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ـ الفلق

"হে আল্লাহ! যেসব নারী ফুঁ দিয়ে কষে বাঁধে অর্থাৎ যাদু করে তাদের দুষ্কৃতি ও ক্ষতি হতে আমরা তোমার কাছে পানাহ চাই।"

রশিতে গিট দিয়ে তাতে ফুঁ দেয়া যাদু করার একটি পদ্ধতি। এটা যাদুকরের একটি বড় ধরনের কাজ। হাদীসে আছে ঃ

مَنْ نَفَّسَ فِىْ عُقْدَةٍ فَقَدْ سَحَرَ ـ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ اَشْرَكَ ـ النسائى

"যে ব্যক্তি গিটে ফু দিলো, সে যাদু করলো, আর যে যাদু করলো সে শির্ক করলো।"–নাসাঈ

গণকের কাছে যাওয়া গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ের ব্যাপারে কিছু জানতে চেষ্টা করা যেমন ইসলামে হারাম ঠিক একইভাবে যাদুকরের কাছে যাওয়া

www.pathagar.com

ও যাদু করা ইসলামে স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষিত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি 'গণকদারী' করলো বা যার জন্য 'গণনা' করা হলো, যে 'ফাল' গ্রহণ করলো অথবা যার জন্য 'ফাল' গ্রহণ করা হলো অথবা যে যাদু করলো বা যার জন্য যাদু করা হলো সে আমার উম্মতের মধ্যে পরিগণিত হবে না।"

কুরআন ও হাদীসের আলোকে বুঝা গেলো যে, শুধু যাদুকরের কাজই হারাম নয়। যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করা, 'গণক' বলে তার কথা সত্য জানা ও মানা এসব কাজও হারাম। মু'মিন মুসলমানকে ঈমান বাঁচিয়ে এসব কাজ হতে দূরে থাকতে হবে।

তাবীজ

তাবীজ কবজ ব্যবহার করাও যাদু পর্যায়েরই কাজ। তাবীজে বিশ্বাস ও যাদুতে বিশ্বাস করার সমতুল্য। তাবীজ ব্যবহার করলে রোগ শোক সেরে থাকে, রোগের আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়া যাবে, তাবীজ-তুমার বাঁধলে জ্বিনের আছর পড়বে না ইত্যাদি ধরনের বিশ্বাস নিছক কুসংস্কার। এসবের কোনোটাই ইসলাম সম্মত চিকিৎসা নয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

تَدَاوَوْا فَاِنَّ الَّذِىْ خَلَقَ الدَّاءَ خَلَقَ الدَّوَاءَ - بخارى

"তোমরা রোগের চিকিৎসার জন্য ঔষধ খাও। কারণ যিনি রোগ দিয়েছেন, তিনি এর ঔষধও দিয়েছেন।"

রসূলুল্লাহ সঃ আরো বলেছেন ঃ "তোমাদের জন্য সৃষ্ট জিনিসের মধ্যে ঔষধ হিসেবে তিনটি জিনিস খুবই উপকারী। এগুলো হচ্ছে (১) মধু পান করা, (২) রক্ত চোষার শিংগা, কিংবা (৩) আগুনে দাগানো।"

গবেষণা দ্বারা বুঝা যায় এ তিনটি জিনিসই হলো আধুনিক যুগের ঔষধ খাওয়া, অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে রোগ নিরাময় ও বিদ্যুৎ তাপ বা ছ্যাঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ।

আহমাদে উদ্ধৃত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁর কাছে আগত দশ ব্যক্তির নয় জনের 'বাইআত' গ্রহণ করলেন, এক জনের 'বাইয়াত' গ্রহণ করলেন না। কারণ তার হাতে তাবীজ বাঁধা ছিলো। একথা শুনে ওই লোকটি তার হাতের তাবীজ ছিঁড়ে

www.pathagar.com

ফেললো। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাইয়াত নিলেন এবং বললেন, যে লোক তাবীজ ব্যবহার করে সে শিরক করে।"

এসব বর্ণনা থেকে বুঝা গেলো, তাবীজ-তুমার ব্যবহার করাও এক রকম শির্ক, হারাম কাজ।

কোনো কিছুকে খারাপ লক্ষণ মনে করা

কোনো জিনিসকে খারাপ লক্ষণ মনে করা একটা কুসংস্কার। অবশ্য প্রাচীনকাল থেকেই এ ধরনের কুসংস্কারের ধারা চলে এসেছে ভিত্তিহীন ধ্যান ধারণার আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে।

হযরত সালেহ আঃ-ও তাঁর ভ্রষ্ট জাতির কাছে তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার সময় তাঁকে ও তার সাথীদেরকে জাতির জন্য কুলক্ষণ বলে দাবী করেছিলো। কুরআনে সে কথাটা সূরা আন্ নামলের ৪৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اطَّيَّرْنَابِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ط ـ النمل : ٤٧

"আমাদের ধারণায় তুমি ও তোমার সাথীরা তো একটি কুলক্ষণমাত্র।"

ফেরাউন ও তার আমাত্যবর্গ তাদের উপর কোনো বিপদ আসতে দেখলে তারা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে কুলক্ষণে মনে করতো। সূরা আল আ'রাফের ১৩১ আয়াতে একথাই বলা হয়েছে ঃ

يَطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ط ـ الاعراف : ١٣١

"ফেরাউন গোষ্ঠী কোনো বিপদ দেখলে হযরত মূসা ও তার সঙ্গী সাথীদেরকে কুলক্ষণ বলে মনে করতে শুরু করতো।"

নবী রাসূলদের দাওয়াত অস্বীকার করার কারণে কোনো বিপদ আপদ আসতে দেখলে সেই সময়কার কাফিররাও এ ধরনের কথাই বলাবলি করতো। সূরা ইয়াসীনের ১৮ আয়াতে আছে ঃ

قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ج لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ يس : ١٨

"কাফির লোকেরা বলতে লাগলো, আমরা তো তোমাদেরকে আমাদের জীবন চলার পথে কুলক্ষণের কারণ বলে মনে করি।"

www.pathagar.com

নবীগণ বলে উঠলেন ঃ

قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ط - يس : ١٩

"তোমাদের কুলক্ষণ ও দুর্ভাগ্যের কারণ তো তোমাদের সাথেই লেগে আছে।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ১৯

অর্থাৎ তোমাদের কুফরীই মূলতঃ তোমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ। আল্লাহর রাসূলদের সাথে তোমাদের দুর্ব্যবহারের কারণে তোমাদের এ দুর্দশা।

আসলে এসব কুলক্ষণ মনে করা হলো দুর্বল মনের পরিচয়। বুদ্ধিমান সচেতন ও চিন্তাশীল লোক এ ধরনের বোকামী ও দুর্বলতার পরিচয় দিতে পারে না। এসব কুসংস্কার থেকে মু'মিনকে বেঁচে থাকতে হবে।

বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ ও প্রচার ইসলামে হারাম

বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করা এবং এর প্রচার প্রপাগাণ্ডা করা ইসলামে হারাম। বিদ্বেষের দিকে মানুষকে আহ্বান করাকে জাহেলিয়াতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اِلٰى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلٰى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلٰى عَصَبِيَّةٍ - ابوداؤد

"যে লোক বিদ্বেষাত্মক ভাবধারার দিকে মানুষকে আহ্বান জানায়, যে লোক বিদ্বেষপ্রসূত জিঘাংসার উপর লড়াই করে, যে লোক বিদ্বেষাত্মক মনোভাব পোষণ করে মৃত্যুবরণ করে, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।"

ইসলাম মানুষের রং, বর্ণ, বংশীয় আভিজাত্য ও আঞ্চলিকতার উপর কোনো গুরুত্ব আরোপ করে না। বরং ইসলাম এসব হীনমন্যতাবোধকে হারাম ঘোষণা করেছে। এক দেশ বা এক বর্ণের লোক, অন্য দেশ বা বর্ণের লোককে ঘৃণা করতে পারে না, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াতে পারে না। এটা খুবই গর্হিত কাজ।

বংশ ও বর্ণে কোনো গৌরব নেই

আল্লাহ তাআলা কুরআনে পাকে বলেছেন ঃ

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ ط - الحجرت : ١٣

www.pathagar.com

"তোমাদের সবচেয়ে বেশী তাকওয়া সম্পন্ন লোকই আল্লাহর কাছে বেশী মর্যাদাশালী।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৩

কাজেই কে কোন্ বর্ণের লোক ? কে কোন্ বংশের লোক ? কে কোন্ দেশের লোক ? এ নিয়ে গর্ব ও অহমিকা প্রকাশের কোনো কারণ নেই। কে কতো মর্যাদাশালী ও সম্মানিত তা নিরূপিত হবে শুধু তার তাকওয়ার ভিত্তিতে। যে যতো বেশী আল্লাহকে ভয় করে সে ততোবেশী মর্যাদা ও প্রতিপত্তির অধিকারী।

সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত আছে। একবার হযরত বিলাল হাবশী ও আবু যার রাঃ পরস্পর রাগারাগি করে গালাগাল শুরু করলো। এক পর্যায়ে রাগ সামলাতে না পেরে হযরত আবু যর গিফারী রাঃ বিলাল রাঃ-কে বলে ফেললেন, يَا ابْنَ السَّوْاد "হে কালোর সন্তান!' বিলাল রসূলের কাছে গিয়ে নালিশ করলেন। তিনি আবু যর রাঃ-কে বললেন ঃ

اَعَيَّرْتَهُ بِاُمِّهِ اِنَّكَ امْرُ وَفِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ -

"তুমি ওর মাকে মন্দ বললে ? তোমার মাঝে তো জাহিলিয়াতের স্বভাব দেখা যাচ্ছে।"

হযরত আবু যার রাঃ হতে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ তাকে বলেছেন ঃ

اُنْظُرْ فَاِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِّنْ اَحْمَرَ - وَلاَ اَسْوَدَ اِلاَّ اَنْ تُفَضِّلَهُ بِتَقْوَى اللّٰهِ تَعَالَى - احمد

"হে আবু যার! তুমি তোমার সম্পর্কে চিন্তা করে দেখো। লাল বা কালো রঙের লোকদের চেয়ে তুমি কোনো অংশেই উত্তম নও। তুমি ওর উপর শুধু তাকওয়ার ভিত্তিতেই মর্যাদা লাভ করেছো।"

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

كُلُّكُمْ بَنُوْا اٰدَمَ - خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ - البزار

"তোমাদের সকলেই আদম সন্তান! আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।"–বায্যার

এর অর্থই হচ্ছে সকল মানুষ এক সমান। কারণ সকলেই আদম হতে এসেছে। আর আদম আঃ হচ্ছেন মাটির তৈরী। কাজেই কোনো মানুষের মর্যাদার বড়াই করে আত্ম অহংকারে ভোগা ঠিক নয়।

www.pathagar.com

এছাড়াও মানুষ মানুষে কোনো পার্থক্য নেই বলে হাদীসে আরো অনেক উদ্ধৃতি আছে। এ ভুলে নিমজ্জিত হয়ে মানুষ যেন আত্মঅহংকারে না ভোগে একথাই ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে।

মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ

কোনো লোক মারা গেলে তার আপনজন ও আত্মীয়-স্বজনরা দুঃখ করবে, কান্নাকাটি করবে এটা স্বাভাবিক। এ স্বাভাবিক কান্নাকাটি ও দুঃখ প্রকাশ করতে ইসলাম কোনো বাধা দেইনি। কিন্তু মৃত ব্যক্তির জন্য কিসসা কাহিনী বলে গানের সুরে উচ্চস্বরে কান্নাকাটি ও রোনাজারী করা ইমলামে নিষিদ্ধ। এটা জাহেলিয়াতের যুগের জাহেলী রীতিপদ্ধতি। ইসলাম এ পদ্ধতির বিলাপ ও রোদনকে একেবারেই হারাম করে দিয়েছে। কারণ এ ধরনের আত্মঘাতি বিলাপের দ্বারা কোনো পক্ষেরই কোনো উপকার হয় না। না মৃত ব্যক্তির, না বিলাপকারীদের। মৃত্যু অবধারিত সত্য। এপার থেকে ওপারে সকলকেই চলে যেতে হচ্ছে। চলে যেতে হবে। ওপারে চলে যাবার অর্থ ধ্বংস হয়ে যাওয়া নয়, বিলুপ্তি নয়, স্থানান্তর মাত্র। এ বিলাপ দ্বারা আল্লাহর কোনো হুকুম রদবদল হয়ে যাবে না। কাজেই মৃতের জন্য ধৈর্যের সাথে স্বাভাবিকভাবে দুঃখ করবে, কাঁদবে। আর তার পরকালীন জীবনের সুখশান্তি ও নাজাতের জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাবে।

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ـ

"মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে নিজের চেহারায় আঘাত করে জখম করা, গায়ের কাপড় চোপড় ছিঁড়ে জাহেলিতের যুগের মতো আর্তনাদ ও চিল্লাচিল্লীকারী আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।"–বুখারী

এ ধরনের কান্নাকাটির জন্য কোনো নির্দিষ্ট শোকের কাপড় ব্যবহার, অলংকারাদী পরিহার করা, পরিধেয় বস্ত্র ছেড়ে দেয়া, চেহারা ছুরতে পরিবর্তন আনা একেবারেই নাজায়েয।

তবে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে সাধারণ নিয়মে স্বামীর বিরহে শোক প্রকাশ করতে হবে। চার মাস দশ দিনের ইদ্দত পালন করতে হবে। আর এ সময়ে স্ত্রী যেনো কারো প্রতি আকর্ষণীয় হয়ে না ওঠে সে জন্য তেমন কোনো সাজগোজ করবে না, অলংকার পরবে না।

❐

www.pathagar.com

(১২)

পারস্পরিক কাজকর্ম

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাসকারী মানুষের কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই তারা পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এককে অন্যের কাছে যেতে, তার দ্বারস্থ হতে হয়। বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রাখতে হয়, আদান প্রদান করতে হয়। এসব কাজ করতে মানুষ শুধু নিজের স্বার্থের প্রতি তাকাবে না অন্যের স্বার্থ ও সুবিধার প্রতিও তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

হারাম জিনিস ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা করাও হারাম

শরীআত যে জিনিস হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে তা ব্যবহার করা, তা থেকে উপকৃত হওয়াও হারাম। কাজেই এ নিষিদ্ধ ও হারাম জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করা ও এর ব্যবসা করা হারাম।

এ শ্রেণীর জিনিস হলো শূকর, মদ, হারাম খাবার ও পানীয়, মূর্তি, ক্রুশ, প্রতিকৃতি প্রভৃতি। এসব জিনিসের প্রচলন বন্ধ করে দেবার চেষ্টা চালাতে হবে। তাহলে এসব হারাম কাজের প্রসার তা লাভ করতে পারবে না।

প্রতারণামূলক বিক্রয় হারাম

যেসব জিনিস অজানা, ভালো কি মন্দ তা জানা যায় না। এসব জিনিস ধোঁকা দিয়ে, ত্রুটি লুকিয়ে রেখে তা না জানিয়ে বিক্রয় করা হারাম। এসব ক্রয়-বিক্রয়ের পরে ঝগড়াঝাটি হবারও আশংকা আছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে পুরুষ উটের পিঠের যে জিনিস, অথবা উষ্ট্রির পেটের বাচ্চা অথবা উড়ে যাচ্ছে এমন পাখি বা পানির মধ্যে থাকা মাছ, পাকার আগে ফল ও ফসল—এ ধরনের অজানা জিনিস ক্রয়-বিক্রয় হারাম ও নিষিদ্ধ।

জিনিসপত্রের দাম নিয়ে প্রতারণা

বাজারে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল থাকুক এটাই ইসলামের কাম্য। জিনিস-পত্র বাজারে স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে পারলে জিনিস পত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকে। পণ্য আমদানী ও এর চাহিদা অনুসারে দাম কমতে বাড়তে পারে। কাজেই বাজার অস্থিতিশীল করে ও অভাব সৃষ্টি করে মূল্যহ্রাস-বৃদ্ধির জন্য প্রতারণা করা ইসলামে হারাম।

www.pathagar.com

পণ্য মওজুদ করে রাখা হারাম

পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে ইসলাম স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার স্বাধীনতা দিয়েছে। কিন্তু লোকেরা অধিক মুনাফার লোভে দ্রব্যসামগ্রী গুদামজাত করে আটকে রেখে বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করবে। এ সুযোগে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে অধিক মুনাফা করবে এটা ইসলাম অনুমোদন করে না।

হাদীসে এসেছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنِ احْتَكَرَ الطَّعَامَ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللّٰهِ وَبَرِئَ اللّٰهُ مِنْهُ -

"যে লোক চল্লিশ রাত পর্যন্ত ভোগ্যপণ্য মওজুদ করে রাখে, তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহর সাথেও তার কোনো সম্পর্ক নেই।"–আহমাদ, হাকেম

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ

لَايَحْتَكِرُ اِلاَّ خَاطِئٌ - مسلم

"অপরাধী পাপী লোক ছাড়া কেউ পণ্যদ্রব্য মওজুদ করে রাখে না।"

মোটকথা বাজারকে স্বভাবিক গতিতে চলতে হবে। এভাবে চলতে থাকলে দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক উঠানামা করবে। এতে জনগণের তেমন অসুধিা হবে না। কিন্তু বেশী মুনাফাখোরীর চিন্তায় কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে অধিক মূল্যে মাল বিক্রি করে বেশী লাভ করার সুযোগ নেয়া ইসলামে হারাম।

বাজারের অবাধ স্বাধীনতায় কৃত্রিম বাধা

এ ব্যাপারটিও পণ্য মওজুদ করার মতো আর একটি ব্যাপার। একাজটি করতেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। এতে বাজারের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। ব্যাপারটি এমন—শহরের লোকেরা গ্রাম থেকে আসা লোকদের পণ্য ক্রয় করে নেয়া। অর্থাৎ গ্রাম থেকে চলতি দামে নগদ বিক্রি করার উদ্দেশ্যে লোকজন শহরে আসে। শহরবাসীরা তাদের কাছে বাকীতে মাল ক্রয় করে রেখে দেয়। বলে দেয়, পরে আজকের দামের চেয়ে বেশী দামে তোমাদেরকে মূল্য দেবো। এ ধরনের ব্যবসাও নিষিদ্ধ। এটাও এক ধরনের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির জন্য মাল মওজুদ করে রাখা। ইসলামে এ ধরনের ব্যবসাও জায়েয নেই। জাহেলিয়াতের যুগে আরবে এ ব্যবসা চালু ছিলো।

www.pathagar.com

দালালী জায়েয

দালালী করাতে কোনো দোষ নেই। কারণ এটা এক ধরনের পথ দেখিয়ে দেয়া, ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে যোগাযোগ স্থাপন করে দেয়া। এতে উভয় পক্ষই উপকৃত হয়। এটা আজকালকার ক্লিয়ারিং ফরওয়াডিং-এর মতোই। পাইকারী এমন কি খুচরা ব্যবসায়ীদের জন্যও মধ্যস্থতার বড়ো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অতীতের তুলনায় আজকের দিনে এর প্রয়োজন তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে।

দালাল যদি তার নির্দিষ্ট বিনিময় নগদ গ্রহণ করে অথবা মুনাফা থেকে কমিশন অথবা অন্য কোনোভাবে দুই পক্ষের সম্মতিতে একটা অংক নেয় তাহলে তাতে দোষ নেই। হযরত ইমাম বুখারী বলেছেন, ইবনে সিরীন, আতা, ইবরাহীম হাসান প্রমুখ বিখ্যাত ফিকাহবিদগণ দালালী করে বিনিময় গ্রহণ করতে কোনো দোষ মনে করেননি। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ বলেছেন, একজন যদি অন্যজনকে বলে, এ কাপড়টা বিক্রি করে আমাকে এতো টাকা দিও, অতিরিক্ত তোমার। তাহলে তা জায়েয। ইবেন সিরীন বলেছেন, এ জিনিসটি এতো দামে বিক্রি করো। আর বেশী যা পাবে তা তোমার কিংবা তা তুমি আর আমি ভাগ করে নেবো। একই কাজ হলে দোষের কিছু নেই। কাজেই বুঝা গেলো দালালী করা জায়েয।

মুনাফাখোরী ও ধোঁকাবাজী হারাম

কৃত্রিম উপায়ে হস্তপেক্ষ করে বাজার অস্বাভাবিক করতে নিষেধ করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুনাফাখোরী ও ধোঁকাবাজী করতেও খোলাখুলিভাবে নিষেধ করেছেন। ব্যাপারটি বুঝাতে গিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ বলেছেন ঃ জিনিসটি কিনবে না অথচ ন্যায্যমূল্য হতে বেশী ডাক দিয়ে দ্রব্যের দাম উঠিয়ে দেয়া, যাতে অন্যে এ দাম বলে, এটা একটা ধোঁকাবাজী।

কেনা-বেচাকে মুনাফাখোরী থেকে আর দ্রব্যমূল্যকে ধোঁকাবাজী হতে বাঁচাবার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে মাল উঠার আগেই বাজারের বাইরে মাল ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। কারণ একাজ করলে মূল বাজারেই পণ্যের আমদানী ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ফলে দ্রব্যের সঠিক মূল্য নির্দিষ্ট হতে পারবে না। কারণ পণ্যের মূল্য বাজারে মালের আমদানী ও চাহিদার উপর নির্ভর করে। এ অবস্থায় বিক্রেতা বাজারের দাম, দস্তুর কিছুই জানতে পারে না। এজন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন পণ্য বাজারে পৌছার পর আগের ওয়াদা

www.pathagar.com

ভঙ্গ করার হক বিক্রেতার আছে। এই ধরনের ধোঁকাবাজী ইসলাম পরিপূর্ণ হারাম করে দিয়েছে। আর এ ধোঁকাবাজী বেচাকেনার ব্যাপারেই হোক অথবা সাধারণ কোনো ব্যাপারে হোক।

বারবার কসম করা

ধোঁকাবাজী করার সাথে সাথে যদি কেউ কিরা-কসম কাটে তাতে হারামের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। কিরা-কসম কাটতে বিশেষ করে মিথ্যা কসম কাটতে নবী করীম সঃ কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন।

তিনি বলেছেন ঃ

اَلْحَلْفُ مُنْفِقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ - بخارى

"কিরা-কসম দিয়ে পণ্য তো বিক্রি করা যায়, কিন্তু বরকত পাওয়া যায় না।"

কিরা-কসম কাটা মূলত ফাঁকিবাজী করার শামিল। এতে আল্লাহর নামের মর্যাদা নষ্ট হয়।

মাপে কমবেশী করা

বিক্রি করার সময় মাপে কম দেয়া আর ক্রয় করার সময় বেশী নেয়া দুটোই সমান অপরাধ। দুটো কাজই হারাম। সূরা আল আনআমের ১৫২ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ط لَانُكَلِّفُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا ط -

"তোমরা মাপার পাত্র ও ওজনের পাল্লা ইনসাফের সাথে পূর্ণ করে দিও। মানুষের সাধ্যের বাইরে আমি কারো উপর কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেই না।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৫২

সূরা আল আনআমের ১৫১-১৫২ আয়াতে দশটি উপদেশ দেয়া হয়েছে। ওজনে কমবেশী না করার উপদেশটিও গুরুত্বের কারণে এর সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৫ আয়াত ও সূরা মুতাফ্ফিফীনের ১-৬ ও সূরা আশ শূআরায় ১৮১-১৮৩ আয়াতে এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

মুসলিম সমাজের জন্য এ নির্দেশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লোকদের সাথে পারস্পরিক লেনদেনে সামাজিক কাজকর্মে এ নীতির বহির্প্রকাশ ঘটে। এতে জাতীয় পরিচয় পাওয়া যায়। কেনার সময় এক রকম মাপ আর

www.pathagar.com

বেচার সময় আর এক রকম মাপ এ কোনো নীতিবাদী জাতি ও মানুষের কাজ হতে পারে না। এর থেকে বাঁচতে হবে। আল্লাহর রোষানল হতে রক্ষা পেতে হবে।

চোরাই মাল ক্রয়

ইসলাম একটা পবিত্র দীন। পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করা ইসলামের লক্ষ্য। ঠকবাজী ইসলাম মোটেই অনুমোদন করে না। পরস্ব হরণ খুবই গর্হিত কাজ। কাজেই যে মাল চুরি করে আনা হয়েছে অথবা কোনোভাবে মালিককে ঠকিয়ে হস্তগত করা হয়েছে। এ ধরনের চোরাই মাল ক্রয় করা মুসলমানের জন্য জায়েয নয়। এ কাজ করার অর্থই হলো হরণকারী ও চোরকে তার সহযোগিতা করা।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنِ اشْتَرٰى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهَا سِرِقَةٌ فَقَدْ اِشْتَرَكَ فِىْ اِثْمِهَا وَعَارِهَا ـ

"যে লোক জেনেশুনে চুরির মাল ক্রয় করলো, সে চোরের গুনাহ ও তার অন্যায় কাজে শরীক হয়ে গেলো।"–বায়হাকী

সুদ হারাম

সামাজিক জীবনের একটি বড়ো গর্হিত কাজ হলো 'সুদ'। আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন। আর ব্যবসার মাধ্যমে মূলধনে যে লাভ আসবে তাকে করেছেন হালাল। সুদের লেনদেনকে করেছেন হারাম।

সূরা আন নিসার ২৯ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ ـ

"হে মু'মিনরা! তোমরা পরস্পরের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না। তবে তোমাদের পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে হলে তাতে দোষ নেই।"

কিন্তু সুদের পদ্ধতিতে মুনাফা হাতানোর সব পথকে ইসলাম সম্পূর্ণ-ভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। সুদের পরিমাণ কমবেশী হওয়ায় এ হারামের কোনো তারতম্য নেই। সবই হারাম। ইহুদী জাতির উপরও এ সুদ হারাম ছিলো। এরপরও তারা সুদের ব্যবসা করেছে। এজন্য তাদেরকে অভিসম্পাত দেয়া হয়েছে। সূরা আল বাকারার ২৭৮-২৭৯ আয়াতে আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ج لَاتَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ○ البقرة : ٢٧٨-٢٧٩

"হে মু'মিনরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের বাকী অংশ ছেড়ে দাও যদি তোমরা প্রকৃতই ঈমানদার হও। যদি তা না-ই করো, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তৈরী হয়ে যাও। আর তোমরা যদি তাওবা করো তাহলে তোমাদের মূলধন তোমরা ফেরত পেতে পারো। তোমরা যুলুম করো না, তোমাদের উপরও যুলুম করা হবে না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৮-২৭৯

সুদের লেনদেন বন্ধ না করলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকার জন্য হুশিয়ার করে দিয়েছেন। সুদী কাজ কারবারের ফলে মানুষের জীবনে ও সমাজে কি অভিশাপ নেমে আসে রসূলুল্লাহ সঃ সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اِذَا ظَهَرَ الرِّبَا وَالزِّنَا فِىْ قَرْيَةٍ فَقَدْ اَحَلُّوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللّٰهِ ـ

"সুদ ও জিনা ব্যাপকভাবে কোনো জনবসতিতে ছড়িয়ে পড়লে, তাদের উপর আল্লাহর আযাব আসা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।"

শুধু ইসলামেই সুদকে হারাম করা হয়নি বরং এর আগে অন্যান্য ধর্মসমূহে বিশেষ করে ইহুদী ও খৃস্টান ধর্মগ্রন্থেও সুদকে নিষ্ঠুর আচরণ ঘোষণা করে তা পরিহার করে চলার ঘোষণা দেয়া হয়েছিলো। যদি এ দুই জাতি পেটভরে সুদ খায় ও দেয়। তাদের 'পুরাতন নিয়ম গ্রন্থের' এ হুকুম পরিবর্তন করে তারা তাদের 'ভাই' অর্থাৎ ইহুদীদের কাছ থেকে সুদ খাওয়া নিষেধ করেছে। অইহুদীদের কাছ থেকে সুদ খেতে কোনো আপত্তি নেই, নিষেধও নেই।

সুদ হারাম কেনো

সুদ একটি অমানবিক ও নিষ্ঠুর নির্মম অর্থনৈতিক লেনদেন। সুদের ব্যাপারে তাই ইসলাম খুবই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কঠোর ভাষায় সুদকে হারাম ঘোষণা দিয়েছে। সামগ্রিকভাবে মানুষের কল্যাণ সধিত হয়েছে।

www.pathagar.com

সমাজ জীবনে নৈতিকতা, দয়া ও অর্থনীতিকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

সুদ হারাম হবার যুক্তি দেখিয়ে ইমাম রাযী বলেছেন, সুদ লোকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে থাকে কোনো বিনিময় ছাড়াই। কারণ যে লোক এক টাকাকে দুই টাকায় বিক্রয় করে, সে এক টাকা বেশী গ্রহণ করে। এজন্য তাকে কিছুই দিতে হয় না। আর মানুষের টাকা তো তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্যই লাগে। এর বিশেষ একটা মর্যাদা আছে। হাদীসে এসেছে ঃ

حُرْمَةُ مَالِ الْاِنْسَانِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ ـ تفسير الرزى ج ٧، ص ٤

"মানুষের রক্তের যে মর্যাদা মানুষের ধন-সম্পদেরও সে একই মর্যাদা।"

তাই কোনো ধরনের বিনিময় ছাড়া তা গ্রহণ করা পরিপূর্ণ হারাম হওয়াই উচিত। দ্বিতীয় কারণ হলো, সুদের মাধ্যমে ধন-সম্পদ উপার্জন মানুষকে শ্রমবিমুখ করে। কারণ সুদের ভিত্তিতে পুঁজি খাটাবার কারণে যখন অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যায়, তখন ব্যবসা বা অন্য কোনো কিছুতে পরিশ্রম করার আর প্রয়োজন কি ? এজন্য সমাজের সামষ্টিক কল্যাণ নস্যাত হয়ে যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, কৃষিকাজ ইত্যাদি গড়ে না উঠলে সাধারণ লোকের কোনো কল্যাণ চিন্তাই করা কঠিন।

তৃতীয় কথা হলো, সুদের কারণে মানুষের মধ্যে প্রচলিত নিয়মে ঋণ দেয়া-নেয়ার নিয়ম প্রথা বিনষ্ট হয়ে যাবে। কারণ সুদ ব্যবস্থা হারাম হলে মানুষ একটাকা ঋণ নিয়ে একটাকাই ফেরত দেবে। আর সূদ হালাল থাকলে মানুষ এক টাকা দিয়ে দুই টাকা পাবে। তাই সুদ প্রথায় স্বার্থচিন্তা বাড়ে। অপরদিকে দয়া-মায়া, সহৃদয়তা, কল্যাণকামনা সমাজ থেকে তিরোহিত হয়ে যায়। সুদ হারাম হবার এটা একটা নৈতিক কারণ।

চতুর্থ কথা হলো, সাধারণ নিয়মে ঋণদাতা ধনী ও ঋণগ্রহীতা গরীব হয়। সুদভিত্তিক ঋণের কারণে ধনী লোকটিকে গরীব লোকটির কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করে নেবার যুলুম করার অধিকারী বানিয়ে দেয়া হয়। ফলে ধনী শুধু ধনী হয়। আর গরীব দিন দিন নিঃস্ব হয়ে যায়। সমাজে দয়ামায়ার পথ শেষ হয়ে নিষ্ঠুর আচরণ বৈধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় ইসলামী শরীআত দয়ামায়া ও মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করে নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতাকে উচ্ছেদ করতে চায়। এটাই হলো সুদ হারামের মূল কারণ।

www.pathagar.com

সুদের ব্যবসায়ী ও সুদী দলীল লেখক

সুদের আলোচনায় প্রমাণিত হলো সুদ সরাসরি একটি যুলুম। তাই যে সুদের ব্যবসা করে, সে-ই শুধু যুলুম করলো না। বরং যে লোক সুদী ব্যবসার দলিলপত্র লিখে দিলো, সাক্ষী হলো, তারা সকলেই যুলুমের কাজে শরীক হলো। তাই তারাও অপরাধী। হাদীসে এসেছে ঃ

لَعَنَ اللّٰهُ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهِ ـ مسند احمد، ابوداؤد، نسائى، ابن ماجه

"যে সুদ খায়, সুদী কাজের সাক্ষী হয়, দলীল লেখে তাদের সকলের উপরই আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়।"

ঋণ থেকে নবী পানাহ চাইতেন

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানবতার ধর্ম। মানবজীবনে ভারসাম্য ও অর্থনীতিতে মাধ্যম পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ সূরা আল আনআমের ১৪১ আয়াতে বলেছেন ঃ

وَلَا تُسْرِفُوْا ط اِنَّهُ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ـ الانعام : ١٤١

"তোমরা সীমা অতিক্রম করো না। কারণ সীমা অতিক্রমকারীকে আল্লাহ পসন্দ করেন না।"-সূরা আল আনআম ঃ ১৪১

সূরা বনী ইসরাঈলের ২৬-২৭ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ○ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ط ـ

"অযথা খরচ করো না। কারণ অযথা খরচকারীরা শয়তানের ভাই।"

আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু সব ধনদৌলত খরচ করে ফেলতে বলেনি। আংশিক খরচ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহর পথে দানকারী সব দান করে দিয়ে যেন অভাবী ও দরিদ্র হয়ে না পড়ে, সে জন্য মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, তাকে ঋণও গ্রহণ করতে হবে না। এটা মধ্যমপন্থা অবলম্বনের ফলে সুফল।

রসূল সঃ ঋণ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন। তিনি বলতেন ঃ

(١) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ ـ

(٢) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ ـ

(٣) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ـ

www.pathagar.com

(১) "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ঋণের বোঝা বৃদ্ধি ও মানুষের রুদ্ররোষ থেকে পানাহ চাই।"

(২) "আমি কুফরী ও ঋণ হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।"

(৩) "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে গুনাহ ও ঋণ থেকে পানাহ চাই।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। হে আল্লাহর রসূল! আপনি ঋণ হতে এতো বেশী পানাহ চান কেনো ? জবাবে তিনি বললেন, মানুষ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে কথা বলার সময় মিথ্যা বলে। আর কথা দিয়ে কথার খেলাফ করে।

তিনি এক মৃতের দাফনের সময় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন ঃ

يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ شَيْءٍ اِلاَّ الدَّيْنَ - مسلم

"শহীদের ঋণ ছাড়া সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।"–মুসলিম

বেশী মূল্যে বাকী ক্রয়

বেশী মূল্যে বাকী ক্রয় কথাটার ব্যাখা দেয়া প্রয়োজন। নগদ দামে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা যেমন জায়েয পারস্পরিক সম্মতিতে বাকী মূল্যে ক্রয় করাও তেমনি জায়েয। তবে বাকী মূল্য পরিশোধ করার একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকতে হবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক ইহুদীর নিকট হতে পরিবার পরিজনের জন্য বাকীতে কিছু জিনিস ক্রয় করেছিলেন। এজন্য তিনি ইহুদীর কাছে তার লৌহ বর্মটি বন্ধক হিসেবে রেখেছিলেন।

দ্রব্য বিক্রেতা যিদি বাকীতে বিক্রি করার কারণে দ্রব্যটির মূল্য কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে বাজার দর থেকে কিছু বেশী ধরে তাহলে অনেক ফকীহ এটাকে হারাম মনে করেন, কারণ বিক্রির ন্যায্যমূল্যের উপরে পরিশোধ করতে দেরী হওয়াতে বেশী দাম ধরা সুদের মতো যুলুম। যুলুম ইসলামে হারাম।

কোনো কোনো ফকীহ এরূপ বাকী বিক্রয়কে জায়েয ও হালাল মনে করেন। তারা বলেন, ক্রয় বিক্রয় তো মূলতঃ হালাল। বাকীতে বেশী মূল্যে বিক্রি সুদী কারবারের মতো নয়। বিষয়টি চিন্তা করে দেখলে বুঝা যাবে, বিক্রেতা নগদে বিক্রি করলে এ টাকা তার অন্য ব্যবসার কাজে লাগিয়ে আরো লাভ করতে পারতো। ওদিকে ক্রেতা বাকীতে ক্রয় করতে পেরে একটু সুবিধাও পেলো। যেহেতু পণ্য আর মূল্য দুটো পৃথক পৃথক

www.pathagar.com

জিনিস, এক জিনিস নয়। তাই সুদের প্রশ্নই ওঠে না। তাই বেশী মূল্যে বাকী ক্রয়-বিক্রয় হালাল। ইমাম শাওকানীও এ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল মনে করেছেন। ইমাম শাফেয়ী, আবু হানীফা ও হযরত যায়েদ ইবনে আলী প্রমুখ ফকিহগণ এটাকে হালাল মনে করেছেন।

মূল্য পরিশোধ আগে পণ্য গ্রহণ পরে

সময় ও মূল্য নির্ধারণ করে বিক্রেতাকে অগ্রিম মূল্য দেয়া ও সময় পার হবার পর পণ্য গ্রহণ করাকে শরীআতের পরিভাষায় 'বায় সিলম' বলা হয়। এ ধরনের বেচাকেনা জায়েয। মদীনায় এ প্রচলন ছিলো বেশী।

কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ক্রয়-বিক্রয়ে একটি শর্ত আরোপ করেছেন। শর্তটি মানা হলে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে আর কোনো দোষ থাকে না। শর্তটি হলো তার ভাষায় ঃ

مَنْ اَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِىْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ-

"যে লোক অগ্রিম মূল্য আদায় করে কোনো দ্রব্য ক্রয় করতে চায় তাহলে সে যেনো সে দ্রব্যের ওজন পরিমাণ ও সময় নির্দিষ্ট করে ঠিক করে নেয়।"

এ তিনটি আগ থেকেই সিদ্ধান্ত হয়ে থাকলে পাছে কোনো ঝগড়াঝাটির আশংকা থাকে না।

শ্রম ও মূলধনে পরস্পর সহযোগিতা

দেখা যায় কাউকে আল্লাহ অনেক গুণ ও যোগ্যতা দিয়েছেন, কিন্তু ধন-সম্পদ দেননি। আবার কাউকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু গুণ ও যোগ্যতা তেমন দেননি। এটা সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহর কুদরত-রহস্য। এমন ধন-সম্পদের মালিক তার ধনের পুঁজি কোনো গুণের পুঁজিসম্পন্ন লোকের হাতে তুলে দিয়ে পরস্পর ধনের পুঁজি ও গুণযোগ্যতা পুঁজি একত্র করে কাজ কারবার করলে উভয়েই তো কল্যাণ পেতে ও লাভবান হতে পারে। ইসলাম এভাবে এ দু গুণের লোকের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে ইনসাফের সাথে কারবার করার সুযোগ করে দিয়েছে।

একজনের পুঁজি বা ধন অপরজনের শ্রম বা মেধা লাগিয়ে কোনো কাজ কারবার করাটাকেই শরীআতে ফিক্‌হের ভাষায় বায় মুযারিবা' বা 'কিরাজ' বলা হয়। এ কাজ কারবারে দু পক্ষকেই লাভ লোকসান সব কিছুতেই শরীক হতে হবে। লাভ বা লোকসান উভয়ের মধ্যে শতকরা

www.pathagar.com

পঞ্চাশ ভাগ, এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ। এভাবে হারাহার করে নির্দিষ্ট করে ভাগ করে নিতে হবে।

মূল কারবার এভাবে ঠিক হয়ে যাবার পর মুনাফা হলে চুক্তি অনুযায়ী তা দুই পক্ষের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। আর লোকসান হলে মুনাফা হতে তা বাদ দেবার পর হারমতো ভাগ করে নিতে হবে। মুনাফার তুলনায় লোকসান বেশী হলে, অতিরিক্ত লোকসান মূলধন থেকে নিয়ে নিতে হবে। মূলধনের মালিককে লোকসানের অংশ তার মূলধন থেকে কেটে দেয়া উচিত। কারণ তার শরীকেরও তো শ্রম ও মেধার লোকসান হয়েছে। এটাই ইসলামের বিধান।

মূলধনের মালিকের জন্য মুনাফার সীমা নির্ধারণ করা ও পুঁজির নিরাপত্তা দেয়া—লাভ হোক আর লোকসান হোক, তাকে মুনাফা দিয়ে যেতেই হবে, এটা সুবিচার ও ইনসাফ নয়। এতে শ্রম, যোগ্যতা ও মেধার উপর মূলধনকে প্রয়োজনের বেশী অগ্রাধিকার দিয়ে দেয়া হয়। পুঁজির মালিককে না শ্রম করার প্রয়োজন হয় না ক্ষতির ঝুঁকি মাথায় নিতে হয়। তাই মূলত এটা যদি সুদী কারবারের মতোই হয়ে দাঁড়ায়। এটা হতে পারে না।

অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা

কিছু লোকের সমন্বয়ে পরস্পর অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী ফার্ম ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা অথবা অন্য কোনোভাবে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ কারবার করা হালাল। এমন অনেক ব্যবসা বাণিজ্য আছে যার জন্য কিছুসংখ্যক ব্যবসায়ীক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, বুদ্ধিমান ও মোটা অংকের পুঁজির প্রয়োজন। অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে এ প্রয়োজন পূরণ হতে পারে।

ভালো কাজে পরস্পরের সহযোগিতার কথা কুরআনে পাকে বলা হয়েছে। আল্লাহ সূরা আল মায়েদার ২ আয়াতে বলেছেন ঃ

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى -

"তোমরা যেসব কাজ পুণ্যময় ও আল্লাহর ভয়-ভীতিমূলক তাতে সকলের সাথে সহযোগিতা করবে।"

অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা বাণিজ্য করাকে ইসলাম শুধু জায়েযই রাখেনি বরং তাতে দুনিয়ায় আল্লাহর সাহায্য আর পরকালে অনেক

www.pathagar.com

সওয়াবের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। তবে এতে পরিপূর্ণ বৈধ পন্থা থাকতে হবে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অংশীদারী ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ

يَدُ اللّٰهِ عَلَى الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاِذَا خَانَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ رَفَعَهَا عَنْهُمَا ـ دار قطنى ـ

"শরীকদের উপর আল্লাহর সাহায্যের হাত থাকে। যতক্ষণ তাতে একজন অপর জনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে। একজন আর একজনের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করলে আমি তাদের দুজনের মধ্য থেকে উঠে যাই। আর সেখানে শয়তান এসে জায়গা দখল করে।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ـ فَاِذَا خَانَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا وَجَاءَ الشَّيْطَانُ ـ ابوداؤد، حاكم

"ব্যবসায়ে দুই শরীকের মধ্যে আমি তৃতীয়। যতক্ষণ তারা একজন আর একজনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে। একজন আর একজনের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করলে আমি তাদের দুজনের মধ্য থেকে উঠে যাই। আর সেখানে শয়তান এসে জায়গা দখল করে।"

বীমা ব্যবসা

বীমা ব্যবসা ব্যবসায়ের এক আধুনিক সোপান। নতুন অ্যারেনা। নতুন রূপ। বর্তমানে নানা ধরমের বীমা আছে। এর মধ্যে জীবন বীমা, আগুন বীমা, দুর্ঘটনা বীমা প্রধান। গোটা বীমা ব্যবসাটাই সুদের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। সুদের ভিত্তিতেই সারা বিশ্বে বীমা কোম্পানীগুলোর ব্যবসা চলছে। বীমায় চালু সব নিয়ম পদ্ধতিই হারামের উপর চলছে। তাই এসব ব্যবসা হারাম।

কিন্তু সুখের ব্যাপার হচ্ছে কিছুদিন থেকে ইসলামী বাংক বাংলাদেশের মতো এ দেশে বীমা ব্যবসাকেও ঢেলে সাজিয়ে ইসলামসম্মত ও ইসলামিক পদ্ধতি করার জোর প্রচেষ্টা চলছে। ইসলামী পদ্ধতিতে বীমার

www.pathagar.com

সবদিক পরিচালিত হলেই বীমা ব্যবসা হালাল হয়ে যাবে। কারণ মূল বীমার ব্যাপারটা ইসলামের পরিপন্থী নয়।

প্রকৃত ব্যাপার হলো, ইসলামী জীবন বিধান মুসলমান জনগণ ও ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন বসবাসকারী লোকদের জন্য সামষ্টিক ভরণ-পোষণ ব্যবস্থা বা সরকারী অর্থভাণ্ডার অর্থাৎ বায়তুলমালের সাহায্যে বীমার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল প্রকৃত প্রস্তাবে জনগণের বীমা কোম্পানীর কাজ করে। এ রাষ্ট্রের অধীনে যারাই বসবাস করবে তারা সকলেই বায়তুলমাল থেকে জীবনের সকল বিষয়ে নিরাপত্তা পাবে। দুর্ঘটনা হোক, আগুনে জ্বলে যাওয়া হোক অথবা অন্য কোনো বিপদ সকল অবস্থায় বায়তুলমাল কাজে লাগবে। এটাই বীমা। ইসলামী রাষ্ট্রই বীমা কোম্পানীর নামান্তর।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَنَا اَوْلٰى بِكُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ نَفْسِهٖ - مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهٖ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضِيَاعًا فَاِلَىَّ وَعَلَىَّ - بخارى، مسلم

"প্রতি মুসলমানের সাথে আমার সম্পর্ক তার নিজের তুলনায়ও অনেক বেশী কাছাকাছি। যে মুসলমান ধন-সম্পদ রেখে যাবে, তা তার উত্তরাধীকারদের জন্য। আর যে মুসলমান ঋণ অথবা অক্ষম শিশু সন্তান রেখে যাবে, সেই ঋণ শোধ ও সন্তান পালন আমার দায়িত্ব।"–বুখারী, মুসলিম

এর চেয়ে উত্তম জীবন বীমা আর কি হতে পারে।

জমিতে ফসল উৎপাদন

আইন ও শরীআত অনুযায়ী কোনো লোক জমির মালিক হলে সে জমিতে চাষাবাদ করবে। ফল ফসল উৎপাদন করবে এটাই মালিকের দায়িত্ব। জমি অনাবাদী ফেলে রাখা যাবে না। এতে আল্লাহর নেয়ামতের সাথে অবজ্ঞা ও অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হবে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় জায়গা জমি কাজে লাগাতে পারে।

এক ঃ জমির মালিক নিজেই জমিতে চাষাবাদ করে ফসল উৎপাদন করতে পারে। গাছপালা লাগিয়ে ফসল ফলাবার ব্যবস্থা করতে পারে। এসব থেকে মানুষ, পশু-পাখী, জীব-জন্তু উপকৃত হতে পারবে। এ সবের

www.pathagar.com

সওয়াব মালিকই পাবে। রসূলের সাহাবীগণের অনেকেই চাষাবাদ করে জীবন যাপন করতেন।

দুই ঃ জায়গা জমি নিজে চাষাবাদ করতে না পারলে তার কোনো ভাইকে চাষাবাদের জন্য দিয়ে দেবে। সে তার সব শক্তি বা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দিয়ে চাষাবাদ করে উৎপাদন করবে। সব ফল সে পাবে মালিক কিছুরই মালিক হবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيَمْنَحْهَا اَخَاهُ- بخارى، مسلم

"যে লোকের জমি আছে সে নিজে চাষাবাদ করবে। নতুবা তার ভাইকে তা চাষাবাদ করে খেতে দেবে।"–বুখারী, মুসলিম

মোটকথা, জমি হয় মালিক নিজে চাষাবাদ করবে, নতুবা তার কোনো ভাইকে বিনিময় ছাড়াই চাষাবাদ করে খেতে দিবে। এর অর্থ তাকে দিয়ে দেয়া তার জন্য ওয়াজিব নয়। বরং মুস্তাহাব বা উত্তম।

তিন ঃ তৃতীয় পদ্ধতি, যে লোক নিজের যন্ত্রপাতি, বীজ, পশু দিয়ে চাষাবাদ করবে জমির মালিক তাকে জমি দেবে। শর্ত হবে উভয়ের সম্মত পরিমাণ অংশ যেমন অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ সে পাবে। জমির মালিক জমি চাষাবাদকারীকে বীজ যন্ত্রপাতি ও পশু দিলে তাও জায়েয হবে। এ পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে তাকে 'পারস্পরিক জমি চাষ' 'ভাগে জমি চাষ' 'মুখারিবা' ও 'মুসাকাত' ইত্যাদি বলা হয়।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে খায়বারের জমি অর্ধেক ফসলের শর্তে চাষাবাদ করতে দিয়েছিলেন। তিনি গোটা জীবন মৃত্যু পর্যন্ত এ পদ্ধতিতে কাজ করেছেন। তার পরের সকল লোকেরা এমন কি উম্মুহাতুল মু'মিনীন ও খলীফাগণ এ নীতি অনুসরণ করেছেন। গোটা মদীনাবাসীগণ এ পদ্ধতিতে চলেছেন।

চার ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে আর এক ধরনের চাষাবাদ প্রচলিত ছিলো। এ পদ্ধতিতে প্রতারণা, ধোঁকা-ঠকবাজী ও অজ্ঞতার অবকাশ ছিলো। কারণ জমির মালিক চাষাবাদকারীর উপর শর্ত আরোপ করতো যে, নির্দিষ্ট জমির এক-চতুর্থাংশ তার জন্য নির্ধারিত করে দিয়ে সীমা ঠিক করে দিতে হবে। চাষাবাদের পর সে সেই নির্দিষ্ট জমিটুকুর ফসল পাবে। তা যতোটাই হোক। অথবা মালিক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল মাপ বা ওজনে পাবে। আর বাকী ফসল থাকবে একা

www.pathagar.com

চাষাবাদকারীর জন্য। অথবা তা দুজনের মধ্যে আধা-আধি ভাগ করে দেয়া হবে। কিন্তু এ পদ্ধতিতে দুজনের মধ্যে একজনের জন্য একটা পরিমাণ জমি বা ফসল আগ থেকেই নির্ধারিত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। কারণ অনেক সময় হয়তো জমির সে অংশে কোনো ফসলই হলো না। তাহলে একজন পাবে আর একজন পাবে না, প্রতারিত হবে। এতে ইনসাফ হয় না। বরং ইনসাফ হবে পারস্পরিক চুক্তি অনুযায়ী সমস্ত জমির সব ফসল থেকেই উভয় পক্ষ নিজ নিজ অংশ গ্রহণ করবে। জমির ফসল বেশী হলে দুই পক্ষই বেশী পাবে। আর কম হলে দুই পক্ষই কম পাবে।

কোনো ফসল না হলে কেউই কিছু পেল না। তাই এটাই উত্তম পন্থা।

আর একটা পদ্ধতি হলো নগদ টাকায় চাষাবাদকারীকে জমি চাষ করতে দেয়া। অনেকে এ পদ্ধতিকে জায়েয বলেছেন। কিছু সাহাবী ও ফিকাহবিদ এটাকে কেরায়া বলেছেন। কেরায়া দেয়া নিষিদ্ধ। তারা বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

জমি কেরায়া লাগাবার আর একটা নিয়ম হলো ভাগে চাষ করানো। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনকালে খায়বারের জমিদারের সাথে এ চুক্তি করেছিলেন। এ ব্যবস্থার উপর তিনি তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত অবিচল ছিলেন। চার খলিফার শাসনকালেও এ ব্যবস্থা চালু ছিলো।

তবে নগদ মূল্যের বিনিময়ে জমি কেরায়া দেয়া যে নিষেধ যা হাদীস থেকেই প্রমাণিত। আর তাতে যুক্তিও আছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

অংশীদারিত্বে পশুপালন

আমাদের দেশে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পশুপালনের রীতি বিদ্যমান আছে। এক পক্ষ পূর্ণ অথবা আংশিক মূলধন দেয়, অন্য পক্ষ দেখাশোনার দায়িত্ব নেয়। আর এর লাভ দুই পক্ষ ভাগ করে নেয়।

এ অংশীদারিত্বের কয়েকটা ধরন আছে। প্রথমতঃ ব্যবসার উদ্দেশ্যে এতে এক পক্ষ মূলধন লাগায়। অন্য পক্ষ শ্রম দিয়ে পশুকে পালে, মোটাতাজা করে। লালনপালনের খরচ উভয় দেয়। এক সময়ে পশুটি বিক্রি করে খরচ বাদ দিয়ে চুক্তি অনুযায়ী মুনাফা ভাগ করে নেয়।

দ্বিতীয়তঃ এক পক্ষ মূল্য দেবে। অপর পক্ষ খরচ দেবে, দেখাশুনা ও লালন পালন করবে। আর পশুর দুধ নিবে। পশুটি চাষাবাদ বা পানি

www.pathagar.com

বহনের কাজে লাগাবে। এ অবস্থাও জায়েয। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهٖ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا ـ وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهٖ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِىْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ ـ بخارى

"বন্ধক রাখা পশুর খরচপত্র বহনের বিনিময়ে তাতে সওয়ার হওয়া যায়, তার দুধও খাওয়া যায়। যে সওয়ার হয় ও দুধ পান করে খরচপত্র তাকেই বহন করতে হবে।"–বুখারী

www.pathagar.com

১৩

খেলাধুলা ও বিনোদন

ইসলাম বাস্তববাদী ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল একটি জীবন বিধান। বাস্তব অবস্থার সাথে মিল রেখেই শরীআত প্রণেতা এ বিধানের সকল বিধিনিষেধ জারী করেছেন। অবাস্তব কল্পনা-বিলাস কুপমণ্ডুকতার স্থান ইসলামে নেই। ইসলামে স্থান নেই সংকীর্ণতা ও স্থবির চিন্তা-ভাবনার। দৃষ্টির প্রসারতা, জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক-বিবেচনা এবং মুক্তচিন্তা, ইসলামের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। স্বভাব প্রকৃতির এ বিধান ইসলাম মানুষকে স্বাভাবিক গতিতে অনিন্দসুন্দর পথে চলতে কোনো বাধা দেয় না।

সঠিক ও সুন্দরের পথে চলতে যেমন আল্লাহর যিকির ফিকির প্রয়োজন, তেমনি সুন্দর ও পরিমার্জিত জীবন গঠনে নির্দোষ আনন্দ-আহলাদ, রুচিশীল হাসি-তামাশা, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডেরও প্রয়োজন। এসবই মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতে আল্লাহ নিহিত রেখেছেন। মানুষের জীবনে পানাহার যেমন একটি চাহিদা ও প্রয়োজন, তেমনি সময়ে সময়ে জীবনের বোঝা হাল্‌কা করার জন্য প্রয়োজন খানিকটা বিনোদনেরও। কিন্তু কোনো কিছুতেই সীমা ছাড়িয়ে যাওয়াকে ইসলাম পসন্দ করে না। যা করতে হবে সীমার মধ্যে থেকেই করতে হবে।

রসূলুল্লাহ সঃ-এর স্বভাব

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল ছিলেন। বিশ্বের মানবতার বন্ধু ছিলেন। তিনি উন্নত জীবনের অধিকারী ছিলেন। তাঁর জীবন ছিলো সুন্দরে ভাস্বর আদর্শে পরিপূর্ণ ও অনুসরণীয়। তিনি নিবিড় একাকীত্বে দীর্ঘসময় নামায পড়তেন। দীর্ঘসময় বিনয় সহকারে আল্লাহর দরবারে কাঁদতেন। তিনি স্বাভাবিকভাবে চলতেন। পোশাক পরিচ্ছদ খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতেন। পরিচ্ছন্নতা ছিলো তার জীবনের ভূষণ।

তিনি সুগন্ধি পছন্দ করতেন। সময়ে সময়ে হাসতেন, ঠাট্টা মশকরাও করতেন, মাঝে মাঝে রসিকতাও করতেন। আনন্দস্ফূর্তি হাসিখুশী থাকাকে তিনি বেশ পসন্দ করতেন। তিনি এ দোয়াও করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ - ابوداؤد

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুশ্চিন্তা ও দুঃখকষ্ট হতে পানাহ চাই।"

www.pathagar.com

একবার এক বুড়ি তাঁর কাছে এসে বললেন, আমার জন্য আপনি দোয়া করুন। তিনি যেনো আমাকে জান্নাত দেন। জবাবে তিনি বললেন, 'হে অমুকের মা বুড়াবুড়ি তো জান্নাতে যাবে না।' একথা শুনে বুড়ি কেঁদে ফেললেন। এটা ছিলো রসূলের হালকা রসিকতা। তিনি বুড়িকে বুঝিয়ে বললেন, জান্নাতে সকলেই যুবক-যুবতী হয়ে যাবে। এবার বুড়ি শান্ত হলো। তখন তিনি বুড়িকে সূরা আল ওয়াকেয়ার ৩৫-৩৭ আয়াতগুলো শুনালেন ঃ

اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ○ فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ○ عُرُبًا اَتْرَابًا ○

"আমি তাদের বিশেষভাবে নতুন করে সৃষ্টি করবো। তাদের কুমারী বানিয়ে দেবো। তারা তাদের স্বামীদের প্রেমিকা ও সমবয়স্কা হবে।"

নবীর সাহাবীগণের অবস্থা

পবিত্র হৃদয় ও মহান চরিত্রের অধিকারী নবীর সাহাবীগণও হাসি-ঠাট্টা-মশকরা করতেন। খেল-তামাশায় যোগ দিতেন, তাদের সন্তানের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতেন। মনকে আনন্দ দিতেন, হৃদয়ে প্রফুল্লতা ও সুখের অনুভূতি আনার ব্যবস্থা করতেন। এতে তাদের কর্মপ্রেরণা ও কর্মতৎপরতা বেড়ে যেতো। তাদের মন তাজা হয়ে উঠতো। তারা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। হযরত আলী রাঃ বলেছেন ঃ

اِنَّ الْقُلُوْبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْاَبْدَانُ فَاْبْتَغُوْا لَهَا طَرَائِفَ الْحِكْمَةِ ـ

"অনেক সময় দেহের মতো মনও ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই এ ক্লান্তি-শ্রান্তি দূর করার জন্য জ্ঞান ও বুদ্ধিমানের পথ অবলম্বন করো।"

হযরত আলী রাঃ আরো বলেছেন ঃ

رَوِّحُوا الْقُلُوْبَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ فَاِنَّ الْقُلُوْبَ اِذَ اُكْرِهَ عَمِىَ ـ

"মনকে সময় সময় সুখানুভূতি ও আনন্দ দান করো। কারণ মনের অস্বস্তি দেহকে অচল করে দেয়।"

হযরত আবুদ্ দারদা রাঃ বলেছেন ঃ

اِنِّىْ لَاَسْتَجِمُّ نَفْسِىْ بِالشَّىْءِ مِنَ الْبَاطِلِ لِيَكُوْنَ اَعْوَنَ لَهَا عَلَى الْحَقِّ ـ

"আমি কখনো কখনো আমার মনকে বাতিলের সাথে ঠাট্টা-মশকরা করার সুযোগ দেই, যাতে সত্যের বন্ধুর পথে চলতে আমার সাহায্য হয়।"

www.pathagar.com

নির্মল হাসি তামাশায় দোষ নেই

এসব আলোচনা থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর নিত্য সাথীদের জীবন চলার পথে তারা যে মনকে নির্মল আনন্দ ও খুশী দিয়েছেন, তামাশা-বিদ্রূপ করেছেন, খেলাধুলা করেছেন, প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব সুন্দর নিষ্কলুষ হাসি-ঠাট্টা ও মশকরার কথাবার্তায় যদি হৃদয়-মন একটু হালকা হয়, সঙ্গী-সাথীরা একটু স্বাচ্ছন্দ্য স্ফূর্তি লাভ করে, তাতে ক্ষতি কি ? এতে কোনো গুনাহ নেই। তবে তা স্থায়ী অভ্যাসে যেনো পরিণত না হয়, সবসময় যেনো এতে মেতে না থাকে। তখন এতে অপচয় আসবে। এর বেশী চর্চা করলে বেহুদা কথাবার্তা হবারও আশংকা এসে যাবে। তখন ওটা সিদ্ধ হবে না গোনাহর পর্যায় এসে যাবে। তা নিষিদ্ধ। এজন্যই বলা হয়েছে ঃ

اَعْطِ الْكَلاَمَ مِنَ الْمُزْحِ بِقَدَرِ مَا يَعْطَى الطَّعَامُ مِنَ الْمِلْحِ -

"খাবারে যতোটা লবণ দেয়া প্রয়োজন, ততটাই দাও। কথার মাঝেও ঠিক ততোটা রসিকতা করো যতোটা মানায়।"

কারণ পরিবেশ পরিস্থিতি ও মানুষের মান সম্মানের দিকে লক্ষ্য না রেখে কেবল হাসিঠাট্টা আর বিদ্রূপ করে চললে মন নষ্ট হয়। পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। তাই আল্লাহ তাআলা সূরা হুজুরাতের ১১ আয়াতে বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَيَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُ خَيْرًا مِّنْهُمْ -

"হে মু'মিনরা! লোকেরা যেনো পরস্পর ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অসম্মানসূচক আচার-আচরণ না করে। কারণ হতে পারে সে এর চেয়েও অনেক ভালো।"

লক্ষ্য রাখতে হবে মজলিস গরম রাখার জন্য বা লোকজনকে হাসাবার উদ্দেশ্যে কোনো অবস্থায় বানোয়াট বা মিথ্যা কথার আশ্রয় নেয়া নাজায়েয। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

وَيْلٌ لِلَّذِىْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ لِيُضْحِكَ مِنْهُ الْقَوْمُ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ -

"ওইসব লোকের জন্য ধ্বংস, যারা লোকদেরকে হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে। তার জন্য ধ্বংস! তার জন্য ধ্বংস!"–তিরমিযী

www.pathagar.com

বৈধ খেলা

খেলাধুলা, হাসি-তামাশা, আনন্দ-স্ফূর্তির অনেক ধরন ও প্রকার আছে। এর মধ্যে কিছু কিছু এমন রয়েছে যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের জন্য জায়েয ঘোষণা করেছেন। এসব খেলাধূলার মাধ্যমে মুসলমানরা মন হালকা করতে পারে, আনন্দ উপভোগ করতে পারে। এসব খেলাধূলা মানুষকে ইবাদাত বন্দেগী ও কর্তব্য পালনেও উৎসাহিত করে। শরীর চর্চামূলক ক্রীড়াকর্ম ও অন্যান্য ব্যায়াম শরীরকে শক্তিশালী ও সতেজ করে। এসব খেলাধুলায় মনে হিম্মত বাড়ায়। জিহাদে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। নীচে কিছু নির্দোষ নির্মল খেলাধূলার নাম দেয়া হলো।

দৌড় প্রতিযোগিতা

সাহাবীগণ দৌড়ে অংশ নিতেন। দৌড় প্রতিযোগিতা করার জন্য নবী করীম সঃ তাঁদের অনুমতি ও উৎসাহ দিয়েছেন। হযরত আলী রাঃ দৌড়ে অংশ নিতেন। তিনি খুব দ্রুতগতিসম্পন্ন দৌড়বিদ ছিলেন। উম্মতের শিক্ষার জন্য স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা রাঃ-এর সাথে রসিকতা করে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। হযরত আয়েশা রাঃ বলেছেন ঃ

سَابَقَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ فَلَبِثْتُ حَتّٰى اِذَا رَهِقَنِىَ اللّٰهُمَّ سَابَقَنِىْ فَقَالَ هٰذِهِ نَبْلَكَ - احمد، ابوداؤد

"রসূলুল্লাহ সঃ আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করলেন। তখন আমি তাঁর আগে চলে গেলাম পরে আমার শরীর ভারী হয়ে গেলে আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করে আমাকে হারিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, এবার সেবারের শোধ নিলাম।"-আহমাদ, আবু দাউদ

কুস্তি খেলা

কুস্তি খেলাও বৈধ খেলা। নির্দোষ খেলা। কুস্তির খেলা শক্তিকৌশল প্রদর্শনের খেলা। একবার রুকামা নামের বিখ্যাত এক কুস্তিগীরের সাথে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুস্তি লড়েছিলেন। আরো বর্ণিত হয়েছে যে, রুকামা খুবই শক্তিশালী পুরুষ ছিলো। তারপরও রসূলুল্লাহ তাকে তিন তিনবার পরাস্ত করেছিলেন।

www.pathagar.com

ফকীহদেরর মতে, দৌড় প্রতিযোগিতা জায়েয। পুরুষরা কয়েকজন মিলে একসাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করতে পারে। এমন কি পুরুষ ও মুহাররাম মেয়েরাও যৌথভাবে অথবা স্বামী স্ত্রীও একত্রে প্রতিযোগিতা করতে পারে। দৌড় প্রতিযোগিতা ও কুস্তিলড়া ব্যক্তিত্ব, মানমর্যাদা, গাম্ভীর্য জ্ঞান গরিমা কোনোটাকেই হালকা করে না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত আয়েশা রাঃ-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিলো পঞ্চাশের ওপর।

তীর নিক্ষেপ

তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতাও শরীআতসম্মত খেলা। তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় রসূলুল্লাহ সঃ তাঁর সঙ্গী-সাথীদের দেখতে পেলে তাদের খুবই উৎসাহিত করতেন। তিনি বলতেন ঃ

اَرْمُوْا وَاَنَامَعَكُمْ- بخارى

"তোমরা তীর নিক্ষেপ করো। আমি আছি তোমাদের সাথে।"

বস্তুত তীর নিক্ষেপ শুধু একটি খেলা বা বিনোদনই নয়, এটা শক্তি পরীক্ষারও একটি মাধ্যম। আর তীর নিক্ষেপ জিহাদেরও একটা অস্ত্র। এ অস্ত্র পরিচালনায় পারদর্শী ব্যক্তি জিহাদেও পারদর্শী যোদ্ধা। আর শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতির কথা মহান আল্লাহও বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা শত্রুর মুকাবিলায় সাধ্যমতো প্রস্তুতি গ্রহণ করো।" খেলাধুলা বা এ জাতীয় প্রতিযোগিতার মধ্যে তীর নিক্ষেপের চেয়ে ভালো আর কিছু নেই।

আল্লাহর রসূল বলেছেন ঃ

"জেনে রেখো, তীরন্দাজী একটা শক্তি। তীর নিক্ষেপণ একটা শক্তি, তীর নিক্ষেপণ একটা শক্তি।"

তিনি আরো বলেছেন ঃ

"তীরন্দাজী শিক্ষা করা তোমাদের কর্তব্য। এটা তোমাদের জন্য একটা উত্তম খেলাও।"

তবে তিনি পালিত জন্তুকে এর লক্ষ্য বানাতে নিষেধ করেছেন। জাহেলিয়াতের যুগেও আরবের লোকেরা তাই করতো। হযরত ইবনে উমর রাঃ কিছু লোককে তা করতে দেখে বলেছিলেন ঃ

www.pathagar.com

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো জীবিত প্রাণীকে 'তীর নিক্ষেপের লক্ষ্য' নির্ধারণকারীর উপর অভিসম্পাত করেছেন। এসব কাজে জীবন ও সম্পদ যেনো নষ্ট না হয় এটাই হলো লক্ষ্য।

বল্লম খেলা

তীর নিক্ষেপের মতো বল্লম চালানোও এক ধরনের খেলা। এটা বৈধ খেলা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাবশীদেরকে মসজিদে বল্লম চালানোর খেলার অনুমতি দিয়েছেন। হযরত আয়েশা রাঃ তা তাঁর ঘর থেকে দেখতেন। বল্লম খেলা হযরত উমরের পসন্দ ছিলো না। তিনি তা নিষেধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বাধা দিয়ে বল্লম খেলা রাখার অনুমতি দেন।

মসজিদে এ খেলা খেলতে দেয়ার অর্থই হলো মসজিদে দীন দুনিয়ার সব ভালো কাজই করা যায়।

বল্লম চালনা চিত্তবিনোদনও। আবার শরীর চর্চা বা ব্যায়ামেরও উপকরণ। হাদীসের আলোকে বিশেষজ্ঞ আলেমদের মত হলো ঃ

اِنَّ الْمَسْجِدَ مَوْضَعُ لِاَمْرِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَمَا كَانَ مِنَ الْاَعْمَالِ يَجْمَعُ مَنْفَعَةَ الدِّيْنِ وَاَهْلِهِ جَازَ فِيْهِ ـ

"মসজিদ মুসলিম মিল্লাতের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। তাই যেসব কাজে মুসলিম মিল্লাতে কল্যাণ নিহিত তার সবই মসজিদে হতে পারে।"

এ থেকে মুসলিম মিল্লাতকে শিক্ষা গ্রহণ করে মসজিদকে মিল্লাতের যাবতীয় কল্যাণকর কাজের প্রাণকেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ শিবির বানানো উচিত।

ঘোড় দৌড়

ঘোড় দৌড়ও মুসলিম মিল্লাতের আর একটা বিনোদনমূলক প্রশিক্ষণ। আল্লাহ সূরা আন্ নাহলের ৮ আয়াতে বলেছেন ঃ

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ط ـ النحل : ٨

"ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাকে তোমাদের আরোহণের জন্য বানিয়েছি। এসব তোমাদের শোভা সৌন্দর্যের উপায়ও।"–সূরা আন নাহল ঃ ৮

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ

اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ بِنَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ - بخارى

"ঘোড়াগুলোর কপাল কল্যাণে ভরা।"–বুখারী

রসূলুল্লাহ সঃ আরো বলেছেন, "তাঁর পরিচালনা করো। ঘোড়া দৌড়াও।"

যেসব খেলায় যিকির ফিকির নেই, পরিণামে কোনো সুফল নেই সেসব খেলা অর্থহীন। তবে চারটি খেলা ব্যতিক্রম–(১) দুই লক্ষ্যস্থলের মাঝখানে দৌড়ানো, (২) ঘোড়-প্রশিক্ষণ, (৩) স্ত্রী পরিবার পরিজনের সাথে খেলা করা, (৪) সাঁতার শেখানো।

হযরত উমর রাঃ বলেছেন ঃ "তোমাদের সন্তান সন্ততিদেরকে সাঁতার কাটা শিখাও। ঘোড়ার পিঠে লাফ দিয়ে উঠে শক্ত হয়ে বসতে তাদের প্রশিক্ষণ দান করো।"

হযরত ইবনে উমর রাঃ বলেছেন ঃ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। বিজয় লাভকারীকে তিনি পুরস্কার দিয়েছেন।"

যাহোক এসব নির্মল ও নির্দোষ খেলাধুলা জায়েয। এসব খেলা থেকে মানুষ যদি তার মনে আনন্দের কোনো খোরাক খুঁজে পায় তাহলে এতে কোনো দোষ নেই।

শিকার করা

শিকারে যাওয়াটাও এক ধরনের খেলা বা চিত্তবিনোদনের উপকরণ। ইসলাম শিকার করাকে বেশ গুরুত্ব দিয়েছে। শিকারে গেলে যেমন শিকার সামগ্রী পাওয়া যায়, তাতে তেমন আয়ত্ত হয়। আর এটা এক ধরনের ব্যায়ামও। বল্লম, তীর, বন্দুক ইত্যাদি ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে শিকার করা যায়, কিংবা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী কুকুর ও পাখী দিয়েও করা যায়। হজ্জ ও ওমরা করার ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করা ইসলামে হারাম। এ সময় কোনো রক্তপাত করাও যায় না। পরিপূর্ণ নিরাপত্তার সময় এটা। হারাম শরীফে অবস্থানকালেও শিকার করা জায়েয নেই।

পাশা খেলা

যেসব খেলায় 'জুয়া' রয়েছে সেসব খেলাই হারাম। আর্থিক লাভ ক্ষতি যে খেলায় আছে সেই খেলাই জুয়া। কুরআন শরীফে যেসব জিনিস

www.pathagar.com

হারাম ঘোষিত হয়েছে তার মধ্যে জুয়া অন্যতম। জুয়া খেলা খুবই গর্হিত কাজ। পাশাখেলাটাও প্রায় এ ধরনেরই একটি খেলা। পাশার সাথে জুয়া শামিল হলে সর্বসম্মতভাবে তা হারাম।

দাবা খেলা

দাবাও একটি নাম করা খেলা। আরবী ফার্সি ভাষায় এ খেলাটিকে 'শতরঞ্জ' বলা হয়। এ খেলার ব্যাপারে বিভিন্ন মত আছে। কেউ বলেছেন, দাবা খেলা 'মুবাহ'। কেউ বলেছেন, 'মাকরূহ' আবার কেউ বলেছেন হারাম।

তবে অধিকাংশ ফকিহর মত হলো মুবাহর উপর। তারা বলেন, এ খেলাটিতে যথেষ্ট মেধা, চিন্তাভাবনা ও বুদ্ধির মারপ্যাঁচ আঁটতে হয়। তাই খেলাটি মুবাহ।

গান ও বাদ্যযন্ত্র

গান বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে আমাদের সমাজে দুই ধরনের ধারণা আছে। কেউ কেউ বলেন, আনন্দ উপভোগ করার জন্য নির্মল গান গাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এতে বাদ্যযন্ত্র থাকতে পারবে না। কেউ বাদ্যের তালে তালে গান গায়। এটাকে তারা জায়েয মনে করে।

তবে অধিকাংশের মতে যৌন উদ্দীপক গান ও এর সাথে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হারাম। কিন্তু যে গান পবিত্র-পরিচ্ছন্ন, নির্মল ও নৈতিক মানসম্পন্ন এ গানে এরূপ করলে কোনো দোষ নেই। এসব গানের সাথে বাদ্য বাজনা থাকলেও কোনো দোষ নেই। এ পক্ষ তাদের কথার সমর্থনে রসূল সঃ-এর কিছু বাণীর উদ্ধৃতি দেন।

হযরত আয়েশা রাঃ বলেন ঃ আনসার বংশের এক লোকের সাথে একটি মেয়ের বিয়ে হচ্ছিলো। সেসময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আয়েশা ওদের আনন্দ স্ফূর্তি করার কোনো ব্যবস্থা নেই ? আনসাররা তো আনন্দ স্ফূর্তি বেশ পসন্দ করে। হাদীসটি বুখারীতে এসেছে।

হযরত আয়েশা রাঃ-এর এক আত্মীয়ের বিয়ে হচ্ছিলো আনসারের এক ছেলের সাথে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কনেকে কি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ? জবাব এলো! জি, পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। শুনে তিনি বললেন ঃ ওর সাথে কি কোনো গায়িকা পাঠানো

www.pathagar.com

হয়েছে ? লোকেরা বললো, জি-না, কোনো গায়িকা পাঠানো হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আনসাররা তো গান বেশ পসন্দ করে। তাই কনের সাথে এমন একটি গায়িকা মেয়ে পাঠালে ভালো হতো যে গাইতো, 'আমরা তোমাদের কাছে এসেছি, আমরা তোমাদের বাড়ী এসেছি। আল্লাহ আমাদের ও তোমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখুন।'

হযরত আয়েশা রাঃ আরো বলেন ঃ একবার ঈদুল আযহার দিন দুটি বালিকা তাঁর কাছে বসে গান গাচ্ছিলো ও দফ বাজাচ্ছিলো। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন। এমন সময় হযরত আবু বকর রাঃ এখানে এসে বালিকা দুটিকে ধমক দিলেন। রসূলুল্লাহ সঃ মুখের কাপড় সরিয়ে বললেন, আবু বকর ওদেরকে করতে দাও। এটাতো ঈদের সময়। এ হাদীসটি মুসলিম ও বুখারীতে উদ্ধৃত।

এসব আলোচনা থেকে দেখা যায়, রসূলুল্লাহ সঃ এসবের অনুমতি দিয়েছেন। অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী গান শুনেছেন। এতে কোনো দোষ তারা মনে করেননি। আর হারামজনিত হাদীসগুলো মনগড়া ও জাল হাদীস।

এ অবস্থায় মন্তব্য হলো ঃ এসব কিছুই নির্ভর করে পরিবেশ পরিস্থিতির উপর। পরিবেশ পরিস্থিতি সুন্দর হলে আবেদনময়ী গান বাদ্য হলে এবং কোনো হারাম কাজ ঘটার আশংকা না থাকলে এসব জায়েয। কিন্তু নৈতিক অবক্ষয়ের এ যুগে হারামের ও অনৈতিক কাজের সব দুয়ার খোলা থাকার কারণে যেখানে নৈতিক কোনো মান নেই, সেখানে যুবক যুবতীদের এ ধরনের আসরের সুযোগ দিলে অবস্থা খুবই বিপদ সংকুল হয়ে দাঁড়াবে। তাই কিছু ফকিহ এ অনুমতি দিতে চান না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে, তাঁর উপস্থিতে পবিত্র যে পরিবেশ পরিস্থিতি তাঁর সাথে কি আজকের বলগাহারা এ সমাজের অবস্থা তুলনীয় ? তাই এসব ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তার প্রয়োজন।

লটারী

লটারীটাও এক ধরনের খেলা। তবে জুয়ার মতো খেলা। আজকাল লটারী খেলাকে কিছু সুবিধাভোগী মানুষ মানবতা ও সমাজকল্যাণমূলক কাজের নামে জায়েয মনে করে থাকে। এটাকে জায়েয বানাবারও চেষ্টা

www.pathagar.com

করে থাকে। কিন্তু তা জায়েয মনে করার কোনো উপায় নেই। যারা লটারীকে জায়েয মনে করে তারা হারাম নাচগান ও হারাম উপায় উপকরণের মাধ্যমে কাউকে সাহায্য সহযোগিতা দানের নামে অর্থ সংগ্রহ করে। এটা অসুস্থ বিবেক বিবেচনার পরিচায়ক। মানবতার নামে যদি কাউকে সাহায্যই করতে হয় তাহলে মুক্তমনে উদার হাতে তাকে দান করলেই তো হয়। এজন্য গান-বাদ্য আর লটারী ছাড়ার মতো বিনিময় গ্রহণ করবে কেন। এটা কি মানবতা না নিষ্ঠুরতা।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَايَقْبَلُ اِلاَّ طَيِّبًا -

"আল্লাহ পবিত্র। তিনি গ্রহণ করেন পবিত্র জিনিসই।"

সিনেমা দেখা

আমাদের এ দুনিয়ায় একদল লোকতো সিনেমাকে জীবন্ত নেশার মতো বানিয়ে নিয়েছে। আর এক শ্রেণীর লোক সিনেমাকে করে নিয়েছে একেবারেই হারাম। এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে দুই শ্রেণীর মধ্যে দুই কারণে। প্রথম শ্রেণীর জীবনে নীতি-নৈতিকতার কোনো বালাই নেই যা ইচ্ছা তা দেখে, যা ইচ্ছা তা করে ; আর এটাকে তারা পসন্দ করে। অপর শ্রেণী বর্তমানে সিনেমার মধ্যে সামাজিক গঠনমূলক কিছু জিনিস দেখতে পেলেও সমাজের ক্ষতির দিকই দেখে এতে বেশী। এর থেকে মানুষ অবক্ষয়ের যা উপকরণ পায়, কল্যাণ পায় তার তুলনায় অনেক কম। তাই তারা এটাকে হারাম মনে করে নিয়েছে। আর দোষ যতোসব এ সিনেমা শব্দের। এ ব্যাপারে পরিষ্কার কথা হলো, সিনেমা একটি কারিগরি ব্যবস্থার নাম। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিছু জিনিসকে ধারণ করে বৈজ্ঞানিক পন্থায় তা রূপালী পর্দায় মানুষকে দেখায়। মোটকথা, সিনেমা একটা ব্যবস্থার নাম। একটা যন্ত্রের নাম। এর কোনো হাত পা নেই, বুঝসুঝ নেই। নেই কোনো জ্ঞান বা বিচার বিবেচনা। সিনেমার যিনি ব্যবস্থাপক তিনি এ সিনেমার মাধ্যমে যে ছবি দেখান তাই প্রদর্শিত হয়। তাই মানুষ দেখে। ভালো দেখালে ভালো দেখে। খারাপ দেখালে খারাপ দেখে। তাই সিনেমা শব্দটির কোনো দোষগুণ কিছুই নেই। ব্যবস্থাপক বা মালিক যেভাবে পরিচালিত করতে চান সেভাবেই এটা পরিচালিত হয়। সব দোষ পরিচালকের বা ব্যবস্থাপকের। কাজেই মূল সিনেমা ব্যবস্থা বিজ্ঞানের দান। অন্যকথায় বলতে গেলে বলতে হয়, সিনেমা আল্লাহর অবদান। বেঈমান ও

www.pathagar.com

অনৈতিক লোকদের হাতে পড়ে ওদের ব্যবস্থাপনায় যা যা অনৈতিক ছায়াছবি তারা বানায় ও দেখায় তাই মানুষ দেখে। ব্যবস্থাপক প্রযোজকরা খারাপ ছবি বানায় বলেই তো খারাপ প্রডাকশন বেরোয়। যদি ব্যবস্থাপক কোনো খাঁটি মু'মিন হতো, নৈতিক বোধ ও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন হতো তাহলে তার ব্যবস্থাপনায় নৈতিক মানসম্পন্ন ছায়াছবি তৈরি হতো, চরিত্র গঠনমূলক শিক্ষামূলক ছায়াছবি তৈরি হতো। চরিত্র ধ্বংস হবার মতো বা হারাম কোনো ছবি তৈরি হতো না। এসব ছায়াছবি যদি এ সিনেমায় দেখানো হতো তাহলে সমাজ অল্প সময়ে অনেক শিক্ষা পেতো উপকৃত হতো, রুচিবোধ গড়ে উঠতো।

এর থেকে বুঝা গেলো, মূল যন্ত্র বা বিজ্ঞানের অবদান সিনেমা যন্ত্রটিতে কোনো দোষ নেই। যতো দোষ ব্যবস্থাপনায়। ব্যবস্থাপক মু'মিন হলেই সিনেমাও মু'মিন হয়ে যাবে। যেমন এখন সিনেমার ব্যবস্থাপকগণ সবই নামে মুসলমান হলেও বাস্তবে অমুসলিম। ফলে সিনেমাও অমুসলিম। দোষ সিনেমাযন্ত্রের নয়। দোষ ব্যবস্থাপনার। রেডিও টেলিভিশনের ব্যাপারেও এ একই কথা। মূল রেডিও টিভি ইত্যাদি যন্ত্রের কোনো দোষ নেই। বরং আল্লাহর নেয়ামত। আল্লাহর নেয়ামত খারাপ লোকদের ব্যবস্থাপনায় আছে। খারাপ উৎপাদন হচ্ছে। আল্লাহর এ নেয়ামত মু'মিনের হাতে আসলে উৎপাদনও মু'মিন হয়ে বের হবে।

❐

www.pathagar.com

(১৪)

সামাজিক সম্পর্ক

সমাজবদ্ধ জীবন যাপন আল্লাহর এক বিস্ময়কর অবদান। আল্লাহর এক নেয়ামত। এ সমাজবদ্ধ জীবনযাপনের মূলভিত্তিই হলো প্রথমত পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। এ ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ব্যক্তির মধ্যে, সমাজের মধ্যে, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে, পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে তথা সমাজে বসবাসকারী সকল মানুষের মধ্যেই থাকা প্রয়োজনই শুধু নয়, বরং অপরিহার্য।

ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় রাখার দ্বিতীয় ক্ষেত্র হচ্ছে পারস্পরিক অধিকার মানমর্যাদা সংরক্ষণ। সমাজের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের রক্ত, মানসম্মান ও ধন-সম্পদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা দেবে। কারো দ্বারাই কারো এসব অধিকার ক্ষুণ্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারবে না। এসবই ইসলামে হারাম। এ ক্ষতি জাগতিক ব্যাপারে হোক বা সাংস্কৃতিক ব্যাপারে হোক, যে বিষয়ে হোক যতো মাত্রায়ই হোক তাতে কোনো পার্থক্য হবে না। মাত্রা যতো বেশী হবে, হারাম ততো বেশী হবে।

এ ব্যাপারটিই সূরা আল হুজুরাতের ১০-১২ আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا
نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ج وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ
الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ
لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ○

"মু'মিনরা পরস্পর ভাই। সুতরাং আপন ভাইদের মধ্যে বিচার ফায়সালা ও সন্ধি সমঝোতা করিয়ে দেবে। আর আল্লাহকে ভয় করবে। যেনো তোমাদের প্রতি রহম করা যায়। হে মু'মিনরা! না

www.pathagar.com

কোনো পুরুষ অপর কোনো পুরুষের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে। হতে পারে সে তাদের তুলনায় উত্তম। আর না কোনো নারী অন্য কোনো নারীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে। হতে পারে সে তাদের চেয়ে উত্তম। নিজেদের মধ্যে একজন আর একজনের উপর দোষারোপ করবে না। একজন আর একজনকে খারাপ উপাধিতে ডাকবে না। ঈমান গ্রহণের পর ফাসেকী কর্মকাণ্ড খুবই ঘৃণিত কাজ। যেসব লোক এসব আচার আচরণ করা হতে ফিরে না আসবে তারা যালেম। হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা বিভিন্ন ধরনের অমূলক ধারণা করা হতে বেঁচে থাকো। অমূলক কোনো ধারণা করা স্পষ্ট গুনাহ। তোমরা লোকদের দোষ-ত্রুটি খোঁজ করে বেড়িওনা। কেউ যেনো কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ বলে না বেড়ায়। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ করবে ? তোমরা তো তা ঘৃণাই করো। আর আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা নিশ্চয়ই জানবে, আল্লাহ বড়ো তাওবা গ্রহণকারী ও দয়ালু।"

এ আয়াতে প্রথমে আল্লাহ বলেছেন, মু'মিনরা একে অপরের ভাই— এতে মানবীয় ভ্রাতৃত্বের সাথে সাথে দীনী ভ্রাতৃত্ব বিদ্যমান। এ দুটো ভ্রাতৃত্বই একত্রে এক সাথে একজন মু'মিনের মাঝে থাকতে হয়। এর দাবী হচ্ছে, তারা পরস্পর মিলেমিশে থাকবে, সম্পর্কহীন হয়ে থাকবে না। একে অপরের সাথে গভীর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে, বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে না। কোনো শত্রুতা বক্রতা পোষণ করবে না। ভালোবাসা, দয়া-সহানুভূতি, সহযোগিতা সহকারে বসবাস করবে। মতভেদ করবে না। সমন্বয় সাধন করে কাজ করবে।

একথাটি হাদীসেও বলা হয়েছে ঃ

لاَتَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا - كُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا - بخارى

"তোমরা একে অপরের সাথে হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করো না, কেউ কারো পিছে দোষ খোঁজার জন্য পড়ে থাকবে না, পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না। ক্রোধ পোষণ করবে না। অসন্তোষ প্রকাশ করবে না বরং আল্লাহর বান্দাহ হয়ে পরস্পর ভাই হয়ে বসবাস করবে।"–বুখারী

ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম

এক মুসলমান অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকবে না, নির্মম নিষ্ঠুর আচরণ করবে না, কেউ কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে

www.pathagar.com

বিমুখ হয়ে থাকবে না। কেউ কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে, রাগ হলে তা দমনের জন্য মাত্র তিন দিন সময় দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে মিলেমিশে যেতে হবে, সন্ধি সমঝোতা করে ফেলতে হবে।

আল্লাহ তাআলা সূরা আল মায়েদার ৫৪ আয়াতে বলেছেন ঃ

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ - المائدة : ٥٤

"মু'মিন মু'মিনদের জন্য খুবই বিনয়ী ও সহানুভূতিশীল হবে।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ - فَاِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاَثًا فَلْيَلْقَهِ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَاِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَدْ اِشْتَرَكَا فِى الْاَجْرِ - وَاِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْاِثْمِ وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ - ابوداؤد

"কোনো মুসলমানের জন্য তার কোনো ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্কহীন থাকা হালাল নয়। তিন দিন চলে যাবার পর তার সাথে সাক্ষাত করে তাকে সালাম দেয়া তার কর্তব্য। সে সালামের জবাব দিলে দুজনই সওয়াবের অধিকারী হলো। আর জবাব না দিলে সে গুনাহগার হবে। সালাম দানকারী সম্পর্কহীনতার গুনাহ হতে অব্যহতি পেয়ে যাবে।"

রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়ের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলা ওয়াজিব। সম্পর্ক যতো নিকটের তা রক্ষা করা ততো বেশী গুরুত্বের দাবীদার। এ সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। সূরা আন নিসার ১ম আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ - اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا -

"তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পর পরস্পরের কাছে নিজের অধিকারের দাবী করো। নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ককেও ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের পর্যবেক্ষণকারী।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ - بخارى، مسلم

"রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারী কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না।"

রক্তের সম্পর্কের ব্যাপারটির মধ্যে সমতা রক্ষার কোনো প্রশ্ন নেই। একজন সম্পর্ক রক্ষা করলে অপরজন সম্পর্ক রক্ষা করবে। একজন সম্পর্ক

www.pathagar.com

রক্ষা করে না চললে, অপরজনও সম্পর্ক রক্ষা করবে না, ব্যাপারটা এমন নয়। কে কি করলো তার দিকে তাকানো যাবে না। নিজে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে।

হাদীসে এসেছে ঃ "রক্তের সম্পর্ক রক্ষা করে সে চললো না, যে সমান সমান ব্যবহার করে বরং রক্তের সম্পর্ক সে রক্ষা করে চললো যে সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথেও সম্পর্ক রক্ষা করে চলে।"–বুখারী

ঝগড়াঝাটি ফয়সালা করা

পরস্পর মতবিরোধ চলছে এমন দুই লোকের দায়িত্ব হচ্ছে এ বিরোধ দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এছাড়া এ ধরনের ব্যাপারে সমাজেরও দায়িত্ব রয়েছে। ইসলামী সমাজের লোকেরা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক কাজই করে থাকে। দুই ভাইয়ের মাঝে বিরাজিত ঝগড়া-বিবাদ ফয়সালা করে দেয়া তাদের দায়িত্ব কর্তব্য।

আল্লাহ তাআলা সূরা হুজুরাতের ১০ আয়াতে বলেছেন ঃ

فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ -

"তোমরা তোমাদের দুই ভায়ের মধ্যে সন্ধি ও ফয়সালা করে দাও আর আল্লাহকে ভয় করো। যদি তোমরা এভাবে কাজ করো আশা করা যায়, তোমাদের উপর রহমত করা হবে।"

তিরমিযিতে উদ্ধৃত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

"নফল নামায, রোযা ও দান খয়রাতের চেয়েও উত্তম কাজের কথা কি আমি তোমাদেরকে বলবো ? সাহাবীগণ বললেন, হাঁ বলুন হে আল্লাহর রসূল! তখন তিনি বললেন, তা হচ্ছে পরস্পরকে মিলিয়ে মিশিয়ে দেয়া। কারণ পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদ হলো মুণ্ডনকারী। আমি বলি না যে, তা চুল মুণ্ডন করে। বরং বলি তা দীন নির্মূল করে।"

কারো বিদ্রূপ করা

সূরা আল হুজুরাতে আল্লাহ কিছু কাজকে হারাম ঘোষণা করেছেন, যেসব কাজ পারস্পরিক সম্পর্ককে ক্ষুণ্ন করে, কারো প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা এসব হারাম কাজের একটি। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দ্বারা মানুষ সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অপমান অনুভব করে। কাজেই কোনো মু'মিন তার কোনো ভাইকে এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। সূরা আল হুজুরাতের ১১ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ - الحجرات : ١١

"কোনো লোক অপর কোনো লোককে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অপমান করবে না। কারণ তারা তাদের চেয়ে উত্তমও হতে পারে। এভাবে কোনো নারী অন্য কোনো নারীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অপমান করবে না। কারণ তারাও তাদের তুলনায় উত্তম হতে পারে।"

আল্লাহর কাছে উত্তম হিসেবে গণ্য হবার মূল গুণ হচ্ছে, 'ঈমান' ও আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক। আকার-আকৃতি দেহ-সৌষ্ঠব ধন-সম্পদ এসব বাহ্যিক জিনিস তার কাছে কোনো মু'মিনের গুণ নয়।

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহ তোমাদের আকার আকৃতি ও ধন-সম্পদের প্রতি তাকান না। তিনি তাকান তোমাদের মনের অবস্থা ও আমলের প্রতি।"

তাই কোনো পুরুষ ও নারী যেনো কোনো পুরুষ ও নারীর দেহের কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি, দরিদ্র ও অসচ্ছলতা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে তাকে অপমানিত না করে।

হাদীসে এসেছে, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ-এর পায়ের নালার কাপড় সরে গেলে দেখা গেলো তা খুবই চিকন। তা দেখে কেউ কেউ বিদ্রূপাচ্ছলে হেসে ফেললো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ "তোমরা তার হালকা পাতলা পা দেখে হাসছো অর্থাৎ বিদ্রূপ করছো। যার হাতে আমার জীবন, তার শপথ করে বলছি। এ দুটি পা কিয়ামতের দিন আল্লাহর দাঁড়ি-পাল্লায় ওহুদ পর্বতের চেয়েও বেশী ভারী হবে।"

কাফির মুশরিকরা মুসলমানদেরকে নানা বিষয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। বিশেষ করে হযরত বিলাল রাঃ ও আম্মারের মতো দুর্বল সাহাবীদেরকে এরূপ ঠাট্টা করতো। কিয়ামতের ময়দানে এ দৃশ্য কিভাবে একদম উল্টে যাবে সূরা মুতাফ্ফিফীনের ২৯-৩৪ আয়াতে এ ছবি আল্লাহ একে দিয়েছেন ঃ

আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ

www.pathagar.com

يَتَغَامَزُوْنَ○وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ○ وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ○وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ○فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ○ المطففين : ٢٩-٣٤

"যারা অপরাধী তারা ঈমানদার লোকদেরকে দেখে বিদ্রূপের হাসি হাসতো। তাদের নিকট গেলে তারা পরস্পর পরস্পরকে ইশারা ইঙ্গিত করতো। আর যখন নিজেদের ঘরের লোকদের নিকট দিয়ে যেতো তখন তৃপ্তির ও স্বার্থকতার ঢেকুর দিতো। তাদের দেখতে পেলে তারা বলতো, এরা সব পথহারা লোক। অথচ তাদের উপর এদেরকে রক্ষাকারী করে পাঠানো হয়নি। তাই আজকের (কিয়ামতের) দিনে ঈমানদাররা কাফেরদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপের হাসি হাসবে।"

এ হাসি-ঠাট্টা করার প্রবণতা মেয়েদের মধ্যে বেশী। তাই আয়াতের প্রথম অংশে এরূপ না করার জন্য বলার মধ্যে মেয়েরা শামিল থাকার পরও আবার ভিন্নভাবে এরূপ আচরণ না করার জন্য মেয়েদেরকে ভিন্নভাবে বলা হয়েছে। কাজেই এ হারাম কাজ পরিহার করে চলবে।

কারো দুর্নাম করা

দ্বিতীয় নিষিদ্ধ কাজটি হলো কারো দুর্নাম করা এবং কাউকে দোষী করা। কারো দুর্নাম করা বা কাউকে দোষী করা হলো কারো প্রতি তীর নিক্ষেপ করা বা তাকে তরবারী দিয়ে আঘাত করার শামিল। মুখের কথার আঘাত বড়ই মারাত্মক। কুরআনের যে আয়াতটি দিয়ে কারো দুর্নাম করতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাতে এ কাজটি ক্ষতিকর দিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আল্লাহ বলেছেন ঃ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ "তোমরা নিজেদেরকে আহত করো না।" এর মানে হলো তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করো না। এসব নিষিদ্ধ কাজ। এসব কাজ সমাজ জীবনকে কলূষিত করে দেয়। এসব কাজ হারাম।

খারাপ নামে ডাকা

কারো দুর্নাম করতে নিষেধ করার পরপরই কোনো লোককে খারাপ নামে ডাকতেও নিষেধ করা হয়েছে। একাজও হারাম। যে নামে ডাকলে একজন মানুষ অখুশী হয়, অপমান অনুভব করে, লজ্জা পায়, তাকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে বলে মনে করে, এতে সে মনে আঘাত পায়। এমন নামে তাকে

www.pathagar.com

ডাকা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। এ কাজ সাধারণ সৌজন্যের খেলাপ, সুরুচির পরিপন্থী।

কুধারণা

ইসলাম যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছে তার আর একটি কাজ হলো কারো সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা। সমাজ জীবনকে দোষমুক্ত রাখার এ আর একটা মোক্ষম উপায়। আল্লাহ নিজে এ সম্পর্কে কুরআনের সূরা আল হুজুরাতের ১২ আয়াতে বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ ـ

"হে মু'মিনরা! তোমরা লোকদের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের খারাপ ধারণা পোষণ করা হতে বিরত থাকো। কেননা কোনো কোনো ধারণা গোনাহর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।"

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ـ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ ـ بخارى

"লোকদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ খারাপ ধারণা হলো অত্যন্ত মিথ্যা কথা।"

সমাজ দেহে ক্ষত বা অশান্তি জন্ম দেয়ার জন্য এ কুধারণা একটি জীবাণু। এর দ্বারা বহুবিধ অশান্তি ও অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়, মানুষে মানুষে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তাই কুধারণা করা নিষেধ বা হারাম।

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَحَقِّقْ ـ الطبرانى

"কারো সম্পর্কে তোমার মনে কোনো কুধারণা জন্ম নিলে তা সত্য মনে করে নিও না।"

অর্থাৎ নিছক কোনো কথা শুনেই একটি ধারণা বদ্ধমূল করে নেয়া ঠিক নয়। তথা প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করা উচিত নয়।

দোষ খুঁজে বেড়ানো

সমাজ জীবনের এ আর একটা বড়ো রোগ। কারো উপর অনাস্থা বা অবিশ্বাস জন্মালেই শুধু শুধু তার দোষ-ত্রুটি খুঁজে খুঁজে বেড়াতে থাকে। এ কাজটিও একটি গর্হিত কাজ। ইসলাম এ কাজটিকেও হারাম ঘোষণা

www.pathagar.com

করেছে। এসব কাজ সমাজকে সুস্থ সুবোধ রাখে না, অশান্তি সৃষ্টি করে, নির্মল পরিবেশ বিনষ্ট করে, এ কারণেই কারো উপর খারাপ ধারণা না করার নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে ইসলাম কারো দোষ খুঁজে বেড়াতেও নিষেধ করেছে। শুধু তাই না, বরং দোষ ঢেকে রাখতে বলেছে।

আল্লাহর রসূল সঃ বলেছেন ঃ

مَنْ سَتَرَعَوْرَةً فَكَاَنَّمَا اِسْتَحْيَا مَوْدَةً فِىْ قَبْرِهَا - ابوداؤد، نسائى، ابن ماجه

"যে লোক কারো দোষ গোপন রাখলো, সে যেনো কোনো জীবন্ত কবর দেয়া লাশের মাঝে জীবনের সঞ্চার করলো।"

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোষ খুঁজে বেড়ানোকে মুনাফিকের অভ্যাস বলে গণ্য করেছেন। আজানা দোষ-ত্রুটি আঁতিপাঁতি করে খুঁজে বের করা সাধারণভাবে সকলের জন্য হারাম।

গীবত

'গীবত' আমাদের সমাজ জীবনের আর এক জঘন্য ব্যাধি। শরীআতের দৃষ্টিতেও গীবত এক বড়ো অপরাধ। সূরা আল হুজুরাতে ১২ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا - الحجرات : ١٢

"তোমরা কেউ কারো গীবত করো না।"

'গীবতের সংজ্ঞা হাদীসে স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো 'গীবত' কাকে বলে ? তারা উত্তরে বললেন, তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি বললেন ঃ গীবত হলো, "তোমার কোনো ভাইয়ের উল্লেখ এমনভাবে করা যা সে নিজে উপস্থিত থাকলে পসন্দ করতো না, তাই হচ্ছে গীবত। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! আমি যে কথা বলি তা যদি আমার এ ভাইয়ের মধ্যে থাকে। তাহলেও কি তা গীবত হবে ? তিনি বললেন, তা হলেও গীবত হবে। তিনি বললেন, তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে থেকেও থাকে তাহলেও তা 'গীবত'। আর না থাকলে তো মিথ্যা অপবাদ দেয়া হবে।"

'গীবত করাও একটি হারাম কাজ। এ চরিত্র বৈশিষ্ট্য মু'মিন মুসলমানের স্বভাবে থাকা একেবারেই নিষিদ্ধ। গীবতের জঘন্যতা সম্পর্কে সূরা আল হুজুরাতে আরো বলা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ -

"তোমাদের কেউ যেনো কারো গীবত না করে, তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে ? না, তোমরা তা, অপসন্দই করো।"

মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া যেমন নিন্দনীয় ও অপছন্দীয় কাজ, তেমনি তার অনুপস্থিতিতে তার মধ্যে থাকা দোষ চর্চা করাও তেমনি ঘৃণিত কাজ।"

গীবতের ব্যতিক্রম

'গীবত' সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের এসব বর্ণনার দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইসলামে ব্যক্তির মর্যাদা, মান-সম্মান রক্ষা করে চলাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মানুষের মান-মর্যাদা পবিত্র ও সুরক্ষিত।

কিন্তু এরপরও দীন বিশেষজ্ঞদের মতে সমাজদেহকে ব্যাধিমুক্ত রাখার জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে গীবত করা হারাম থেকে মুক্ত। সমাজ রাষ্ট্রের প্রয়োজনে দায়িত্বশীল পর্যায়ের কোনো কোনো লোকের কিছু কিছু অসংশোধনী দোষ নেহায়াত প্রয়োজনের খাতিরে বলা বা চর্চা করা দরকার হয়ে পড়ে।

যেমন মযলুম ব্যক্তি যালিমের সব দোষ-ত্রুটির কথা বলে দিতে পারে যা তার উপর করা হয়েছে এবং এসব সত্য। এক্ষেত্রে প্রয়োজনের তাকীদে সব দোষ বলে দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা সূরা আন নিসার ১৪৮ আয়াতে বলেছেন ঃ

لَايُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ط وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا - النساء : ١٤٨

"আল্লাহ তাআলা খারাপ বা দোষের কথা প্রকাশ করাকে আদৌ পসন্দ করেন না। তবে যে ব্যক্তির উপর যুলুম করা হয়েছে সেসব দোষের কথা বলে দিতে পারে। আর আল্লাহ সব শুনেন ও তিনি সব জানেন।"

এভাবে বর কনে সম্পর্কে কেউ কিছু জানতে চাইলে প্রকৃত ব্যাপার বলে দেয়া প্রয়োজন। এভাবে ব্যবসায়ে শরীক হবার জন্য কেউ কিছু জানতে চাইলেও তার জানা থাকলে সব দোষ বলে দেয়া প্রয়োজন।

www.pathagar.com

ফাতিমা বিনতে কাইস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দুটি বিয়ের প্রস্তাবের কোন্‌টি গ্রহণ করবেন পরামর্শ চাইলে তিনি বললেন ঃ

"অমুক দরিদ্র। তার ধন-সম্পদ কিছু নেই। আর অমুক স্ত্রী মারার ওস্তাদ। সে তার কাঁধ থেকে লাঠি কখনো নামায় না।"

কোনো লোকের পরিচয়ের জন্য এমন নাম বলা যা সে পছন্দ করে না। অথচ সে এ নামেই পরিচিত। আসলে এ ব্যাপারে প্রয়োজন ও নিয়তের উপরই সব নির্ভর করে।

চোগলখুরী

চোগলখুরী সমাজ জীবন বিনষ্ট করার জন্য গীবতের মতো আর একটি বড়ো হাতিয়ার। তাই চোগলখুরীকেও কঠিনভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। একজনের মুখে কারো সম্পর্কে যদি শুনে পরক্ষণেই তা ওই লোকের কাছে বাড়িয়ে রং দিয়ে বলে দেয়। এতে এ দুই ব্যক্তির সম্পর্ক মারাত্মকভাবে অবনতি ঘটে। ঝগড়াঝাটি সৃষ্টি হয়। এভাবে দুষ্টক্ষত দু'জনের সীমা পার হয়ে সমাজের অন্যান্য সদস্যদেরকে জড়িয়ে ফেলে। ফলে এর বিষফল জঘন্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সূরা আল কালামের ১০-১১ আয়াতে এ ধরনের কাজ না করার জন্য বলেছেন ঃ

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ○ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ ○ - القلم : ١٠-١١

"এমন লোকের কথা তোমরা মেনে নিও না। যে লোক বেশী বেশী কিরা-কসম কাটে ও গুরুত্বহীন ব্যক্তি। যে লোক গালাগাল দেয় ও অভিশাপ বর্ষণ করে এবং চোগলখোরী করে বেড়ায়।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ - بخارى، مسلم

"চোগলখোর জান্নাতে যাবে না।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন ঃ

شِرَارُعِبَادِ اللّٰهِ الْمَشَّاؤُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُنَزِّقُوْنَ بَيْنَ الْاَحِبَّةِ الْبَاغُوْنَ لِلْبُرَاءِ الْعَيْبِ - احمد

www.pathagar.com

"আল্লাহর নিকৃষ্টতর বান্দাহ হচ্ছে তারা, যারা চাগলখোরী করে, বন্ধু-বান্ধবদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও ফাটলের সৃষ্টি করে, নির্দোষ লোকদের দোষ বের করার চেষ্টা করতে থাকে।"

এ প্রকৃতির লোকেরা যতোটুকু শুনে ততটুকুর উপরই নির্ভর করে না, বরং এর উপর নিজ থেকে বাড়িয়ে মনগড়া কথা বানিয়ে অন্যের কাছে কথা লাগায়। ভালো কিছু থাকলে তা গোপন করে খারাপকে শতগুণ বাড়িয়ে বলে।

ব্যক্তির মান সম্ভ্রম সংরক্ষণ

ইসলাম মানুষের মান সম্মান ও ইয্যত-আব্রু সংরক্ষণের প্রতিও সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। কারো ইয্যত-সম্মান ক্ষুণ্ন করাকে হারাম ঘোষণা করেছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ একবার খানায়ে কা'বার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

مَا اَعْظَمَكَ وَاَعْظَمَ حُرْمَتَكَ وَالْمُؤْمِنُ اَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكَ وَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ تَتَمَثَّلُ فِيْ حُرْمَةِ عَرْضِهٖ وَدَمِهٖ وَمَالِهٖ ـ

"হে কা'বা! তোমার বিরাট মর্যাদা। তোমার মর্যাদার বিশালতার কথা কি আর বলবো। কিন্তু মু'মিন ব্যক্তির মান-মর্যাদা তোমার চেয়েও অনেক উচুঁতে। আর মু'মিনের মান-ইয্যত প্রতিফলিত হয় তার মর্যাদায়, রক্ত ও ধন-সম্পদের মধ্যে দিয়ে।"

বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ সঃ লক্ষ জনতার সমাবেশে ঘোষণা দিয়েছেন ঃ

اِنَّ اَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا ـ

"তোমরা জেনে রেখো ! তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের মান-ইয্যত, তোমাদের রক্ত পরস্পরের উপর হারাম ও সম্মানযোগ্য—তোমাদের আজকের দিনের মর্যাদার মতো—তোমাদের এ মাসে, তোমাদের এ নগরে।"

হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন ঃ

www.pathagar.com

اَتَدْرُوْنَ اَرْبَى الرِّبَا عِنْدَ اللّٰهِ ـ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ ـ قَالَ فَاِنَّ اَرْبَى الرِّبَا عِنْدَ اللّٰهِ اِسْتِحْلَالُ عِرْضِ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُّبِيْنًا" ـ

"তোমরা কি জানো! আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়ো সুদ কি ? জবাবে সাহাবীগণ বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি বললেন ঃ সবচেয়ে বড়ো সুদ হলো আল্লাহর কাছে মুসলমানদের ইয্যত সম্মান নষ্ট করতে চাওয়া। এরপর তিনি কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন— "যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে নির্দোষ হবার পরও কষ্ট দেয় তারা মিথ্যা দোষারোপ ও স্পষ্ট গোনাহর অভিশাপ নিজের মাথায় তুলে নেয়।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৫৮

মানুষের মান-সম্মানের উপর আঘাত হানা খুবই বড়ো গোনাহ। কোনো মু'মিন নারী-পুরুষের উপর চরিত্রহীনতার দুর্নামই সবচেয়ে গর্হিত গোনাহ। সূরা আন নূরের ১৯ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ○ ـ النور : ١٩

"যেসব লোক ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা ও পাপ কাজ প্রচলিত করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে সব জায়গায়ই আযাব। আল্লাহ সব জানেন, তোমরা জানো না।"

এ সূরায়ই ২৩-২৫ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ص وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ○ يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ○ يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ○ ـ النور : ٢٣-٢٥

www.pathagar.com

"যেসব লোক পবিত্র চরিত্রসম্পন্ন সাদাসিধে মু'মিন রমণীদের উপর মিথ্যা চারিত্রিক দোষারোপ করে তাদের উপর দুনিয়া আখিরাতে লানত করা হয়েছে। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। তারা যেনো সেই দিনটির কথা ভুলে না যায় যখন 'নিজেদের জিহ্বা, তাদের হাত পা তাদের কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য দিবে। যেদিন আল্লাহ তাদেরকে সেই প্রতিদান পুরোপুরিই দেবেন, যা তারা পাবার যোগ্য। আর তখন তারা জানতে পারবে, আল্লাহ সত্য। সত্যকে তিনি সত্য হিসেবেই প্রকাশ করেন।"

কাজেই কোনো সতিসাধ্বী মু'মিন নারীর বিরুদ্ধে এরূপ মিথ্যা ও অপমানজনক প্রচার একেবারেই হারাম।

জীবন ও রক্তের মর্যাদা

মানুষের জীবন ও রক্ত ইসলামে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন। মানুষের জীবনের পবিত্রতা নষ্ট করা ও এর উপর নাহক কোনো হস্তক্ষেপ করা ইসলামের দৃষ্টিতে কুফরী কাজ, সবচেয়ে বড়ো গোনাহ। সূরা আল মায়েদার ৩২ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ـ المائدة : ٣٢

"কোনো হত্যা বা পৃথিবীতে কোনো বিপর্যয় সৃষ্টি করার অপরাধ ছাড়াই যে লোক কাউকে হত্যা করলো সে যেনো গোটা মানব জাতিকে হত্যা করলো।"

ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সব মানুষই এক পরিবারের মতো। কাজেই এ পরিবারের একজন লোককে বিনা দোষে হত্যা করা গোটা পরিবারকে হত্যা করার শামিল। সকলের উপর এ আঘাতের প্রতিক্রিয়া পড়ে। আর এ ব্যক্তি যদি মু'মিন হয় তাহলে তা হবে বড়ো হারাম। এ অপরাধের ক্ষমা নেই। সূরা আন নিসার ৯৩ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ـ النساء : ٩٣

"যে লোক কোনো মু'মিন ব্যক্তিকে জেনে-বুঝে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম। এতে সে চিরদিন অবস্থান করবে। আল্লাহর গযব ও

www.pathagar.com

অভিসম্পাত তার ওপর। আর আল্লাহ তার জন্য কঠিন শাস্তি ঠিক করে রেখেছেন।"

আল্লাহর রসূল সঃ বলেছেন ঃ "আল্লাহর নিকট একজন মুসলমান নিহত হবার তুলনায় গোটা বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাওয়া অনেক সহজ ব্যাপার।"

নিহত ও হত্যাকারী দুজনই জাহান্নামী

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াকে কুফরী কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। বিনা দোষে মানুষ হত্যা করা জাহেলিয়াতের যুগের বর্বর কাজ। সামান্য কারণে তারা রক্তের বন্যা বইয়ে দিতো। রসূল সঃ বলেছেন ঃ "কোনো মুসলমানকে গাল দেয়া ফাসেকী আর তাকে হত্যা করা কুফরী।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ "আমার তিরোধানের পর তোমরা পেছনের দিকে সরে গিয়ে কাফের হয়ে যেয়ো না, পরস্পরের মাথা কাটতে যেয়ো না।"

নিহত লোক কেনো জাহান্নামে যাবে ? এ প্রশ্নের উত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে যদি সুযোগ পেতো হত্যাকারীকেও সে হত্যা করতো। তাই নিয়তের কারণে দুই-ই জাহান্নামী। মূলকথা হত্যা ও রক্তারক্তি করা ইসলামে হারাম।

অঙ্গীকারভুক্ত ও যিম্মির রক্ত

এতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো মুসলমান কোনো মুসলমানের জীবন ও রক্ত প্রবাহ করার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, কোনো অমুসলমান হলে এসব করতে কোনো বাধা নেই। আসলে মানুষ মাত্রেরই আল্লাহর কাছে জীবন ও রক্তের মূল্য রয়েছে, সে যে ধর্মেরই লোক হোক না কেনো ?

তবে কোনো অমুসলমান যদি কোনো মুসলমানকে হত্যা করে অথবা মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখনকার জন্য এ নির্দেশ নয়। তখন তাকে হত্যা ও তার রক্তপাত করা যাবে।

চুক্তিবদ্ধ কোনো লোককে হত্যা করার ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ - وَاِنَّ رِيْحَهَا يُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ عَامًا - بخارى .

"যে লোক কোনো অঙ্গীকারাবদ্ধ লোককে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি চল্লিশ বছর পথের দূরত্ব হতেও পাওয়া যায়।"–বুখারী

আর এক আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَا تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ - الانعام : ١٥١

"তোমরা কোনো মানুষকে হত্যা করবে না, যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন। তবে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য তা করতে পারো।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৫১

অর্থাৎ নাহকভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলে হত্যাকারীকে হত্যা করা যাবে। আর দ্বিতীয় হলো ব্যভিচারীর শাস্তিও হত্যা করা। তবে তার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকতে হবে। অথবা সে ঘটনা স্বীকার করলে। তৃতীয় হলো ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফরীতে ফিরে গেলে। যাকে শরীআতের ভাষায় 'মুরতাদ' বলে। এ তিন প্রকারের অপরাধী ছাড়া আর কাউকে হত্যা করা যাবে না।

আত্মহত্যা

কাউকে হত্যা করার মতোই অপরাধ আত্মহত্যাকারীও। তাই যে লোক আত্মহত্যা করবে সে একজন হত্যাকারীর মতোই নিজকে হত্যা করলো। কোনো মানুষের জীবনই তার নিজের ইখতিয়ার ভুক্ত নয়। কারণ সে নিজে তার সৃষ্টিকারী নয়। তার জীবন তার কাছে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দেয়া একটি আমানত। এ জীবনের উপর যথেচ্ছা সে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা কুরআনে সূরা আন নিসার ২৯ আয়াতে বলেছেন ঃ

وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا○ - النساء : ٢٩

"তোমরা নিজেরাই তোমাদের নিজেদেরকে হত্যা করো না। কারণ আল্লাহ তোমাদের উপর রহমকারী।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৯

আত্মহত্যাকারীরও আখেরাত সব ধ্বংস হয়ে যায়। সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়। আত্মহত্যাকারী আল্লাহর রুদ্ররোষে পতিত হবে বলে

www.pathagar.com

আল্লাহর রসূল আগাম বাণী দিয়েছেন। ইবনে মাযায় উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

مَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا ـ

"যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করলো, সে অনাদি অনন্তকাল পর্যন্ত জাহান্নামের আগুনে জ্বলে জ্বলে এ বিষ গলধঃকরণ করতে থাকবে।"

রসূলুল্লাহ সঃ আরো বলেছেন ঃ

كَانَ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهٖ جَرْحٌ فَجَزَعَ ـ فَاَخَذَ سِكِّيْنًا ـ فَحَزَّبِهَا يَدَهُ ـ فَارْقَاالدَّمُ حَتّٰى مَاتَ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ بَادَرَنِىْ عَبْدِهٖ بِنَفْسِهٖ فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ ـ بخارى، مسلم

"তোমাদের আগে অতিবাহিত হয়ে যাওয়া লোকদের মধ্যে এক লোক আহত হয়ে ছটফট করতে শুরু করলো। এতে অধৈর্য হয়ে ছুরি হাতে নিয়ে নিজেই নিজের হাত কেটে ফেললো, এতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হলো। ফলে তার মৃত্যু ঘটলো। আল্লাহ তাআলা এ ধরনের লোকদের ব্যাপারে বলেছেন ঃ আমার এ বান্দা নিজের ব্যাপারে নিজে খুব তাড়াহুড়া করে ফেললো। তাই আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি।"-বুখারী, মুসলিম

এসব উদ্ধৃতি থেকে বুঝা গেলো যে, শত দুঃখ-কষ্ট ও অসুবিধা সত্ত্বেও ধৈর্যধারণ করেই থাকতে হবে। আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। তাছাড়া কোনো অবস্থাতেই আত্মহত্যার মতো দুনিয়া ও আখেরাত বিনষ্টকারী পথ অবলম্বন করা যাবে না।

এ কাজ না করার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি নিজকে পর্বতের চূড়া হতে ফেলে দিয়ে আত্মহত্যা করলো, চিরদিনের জন্য সে জাহান্নামে থাকবে। কোনোদিন এর থেকে মুক্তি পাবে না। যে বিষ পান করে আত্মহত্যা করলো সে জাহান্নামের আগুনে চিরদিনই বিষপান করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি লোহার অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করলো, সে ব্যক্তি চিরকাল লোহার অস্ত্র দিয়ে নিজেকে আঘাত করতে থাকবে।"

কাজেই এমন আত্মহননের কাজ বুদ্ধিমান লোক করতে পারে না।

www.pathagar.com

অন্যায় ও অসৎ পথে সম্পদ অর্জন হারাম

সৎ পথে, উত্তম পথে ধন-সম্পদ উপার্জন করায় কোনো দোষ নেই বরং তা হালাল। হাদীসে এসেছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِرَجُلٍ الصَّالِحِ - احمد

"সত্যপন্থী, সৎ ও নীতিবান মানুষের জন্য হালাল ধন-সম্পদ অত্যন্ত উত্তম।"–আহমাদ

কিন্তু খারাপ পথে অসৎ পথে ফাঁকি দিয়ে ধন-সম্পদ সংগ্রহ করা ইসলাম কোনো অবস্থাতেই অনুমোদন করেনি। একাজ সরাসরি হারাম। আল্লাহ্ সূরা আন নিসার ২৯ আয়াতে বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلآَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ق - النساء : ٢٩

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা অন্যায়ভাবে কেউ কারো ধন-সম্পদ খেও না। তবে তোমাদের পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ হলে তার থেকে কিছু খেলে তাতে কোনো দোষ নেই।"

ঘুষ দেয়ানেয়া হারাম

মানুষের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে কোনো অর্থ গ্রহণ করার নামই ঘুষ। এটা খুবই গর্হিত কাজ। আল্লাহ ঘুষ খাওয়াকে হারাম করেছেন। কোনো ব্যক্তি নিজের কোনো অন্যায় স্বার্থ আদায় করার জন্য কোনো কর্তৃত্বশীল কি দায়িত্বশীলকে কিছু দিলে এটা ঘুষের আওতাভুক্ত অর্থাৎ একাজটিও হারাম।

আল্লাহ্ তাআলা সূরা আল বাকারার ১৮৮ আয়াতে বলেছেন ঃ

وَلاَتَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ - البقرة : ١٨٨

"তোমরা একে অপরের ধন-সম্পদ গর্হিত পথ ও পন্থায় খেয়ো না। আর শাসকদের সামনে এ ধন-সম্পদ এ উদ্দেশ্যে পেশ করো না যে,

www.pathagar.com

সেখানে তোমরা অন্যের সম্পদের কোনো অংশ ইচ্ছা করে খুবই অন্যায়ভাবে জেনেশুনে খাবার সুযোগ পাবে।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَعَنَةُ اللّٰهِ عَلَى الرَّشِيْ وَالْمَرْتَشِيْ فِى الْحُكْمِ ـ احمد

"সরকারী ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যে ঘুষ দেয় ও যে ঘুষ খায়–এ দু ব্যক্তির উপরই আল্লাহর অভিসম্পাত।"–আহমাদ

আরেক জায়গায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ كِلاَهُمَا فِى النَّارِ ـ

"ঘুষ দানকারী ও ঘুষ ভক্ষণকারী এ উভয়ই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।"

উপহার বা উপঢৌকন

কোনো নেতা বা শাসক বা প্রশাসককে অর্থাৎ কোনো ক্ষমতাশালী লোককে উপঢৌকন বা উপহারের নামে কিছু দান করা ঘুষেরই নামান্তর। তা হারাম।

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلٰى عَمَلٍ فَتَذَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا اَخَذَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ ـ

"যে লোককে আমরা কোনো কাজে নিযুক্ত করেছি তার জন্য বেতন নির্ধারিত করে তা ধার্য করে দিয়েছি, সে লোক যদি তারপরও কিছু গ্রহণ করে তাহলে তা-ই হবে তার জন্য ঘুষ।"–আবু দাউদ

যাকাত আদায় করার জন্য একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আজদ' গোত্রের কাছে এক লোককে পাঠান। সে ওখান থেকে ফিরে এসে তার কাছে কিছু ধন-সম্পদ রেখে দিয়ে বললো, এ ধন-সম্পদ আপনার, আর এগুলো আমাকে উপঢৌকন হিসেবে দেয়া হয়েছে। তার কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হলেন, তিনি বললেন, তোমার একথাই যদি সত্য হয় তাহলে তুমি তোমার পিতামাতার ঘরে বসে থাকতে, তখন দেখা যেতো তোমাকে হাদীয়া দিচ্ছে কে?

এসব আলোচনায় বুঝা গেলো কোনো পদে বা ক্ষমতায় থাকলে তখন তাকে যা দেয়া হয় কোনো স্বার্থেই দেয়া হয়। আর তা-ই ঘুষ। কারণ পদ

www.pathagar.com

থেকে বা ক্ষমতা থেকে সরে যাবার পর তাকে আর কেউ হাদিয়া বা উপঢৌকন দেয় না।

ধন-সম্পদ অপব্যয় করা হারাম

অন্যের ধন-সম্পদ তাকে ঠকিয়ে বা অন্য কোনো অসদুপায়ে হস্তগত করা যেমন হারাম, তেমনি নিজের ধন-সম্পদও বাজে পথে খরচ করা ও অপব্যয় করা হারাম।

ব্যক্তি মালিকানার ধন-সম্পদেও অন্যের হক আছে। কাজেই কোনো মালিক যদি তার নিজের ধন-সম্পদ বাজে পথে খরচ করে কিংবা অপব্যয় করে তাহলে সে অপরের হক নষ্ট করলো। আর এটা এ জন্যই হারাম। সূরা আল আ'রাফের ৩১ আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ج
اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ○ الاعراف : ٣١

"হে আদম সন্তানেরা! তোমরা প্রত্যেকবার মসজিদে হাজির হবার সময় সাজসজ্জা করো ও অলংকারাদি পরো। আর খাওদাও ও পান করো, কিন্তু অপচয় অপব্যয় করো না। আল্লাহ অপব্যয় অপচয়কারীকে পসন্দ করেন না।"

সংখ্যালঘু অমুসলিমদের সাথে ব্যবহার

ইসলাম পরম সুখ ও শান্তির ধর্ম। কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম সংখ্যালঘুদেরও মৌলিক অধিকার ভোগ করে বসবাস করার অধিকার ইসলাম দিয়েছে। অমুসলিমদের অধিকার সম্পর্কে সূরা আল মুমতাহিনার ৮-৯ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ
دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ○ اِنَّمَا
يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ
وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ج وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ○

"আল্লাহ সেসব লোকদের সাথে তোমাদেরকে উত্তম আচরণ ও সুবিচারমূলক ব্যবহার করতে নিষেধ করেননি। যারা তোমাদের সাথে

www.pathagar.com

যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর হতে বের করে দেয়নি। আল্লাহ সুবিচারকদের ভালোবাসেন। যারা তোমাদের সাথে দীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেছে ও তোমাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দিয়েছে ও তোমাদেরকে বের করে দেবার ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা করেছে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন, এ লোকদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করবে তারা যালিম।"

যারা মুসলমানদের শত্রু নয়, মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করেনি, তাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দেয়নি, তাদের সাথে শুধু সুবিচার করার কথাই বলা হয়নি। বরং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করারও নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। তাদের উপকার সাধন করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কোনো অমুসলিম তার পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা সহকারে সব মৌলিক অধিকার ভোগ করে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করতে পারবে। রাষ্ট্র তার জীবন ও ধন-সম্পদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেবে।

ইহুদী খৃস্টানদের প্রতি আচরণ

ইহুদী খৃস্টানদেরকেই বলা হয় আহলি কিতাব। অর্থাৎ তাদের উপরও আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে। ইসলাম অমুসলিম এমন কি মুশরিক কাফিরদের সাথেও ভালো আচরণের নির্দেশ দিয়েছে। কাজেই আহলি কিতাবদের সাথে খারাপ আচার আচরণ করার প্রশ্নই আসে না।

আল্লাহ কুরআনে ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে সম্বোধন করে— 'ইয়া আহলাল কিতাব' বলেছেন। অর্থাৎ হে আসমানী কিতাবের বাহকগণ! এ দিক দিয়ে মুসলমানদের সাথে তাদের সম্পর্ক কাছাকাছি। আল্লাহ তার সকল নবী রসূলদেরকে একই মৌলিক শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা সূরা আশ শূরার ১৩ আয়াতে বলেছেন ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط

"আল্লাহ তোমাদের জন্য দীনের সেই নিয়ম-কানুন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যার হুকুম তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। আর যার হুকুম হে মুহাম্মাদ এখন আমি তোমার উপর ওহীর সাহায্যে পাঠিয়েছি। আর যার হুকুম আমি ইবরাহীম মূসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম এই বলে যে, তোমরা সকলেই এ দীন কায়েম করো। আর এ ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না।"

www.pathagar.com

মুসলিম জাতি তাদের আগের সকল নবী রসূলদের উপর অবতীর্ণ কিতাবসহ তাদের দীনকে বিশ্বাস করে। কিন্তু সর্বশেষ নবীর উপর অবতীর্ণ কিতাব ও বিধানের উপর ঈমান আনে না। তারপরও তাদের তথা ইহুদী খৃস্টানদের সাথে ভালো আচরণ করার জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। তাদের সাথে পানাহার তাদের যবেহ করা পশু খাওয়া ও তাদের সাথে বিয়ে শাদীর সম্পর্ক জায়েয তথা হালাল করেছে।

যিম্মি

ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে যেসব অমুসলিম বসবাস করে তাদের বসবাসের সুবিধার জন্য ইসলাম বিশেষ ব্যবস্থা করেছে। এদেরকেই ইসলামী পরিভাষায় যিম্মি বলা হয়। যিম্মাদারীর অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এদের লালন-পালন, সুযোগ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি দেয়া ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মাদারী ও দায়িত্ব। একটি মুসলিম রাষ্ট্রের কাছে মুসলিম ও অমুসলিম সকল নাগরিকই মৌলিক মানবীয় অধিকার ভোগের সমান। পার্থক্য শুধু উভয়ের মধ্যে আকীদা বিশ্বাসে। অমুসলিমগণ তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ اٰذٰى ذِمِّيًّا فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ ـ

"যে লোক কোনো মু'মিন লোককে যন্ত্রণা ও কষ্ট দেবে। সে যেনো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট দিলো। আর যে ব্যক্তি আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট দিলো, সে যেনো আল্লাহকে কষ্ট দিলো।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ

مَنْ اٰذٰى ذِمِّيًّا فَاَنَا خَصْمُهٗ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمُهٗ خَصَمْتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

"যে লোক কোনো যিম্মিকে যন্ত্রণা ও কষ্ট দিলো, আমি তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবো। আর আমি যার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরকারী, কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে মামলায় লড়বো।"

তিনি আরো বলেছেন ঃ

مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا اَوِ انْتَقَصَهٗ حَقًّا اَوْ كَلَّفَهٗ فَوْقَ طَاقَتِهٖ اَوْ اَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ فَاَنَا حَجِيْجُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ ابوداؤد

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ লোকের উপর যুলুম করবে অথবা তার কোনো অধিকার হরণ করবে, অথবা তার শক্তি সামর্থের বাইরে তার উপর কোনো বোঝা চাপাবে অথবা অনুমতি ছাড়া তার কোনো জিনিস নিয়ে নিবে, তার বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি মামলা দায়ের করবো।"–আবু দাউদ

এসব বর্ণনা হতে বুঝা যায়, মুসলিম রাষ্ট্রে যিম্মিদের অধিকার সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম নাগরিকদের কতো বড়ো দায়িত্ব বর্তিয়েছে। অথচ আমাদের দেশে একদল জ্ঞানপাপী যিম্মিদেরকে মুলমানদের হাতে বন্দী হিসেবে চিত্রিত করতে সচেষ্ট। এটা ইসলাম সম্পর্কে তাদের কতো বড়ো অজ্ঞতার পরিচায়ক।

অমুসলিমদের সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ

দীন-ধর্ম ঈমান-আকীদার ব্যাপার ছাড়া আর সব বিষয়েই অমুসলিম ইহুদী খৃষ্টান হিন্দুদের কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করা জায়েয। যেমন চিকিৎসা, শিল্প-বাণিজ্য, কৃষি, বিজ্ঞান ইত্যাদি। এতে কোনো দোষ নেই। তবে মুসলিম জাতির সকল ব্যাপারেই স্বনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন ব্যাপারে অমুসলিমদের কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতা নিয়েছেন। অবশ্য তিনি এজন্য বিনিময় মূল্যও দিয়েছেন। এমন কি হিজরত করার সময় ও পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তিনি মক্কার মুশরিক আবদুল্লাহ ইবনে আরীকতের সাহায্য নিয়েছিলেন। তবে তাদের সাহায্য সহযোগিতার বিনিময় মূল্য প্রদান করা হতো এবং এসব অমুসলিমদের উপর আস্থা থাকতে হবে যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাজ করবে না। বিশ্বাস করা না গেলে তাদের সাহায্য সহযোগিতা নেয়া জায়েয হবে না।

❐

www.pathagar.com

শেষকথা

ইসলামে মানুষের জন্য মানুষের বাহ্য ও প্রকাশ্য কর্মকাণ্ড আচার-আচরণ ইত্যাদির ব্যাপারে হালাল ও হারাম সম্পর্কে সম্ভাব্য একটা আলোচনা করা হয়েছে এ বইতে। কিন্তু এ ছাড়াও মানুষের চিন্তাভাবনা কল্পনা এসবের ব্যাপারেও ইসলামের বিধিনিষেধ আছে। সেসব ব্যাপারেও হালাল হারামের ব্যাপার আছে। এগুলো একেবারেই ভাবগত অপ্রকাশ্য। এসব বিষয়ে এ বইতে কোনো আলোচনা করা হয়নি। যেমন হিংসাদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, অহমিকা-অহংকার, লৌকিকতা, মুনাফেকী, লোভ লালসা, এসব ব্যাপারে এ বইতে আলোচনা আসেনি। এসবের ব্যাপারেও ইসলাম কঠিনভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছে।

সংক্ষেপে এসব ব্যাপারে কথা হলো, আল্লাহ যেভাবে মানুষকে প্রকাশ্যভাবে শারীরিক ও কায়িকভাবে হারাম পরিহার করে হালাল কাজের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করতে চান, একইভাবে তিনি মানুষকে মানসিকভাবে চিন্তা-চেতনা ও কল্পনার ক্ষেত্রেও পবিত্র ও পরিশুদ্ধ দেখতে চান। তাই হিংসা বিদ্বেষ, অনাহুত শত্রুতাপোষণ, গৌরব অহংকারবোধ, মানুষকে দেখানো কাজ, কৃপণতা, বাহুল্য এসবও হারাম করে দিয়েছে। এ উভয় ক্ষেত্রে মানুষ হালাল হারামের বিধান মেনে চললে আল্লাহ যে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করেছেন, তা বাস্তবায়িত হয়ে সোনার ও সমৃদ্ধ সমাজে পরিণত হবে।

হালাল হারাম বিধানের ব্যাপারে শেষকথা হলো, হালাল কি আর হারাম কি এটা শুধু জানলেই হবে না। হালাল হারাম স্পষ্ট ব্যাপার। সবই মুসলমানের জানা। তারপরও তারা হারামের গোলক ধাঁধায় পড়ে যায়। ফলে তাদের জন্য জান্নাতের পথ সুগম না হয়ে জাহান্নামের পথ সুগম হয়। মুসলমানকে জান্নাতের পথই প্রশস্ত করতে হবে।

এজন্য মুসলমানের মনে সর্বপ্রথম 'তাকওয়ার' সৃষ্টি করতে হবে। আল্লাহর ভয় মনে না থাকলে হালাল কোনো কাজই সম্পাদিত হওয়া সম্ভব নয়। তাকওয়াই জান্নাতের পথে ধাবিত হবার মূল চালিকা শক্তি। তাই আল্লাহর ভয় সবসময় মনে জাগ্রত রেখে হালালের পথে চলার জন্য মনকে শক্তভাবে তৈরী করে নিতে হবে। তাহলেই তার জন্য কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত হতে পারে। আল্লাহর রসূল সঃ বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِاَمْرِىْ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظًا مِّنْ نَفْسِهِ ـ

"আল্লাহ কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো কল্যাণ চাইলে তাকে ঠিক রাখার জন্য তার নিজের থেকেই কাউকে তার নসিহতকারী সৃষ্টি করে দেন।"

এজন্য তিনি সবসময় এ দোয়াটিও আওড়াতে বলে দিয়েছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَغْنِنَا بِحَلاَ لِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ـ

"হে আল্লাহ! হালাল উপায় দিয়ে হারাম উপায় থেকে ও তোমার নাফরমানী হতে তোমার আনুগত্য দিয়ে আমাকে রক্ষা করো। তোমার অনুগ্রহ দিয়ে তুমি ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে আমাকে বাঁচাও।"

মুসলিম উম্মাহকে মনে তাকওয়ার সৃষ্টি ও হৃদয়-মনকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর পথে চলার জন্য তৈরী করে কাজ করতে হবে। তাহলেই তিনি তাদের সঠিক পথে চলার শক্তি দান করবেন।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

মূলগ্রন্থ

১. শিকল পরা দিনগুলো
২. অভিশপ্ত ইহুদী জাতির বেঈমানীর ইতিহাস
৩. পরশমণি সিরাত—উপন্যাস
৪. মসজিদে রাজনীতি
৫. মু'মিনের পারস্পরিক সম্পর্ক
৬. কুরআনে আঁকা আখিরাতের ছবি

অনুবাদ গ্রন্থ

১. হযরত আবু বকর রাঃ
২. মুরতাদের শাস্তি
৩. ইসলামী অনুষ্ঠানের তাৎপর্য
৪. এক মন দুই রূপ (উপন্যাস)
৫. ইবাদাতের মর্মকথা
৬. মিশকাতুল মাসাবিহ ১ম খণ্ড
৭. মিশকাতুল মাসাবিহ ২য় খণ্ড
৮. মিশকাতুল মাসাবিহ ৩য় খণ্ড
৯. মিশকাতুল মাসাবিহ ৪র্থ খণ্ড
১০. মিশকাতুল মাসাবিহ ৫ম খণ্ড
১১. মিশকাতুল মাসাবিহ ৬ষ্ঠ খণ্ড
১২. মিশকাতুল মাসাবিহ৭ম খণ্ড
১৩. মিশকাতুল মাসাবিহ ৮ম খণ্ড
১৪. মিশকাতুল মাসাবিহ ৯ম খণ্ড
১৫. মিশকাতুল মাসাবিহ ১০ম খণ্ড
১৬. মিশকাতুল মাসাবিহ ১১শ খণ্ড
১৭. ভূমির মালিকানা সমস্যা
১৮. রাহে আমল ১ম খণ্ড
১৯. রাহে আমল ২য় খণ্ড

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত লেখকের অন্যান্য বই

পরশমণি
মিশকাতুল মাসাবীহ ১-৯
রাহে আমল ১-২
মুরতাদের শাস্তি
ইসলামী অনুষ্ঠানের তাৎপর্য
ভূমির মালিকানা বিধান
আবুবকর (রাঃ)
পয়গামে কুরআন
অভিশপ্ত ইহুদী জাতির বেঈমানীর ইতিহাস
কুরআনে আকাঁ আখেরাতের ছবি
শিকল পরা দিনগুলো

www.pathagar.com